স্ট্যাম্প আইন, ১৮৯৯

(১৮৯৯ সনের ২ নং আইন)

সূচি

ধারাসমূহ

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন

২। সংজ্ঞা

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্ট্যাম্প শুল্ক

ক- দলিলপত্রের করের দায়

৩। শুল্ক ধার্যযোগ্য দলিলসমূহ

৪। বিক্রয়, বন্ধক বা বিলিবন্দেজ সংক্রান্ত একক লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য কতিপয় দলিল

৫। কতিপয় স্বতন্ত্র বিষয় সম্পর্কিত দলিল পত্রাদি

৬। তফসিল-১ এ উল্লিখিত বিভিন্ন বর্ণনার দলিলাদি

৬ক। রহিতকৃত

৭। সমুদ্র বীমা নীতি

৮। ১৮৭৯ সনের ১১ নং আইনের অধীন ঋণ বাবদ ইস্যুকৃত বন্ড, ঋণপত্র বা অন্যান্য জামানত

৯। শুল্ক হ্রাস, মওকুফ বা বৃদ্ধির ক্ষমতা

খ-স্ট্যাম্প ও উহার ব্যবহার পদ্ধতি

১০। কিভাবে শুল্ক প্রদেয় হইবে

১১। আঠালো (adhesive) স্ট্যাম্পের ব্যবহার

১১ক। কতিপয় বীমা পলিসির ক্ষেত্রে চালান, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে স্ট্যাম্প শুল্ক পরিশোধ

১২। আঠালো (adhesive) স্ট্যাম্প বাতিলকরণ

১৩। আঠালো স্ট্যাম্পযুক্ত দলিল কিরূপে লিখিত হইবে

১৪। একই স্ট্যাম্পে কেবল একটি দলিল থাকা

১৫। ধারা ১৩ বা ১৪ এর বিপরীতে লিখিত দলিলপত্র স্ট্যাম্পবিহীন বিবেচিত

১৬। শুল্ক প্রদানের নির্দেশ

গ- দলিলাদি স্ট্যাম্পযুক্ত করিবার সময় সংক্রান্ত

১৭। বাংলাদেশে সম্পাদিত দলিলপত্র

১৮। বিল এবং নোটসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশের বাহিরে সম্পাদিত দলিলপত্র

১৯। বাংলাদেশের বাহিরে আদিষ্ট বিল এবং নোট

১৯ক। রহিত

ঘ- শুল্ক মূল্যায়ন সংক্রান্ত

২০। বৈদেশিক মুদ্রায় অভিব্যক্ত অর্থের বিনিময়
২১। স্টক এবং বিপণনযোগ্য জামানত মূল্যায়নের পদ্ধতি
২২। বিনিময় হার বা গড়মূল্যের বিবরণীর প্রভাব
২৩। সুদ সংরক্ষণ বিষয়ক দলিলপত্র
২৩ক। বিপননযোগ্য জামানত সম্পর্কীয় কতিপয় বন্ধকী দলিল চুক্তি হিসাবে শুল্কযোগ্য
২৪। দেনা, ভবিষ্যতের পরিশোধ সাপেক্ষে, প্রভৃতি হস্তান্তর দলিল ইত্যাদি কিরূপে শুল্কযোগ্য হইবে
২৫। বার্ষিক বৃত্তি, ইত্যাদির ক্ষেত্রে মূল্যায়ন
২৬। অনির্ধারিত মূল্যের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প
২৭। যে সমস্ত বিষয় দ্বারা শুল্ক প্রভাবিত হয় তাহা দলিলপত্রে বিধৃত হইবে
২৮। কতিপয় কবলা দলিলের ক্ষেত্রে শুল্ক সংক্রান্ত নির্দেশনা

ঙ- শুল্ক যাহার দ্বারা প্রদেয়

২৯। যাহার দ্বারা শুল্ক প্রদেয়
২৯ক। বিলুপ্ত
৩০। কতিপয় ক্ষেত্রে রসিদ প্রদানের বাধ্যবাধকতা

অধ্যায় ৩

স্ট্যাম্প শুল্ক নিরূপণ

৩১। যথাযথ স্ট্যাম্প নিরূপণ
৩২। কালেক্টর প্রদত্ত সার্টিফিকেট

অধ্যায় ৪

যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত নহে এইরূপ দলিলপত্র

৩৩। দলিলপত্র পরীক্ষা ও বাজেয়াপ্তকরণ
৩৪। স্ট্যাম্পবিহীন রসিদ সম্পর্কিত বিশেষ বিধান
৩৫। যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত নহে এইরূপ দলিলপত্র সাক্ষ্য হিসাবে অগ্রহণযোগ্য, ইত্যাদি
৩৬। গৃহীত দলিল সম্পর্কে যেক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না
৩৭। সঠিক নয় এইরূপে স্ট্যাম্পযুক্ত দলিলাদির গ্রহণযোগ্যতা
৩৮। বাজেয়াপ্ত দলিলের ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা
৩৯। ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত জরিমানা ফেরত প্রদানে কালেক্টরের ক্ষমতা
৪০। বাজেয়াপ্ত দলিলপত্র স্ট্যাম্পযুক্ত করিবার বিষয়ে কালেক্টরের ক্ষমতা
৪১। দৈবক্রমে অসংগতভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত দলিলপত্র
৪২। ধারা ৩৫, ৪০ বা ৪১ এর অধীন শুল্ক পরিশোধিত দলিলের পৃষ্ঠাঙ্কন

৪৩। স্ট্যাম্প আইনের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য অভিযুক্তকরণ
৪৪। শুল্ক বা জরিমানা প্রদানকারী ব্যক্তি কতিপয় ক্ষেত্রে উহা পুনরুদ্ধার করিতে পারেন
৪৫। কতিপয় ক্ষেত্রে জরিমানা বা বাড়তি শুল্ক ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে রাজস্ব কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা
৪৬। ধারা ৩৮ এর অধীন প্রেরিত দলিলপত্রের হারাইবার ক্ষেত্রে দায়হীনতা
৪৭। স্ট্যাম্পবিহীন গৃহীত স্ট্যাম্প বিনিময় পত্র বা প্রত্যর্থ পত্রের ক্ষেত্রে প্রদানকারীর ক্ষমতা
৪৮। শুল্ক ও জরিমানা আদায়
৪৮ক। বিলুপ্ত

অধ্যায় ৫

কতিপয় ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প বাবদ বিশেষ সুবিধা প্রদান

৪৯। বিনষ্ট স্ট্যাম্প বাবদ বিশেষ সুবিধা
৫০। ধারা ৫০ এর অধীন প্রতিকার পাইবার আবেদন কখন করিতে হইবে
৫১। কর্পোরেশনের জন্য অনাবশ্যক মুদ্রিত ফরমের ক্ষেত্রে প্রদত্ত বিশেষ সুবিধা প্রদান
৫২। ভুলভাবে ব্যবহৃত স্ট্যাম্প বাবদ বিশেষ সুবিধা
৫৩। বিনষ্ট বা ভুলভাবে ব্যবহৃত স্ট্যাম্পের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তির পদ্ধতি
৫৪। ব্যবহারের জন্য অনাবশ্যক স্ট্যাম্প বাবদ বিশেষ সুবিধা
৫৫। কতিপয় ঋণপত্র বাবদ প্রদত্ত বিশেষ সুবিধা

অধ্যায় ৬

রেফারেন্স ও রিভিশন

৫৬। প্রধান রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ এবং তাহার নিকট প্রেরিত মামলার বিবরণ
৫৭। প্রধান রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হাই কোর্ট বিভাগে মামলার বিবৃতি প্রদান, ইত্যাদি
৫৮। কোনো মামলা সম্পর্কে অতিরিক্ত বিবরণ চাওয়ার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ, ইত্যাদির ক্ষমতা
৫৯। বর্ণিত মামলা নিষ্পত্তির পদ্ধতি
৬০। অন্যান্য আদালত কর্তৃক হাইকোর্ট বিভাগ, ইত্যাদিতে উপস্থাপিত মামলার বিবরণ
৬১। স্ট্যাম্পের পর্যাপ্ততা সম্পর্কে আদালতের কতিপয় সিদ্ধান্তের পুনর্বিচার

অধ্যায় ৭

ফৌজদারি অপরাধ ও কার্যবিধি

৬২। যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত নহে এইরূপ দলিল সম্পাদনের দণ্ড
৬৩। আঠালো স্ট্যাম্প বাতিলে ব্যর্থতার দন্ড
৬৪। ধারা ২৭ এর বিধানাবলি পালন না করিবার দন্ড
৬৫। রসিদ প্রদান করিতে অস্বীকার করিবার এবং রসিদ বাবদ প্রদেয় শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার কৌশলের দন্ড
৬৬। পলিসি প্রস্তুত না করা বা যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত না করিয়া পলিসি প্রস্তুতের দন্ড

৬৭। গুচ্ছভুক্ত বলিয়া বিবেচিত যাবতীয় সংখ্যক বিনিময় পত্র বা নৌ পলিসি রচিত না হইবার কারণে দন্ড
৬৮। নির্ধারিত তারিখ পরবর্তী বিলের জন্য এবং রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া সংক্রান্ত অন্যান্য কৌশলের জন্য দন্ড
৬৯। স্ট্যাম্প বিক্রয় সংক্রান্ত বিধি বিধান ভঙ্গ এবং কর্তৃত্ববিহীন স্ট্যাম্প বিক্রয়ের দন্ড
৭০। মামলা দায়ের ও পরিচালনা
৭১। ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ার
৭২। বিচারের স্থান

অধ্যায় ৮

সম্পূরক বিধানাবলি

৭৩। বহি, ইত্যাদি পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে
৭৪। স্ট্যাম্প বিক্রয় সংক্রান্ত বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
৭৫। আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সাধারণভাবে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
৭৬। বিধিমালা প্রকাশনা
৭৬ক। কতিপয় ক্ষমতা অর্পণ
৭৭। কোর্ট ফি হেফাজত
৭৮। আইন অনুবাদ এবং সুলভে বিক্রয়
৭৯। রহিত

স্ট্যাম্প আইন, ১৮৯৯
(১৮৯৯ সনের ২ নং আইন)

[২৭ জানুয়ারি, ১৮৯৯]

[১]স্ট্যাম্প সম্পর্কিত আইন একীভূতকরণ এবং সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু স্ট্যাম্প সম্পর্কিত আইন একীভূতকরণ ও সংশোধন সমীচীন;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।– (১) এই আইন স্ট্যাম্প আইন, ১৮৯৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা ১৮৯৯ সনের জুলাই মাসের প্রথম দিবসে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(১) **"ব্যাংকার"** অর্থে কোনো ব্যাংক এবং ব্যাংকার হিসাবে কর্মরত কোনো ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২) **"বিনিময় পত্র (bill of exchange)"** অর্থ বিনিময়যোগ্য দলিল আইন, ১৮৮১ তে সংজ্ঞায়িত বিনিময় পত্র, এবং হুন্ডি ও এইরূপ কোনো দলিলও অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহা দ্বারা কোনো ব্যক্তি, দলিলে তাহার নাম উল্লিখিত থাকুক বা না থাকুক, যেকোনো পরিমাণ অর্থ অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রদান করিতে বা অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে, গ্রহণ করিবার অধিকারী, অধিকারী বলিয়া বিবেচিত;

(৩) **"চাহিবামাত্র প্রদেয় বিনিময় পত্র (bill of exchange payable on demand)"** অর্থে-

(ক) কোনো বিনিময় পত্র বা প্রত্যর্থ পত্র (Promissory note) দ্বারা যেকোনো পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য বা কোনো পাওনা পরিশোধকল্পে কোনো বিনিময় পত্র বা প্রত্যর্থ পত্র প্রদানের জন্য বা কোনো নির্দিষ্ট তহবিল হইতে, যাহাতে অর্থ থাকিতে পারে, বা নাও পারে, বা কোনো শর্ত বা সম্ভাব্য ঘটনা, যাহা প্রতিপালিত বা সংঘটিত হইতে পারে বা নাও পারে, সাপেক্ষে যেকোনো পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য আদেশ;

(খ) সাপ্তাহিক, মাসিক বা অন্য কোনো মেয়াদের ভিত্তিতে যেকোনো পরিমাণ অর্থ পরিশোধের আদেশ; এবং

---

[১] এই আইনের সর্বত্র, ভিন্নতর কিছু না থাকিলে, "পাকিস্তান" বা "পূর্ব পাকিস্তান" "প্রাদেশিক সরকার" বা "কেন্দ্রীয় সরকার", "রূপি" বা "রূপিসমূহ" বা "আরএস" এবং "হাইকোর্ট" শব্দগুলি, যথাক্রমে, "বাংলাদেশ", "সরকার", "টাকা" এবং "হাইকোর্ট বিভাগ" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(গ) ঋণপত্র অর্থাৎ কোনো দলিল যাহা দ্বারা একজন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে, যাহার নামে ঋণপত্র ইস্যু করা হইয়াছে, ঋণ প্রদানের জন্য ক্ষমতা প্রদান করেন;

অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৪) **"বিল অব লেডিং (bill of lading)"** অর্থে বিল অব লেডিং এর মাধ্যমে (through bill of lading) অন্তর্ভুক্ত হইবে কিন্তু জাহাজের মাস্টার কর্তৃক প্রদত্ত রসিদ (matea receipt) অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(৫) **"বন্ড (bond)"** অর্থে-

(ক) কোনো দলিল যাহা দ্বারা কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে অর্থ পরিশোধের জন্য এইরূপ শর্তে বাধ্য করে যে, কোনো নির্দিষ্ট কার্য করিবার জন্য, বা ক্ষেত্রমত, না করিবার জন্য উক্ত বাধ্যবাধকতা বাতিল হইয়া যাইবে;

(খ) কোনো দলিল যাহা কোনো স্বাক্ষী কর্তৃক প্রত্যয়িত এবং কোনো নির্দেশ বা আদেশ অনুযায়ী বা উহার বাহকের নিকট অর্থ প্রদানযোগ্য নহে, যাহা দ্বারা এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে অর্থ প্রদানের জন্য নিজেকে বাধ্য করে; এবং

(গ) কোনো দলিল যাহা এইরূপে প্রত্যয়িত যে, যাহা দ্বারা এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে শস্য বা অন্য কোনো কৃষি পণ্য প্রদান করিতে নিজেকে বাধ্য করে;

অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৬) **"ধার্যযোগ্য" (chargeable)"** অর্থ, এই আইন প্রবর্তনের পর সম্পাদিত বা প্রথমে সম্পাদিত কোনো দলিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইলে, এই আইনের অধীন ধার্যযোগ্য এবং অন্য কোনো দলিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইলে, অনুরূপ দলিল যখন সম্পাদিত হইয়াছিল সেই সময়ে বা ইহা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হইলে, প্রথম সম্পাদিত হইবার সময়ে বাংলাদেশে বলবৎ আইনের অধীন ধার্যযোগ্য;

(৭) **"চেক"** অর্থ এইরূপ একটি বিনিময় পত্র যাহা কোনো নির্দিষ্ট ব্যাংকারের প্রতি আদিষ্ট (drawn) এবং দাবি ব্যতিরেকে প্রদেয় নয়;

(৮) [ভারত সরকার (ভারতীয় আইন অভিযোজন) আইন, ১৯৩৭ দ্বারা রহিত];

(৯) **"কালেক্টর (Collector)"** অর্থ-

(ক) কোনো জেলার কালেক্টর (Collector); এবং

(খ) ডেপুটি কমিশনার এবং সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত অন্য কোনো কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১০) **"কবলা দলিল (conveyance)"** অর্থে কোনো বিক্রয় কবলা দলিল এবং এইরূপ প্রত্যেকটি দলিল অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহা দ্বারা কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি একজন

জীবিত ব্যক্তির নিকট হইতে অন্য জীবিত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরিত হয় এবং যাহার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে তফসিল-১[২][***] এ অন্য কোনো বিধান করা হয় নাই;

(১১) **“যথাযথ স্ট্যাম্পযুক্ত (duly stamped)**”, কোনো দলিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অর্থ এইরূপ দলিল যাহা সঠিক মূল্যের আঠালো বা ইমপ্রেসড স্ট্যাম্প সম্বলিত, যাহা সঠিক মূল্যের চেয়ে কম হইবে না, এবং এইরূপ স্ট্যাম্প বাংলাদেশে বলবৎ কোনো আইন অনুযায়ী লাগানো অথবা ব্যবহৃত হইয়াছে;

(১২) **“সম্পাদিত” এবং “সম্পাদন**”, দলিলাদির সূত্রে ব্যবহৃত সম্পাদিত এবং সম্পাদন, অর্থ স্বাক্ষরিত এবং স্বাক্ষর;

(১৩) **“ছাপযুক্ত স্ট্যাম্প**” অর্থে-

(ক) যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক লাগানো ও ছাপযুক্ত লেবেল; এবং

(খ) স্ট্যাম্পযুক্ত কাগজের উপর এমব্রুসড (উৎকীর্ণ) অথবা এনগ্রেভড (খচিত);

অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৪) **“ইনস্ট্রুমেন্ট**” অর্থে সকল দলিল, যাহা দ্বারা কোনো অধিকার বা দায়দায়িত্ব সৃষ্টি, হস্তান্তরিত, সীমিত, প্রসারিত, বিলুপ্ত বা লিপিবদ্ধ হয় অথবা অনুরূপ অর্থ বা তাৎপর্য বহন করে, অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৫) **“বাটোয়ারা দলিল (Instrument of partition)”** অর্থ এইরূপ কোনো দলিল যাহা দ্বারা কোনো সম্পত্তির সহমালিকগণ কোনো সম্পত্তি বন্টন করিতে সম্মত হয় এবং বন্টন কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো রাজস্ব কর্তৃপক্ষ বা কোনো দেওয়ানি আদালত কর্তৃক প্রদত্ত চূড়ান্ত আদেশ এবং কোনো সালিশকারক কর্তৃক প্রদত্ত বন্টনের রোয়েদাদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৬) **“ইজারা (lease)**” অর্থ অস্থাবর সম্পত্তির ইজারা এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

(ক) পাট্টা;

(খ) কবুলিয়তনামা বা ইজারা প্রতিরূপ (counter part) নয় এইরূপ অন্য কোনো লিখিত অঙ্গীকারনামা, যাহার মাধ্যমে অস্থাবর সম্পত্তি চাষাবাদ, দখল বা খাজনা পরিশোধ করা যায়;

(গ) কোনো দলিলপত্র (Instrument) যাহা দ্বারা যে কোনো প্রকার টোল প্রদান করা যায়;

(ঘ) ইজারার জন্য দরখাস্তের উপর কোনো লিখনী যাহা দ্বারা বুঝা যায় যে, দরখাস্তটি মঞ্জুর হইয়াছে;

[২]“বা ক্ষেত্রমত, তফসিল ১ক” শব্দগুলি, চিহ্ন এবং কমা বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।

(১৬ক) **“বিপণনযোগ্য জামানত (marketable security)”** অর্থ এইরূপ বর্ণনার নিরাপত্তা যাহা বাংলাদেশ বা যুক্তরাজ্যের যে কোনো স্টক মার্কেটে বিক্রয়যোগ্য;

(১৭) **“বন্ধকী দলিল (Mortgagee-deed)”** অর্থে এইরূপ সকল দলিল (Instrument) অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহা দ্বারা অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ অথবা ধার বা ঋণ হিসাবে অগ্রিম প্রদেয় অর্থ অথবা কোনো বিদ্যমান বা ভবিষ্যৎ ঋণ অথবা কোনো প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি সম্পাদনের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তি কর্তৃক অন্য ব্যক্তির নিকট বা অনুকূলে কোনো সুনির্দিষ্ট সম্পত্তির উপর বা উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে অধিকার হস্তান্তর বা সৃষ্টি করে;

(১৮) **“কাগজ (paper)”** অর্থে চর্মপত্র (vellum) বা চামড়া (parchment) বা অন্য কোনো প্রকার উপকরণ যাহার উপর কোনো দলিল লিপিবদ্ধ করা যায় অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৯) **“বীমা পলিসি**” অর্থে-

(ক) কোনো দলিল যাহা দ্বারা এক ব্যক্তি বীমার জন্য কিস্তির টাকার বিনিময়ে অন্য ব্যক্তিকে অজানা বা সম্ভাব্য ঘটনা হইতে উদ্ভূত ক্ষতি, অনিষ্ট বা দায়দায়িত্বের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য নিয়োজিত করে;

(খ) কোনো জীবন বীমা এবং দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তিকে নিশ্চিতকরণের জন্য যেকোনো বীমা পলিসি এবং অন্য কোনো ব্যক্তিগত বীমাও-

ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২০) **“সমুদ্র বীমা পলিসি”** বা **“সমুদ্র পলিসি”**-

(ক) অর্থ এইরূপ বীমা, যাহা কোনো জাহাজ বা জলযান (সমুদ্রগামী বা অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচলের জন্য যাহাই হউক), অথবা জাহাজ বা জলযানের যন্ত্রপাতি, পালের খুঁটি অথবা কোনো জাহাজ বা জলযানে বোঝাইকৃত কোনো পণ্য, ব্যবসার সামগ্রী বা যে কোনো প্রকার সম্পত্তি অথবা জাহাজ বা জলযানে বাহিত মালের ভাড়া বা অন্য কোনো প্রকার স্বার্থ, যাহা আইনানুগভাবে বীমাযোগ্য, এর উপর করা হয়; এবং

(খ) অর্থে যেকোনো পণ্য, ব্যবসার সামগ্রী বা সম্পত্তির জন্য বীমাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যাহার পরিবহণ দফা (ক) এর মর্মার্থ অনুযায়ী কেবল সমুদ্রে পরিবহণ কালেই ঝুঁকিপূর্ণ নয় বরং বীমাভুক্ত পরিবহনের আরম্ভ হইতে সর্বশেষ গন্তব্যে পৌঁছানোর আনুষঙ্গিক অন্যান্য ঝুঁকিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে:

যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি অতিরিক্ত মালের ভাড়া বাবদ বা অন্য কোনোভাবে অর্থ প্রাপ্তির বিনিময়ে, অর্থ প্রদান করা হইয়াছে বা হইবে, কোনো জাহাজ বা জলযান বোঝাই যেকোনো প্রকার ব্যবসার পণ্য সংক্রান্ত ঝুঁকি গ্রহণ করিতে সম্মত হয় অথবা এইরূপ পণ্য, ব্যবসার পণ্য বা যেকোনো বর্ণনার সম্পত্তি বাবদ, যখন উহা কোনো জাহাজে পরিবহণের জন্য বোঝাইকৃত থাকে, কোনো ঝুঁকি বা ক্ষতিবাবদ মালিককে ক্ষতিপূরণ

প্রদান করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, সেইক্ষেত্রে এইরূপ সম্মতি বা প্রতিশ্রুতি সমুদ্রবীমার জন্য একটি চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

[৩](২১) **"আমমোক্তার নামা"** অর্থ পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩৫ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (১) এ সংজ্ঞায়িত আমমোক্তার নামা;

(২২) **"প্রত্যর্থ পত্র (promissory note)"** অর্থ বিনিময়যোগ্য দলিল আইন, ১৮৮১ তে সংজ্ঞায়িত কোনো প্রত্যর্থ পত্র এবং এইরূপ কোনো অংকের অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি সম্বলিত নোট, যে অর্থ নির্দিষ্ট কোনো তহবিল হইতে প্রদেয়, যে তহবিল থাকিতে পারে বা নাও পারে অথবা এইরূপ কোনো শর্ত বা সম্ভাব্য ঘটনা সাপেক্ষে, প্রতিপলিত বা সংঘটিত হইতেও পারে বা নাও পারে;

(২৩) **"রসিদ"** অর্থে যে কোনো নোট, স্মারক বা লেখনীও অন্তর্ভুক্ত হইবে, যাহা দ্বারা-

(ক) কোনো অর্থ বা বিনিময় পত্র, চেক বা প্রত্যর্থ পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়; বা

(খ) ঋণ পরিশোধের সন্তুষ্টি হিসাবে অন্য কোনো অস্থাবর সম্পত্তির প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়; বা

(গ) কোনো ঋণ বা দাবি অথবা উহার অংশবিশেষ পরিশোধিত বা অবমুক্ত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা হয়; বা

(ঘ) উক্ত রসিদ কোনো ব্যক্তির নামে স্বাক্ষরিত হউক বা না হউক উহা অনুরূপ কোনো স্বীকৃতির ইঙ্গিত বা আশ্বাস বহন করে;

(২৪) **"বিলিবন্দেজ (settelement)"** অর্থ ইচ্ছাপত্র ব্যতীত অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তির কোনো লিখিত বিলিবন্দেজ যাহা-

(ক) বিবাহের পণস্বরূপ;

(খ) বিলিবন্দেজকারী ব্যক্তির সম্পত্তি তাহার পরিবার বা যাহাকে তিনি ভরণপোষণের ইচ্ছা পোষণ করেন তাহাদের মধ্যে বিতরণ করিবার উদ্দেশ্যে বা তাহার উপর নির্ভরশীল কতিপয় ব্যক্তির ভরণপোষণের উদ্দেশ্যে; বা

(গ) কোনো ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে;

করা হয়;

এবং বিলিবন্দেজের জন্য সম্পাদিত লিখিত কোনো চুক্তি এবং যেক্ষেত্রে এইরূপ বিলিবন্দেজ লিখিতভাবে করা হয় নাই, সেইক্ষেত্রে ট্রাস্টের ঘোষণা সম্পর্কিত কোনো দলিলের শর্তাবলিও এইরূপ বিলিবন্দেজের অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(২৫) **"সৈনিক"** অর্থে [৪]সেনা আইন, ১৯৫২ এর অধীন তালিকাভুক্ত ননকমিশন্ড পদমর্যাদার নিম্নের যে কোনো ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে।

---

[৩]দফা (২১) অর্থ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত (২০১৩ সালের ১ জুলাই হইতে কার্যকরতাসহ)।

দ্বিতীয় অধ্যায়
স্ট্যাম্প শুল্ক
ক- দলিলপত্রের করের দায়

৩। শুল্ক ধার্যযোগ্য দলিলসমূহ।– এই আইনের বিধান এবং তফসিল-১ এ উল্লিখিত অব্যাহতি সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত দলিলসমূহ তফসিল-১ এ উল্লিখিত হারে যথাযথভাবে শুল্ক ধার্যযোগ্য হইবে, যথা:-

(ক) উক্ত তফসিলে উল্লিখিত প্রতিটি দলিল ইতঃপূর্বে যাহা কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হয় নাই, যাহা ১৮৯৯ সালের ১লা জুলাই তারিখে বা উহার পরে বাংলাদেশে সম্পাদিত;

(খ) প্রতিটি বিনিময় পত্র যাহা দাবি ব্যতীত অন্যভাবে প্রদেয় অথবা প্রত্যর্থ পত্র, যাহা উক্ত দিনে বা উহার পরে বাংলাদেশের বাহিরে প্রস্তুত বা তৈরি করা হইয়াছে এবং বাংলাদেশে গৃহীত বা পরিশোধিত হইয়াছে বা গ্রহণ বা পরিশোধের জন্য উপস্থাপন করা হইয়াছে অথবা পৃষ্ঠাংকিত, হস্তান্তরিত বা অন্য কোনোভাবে বিনিময় করা হইয়াছে; এবং

(গ) উক্ত তফসিলে উল্লিখিত (বিনিময় পত্র ও প্রত্যর্থ পত্র ব্যতীত) প্রতিটি দলিল, যাহা, ইতঃপূর্বে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হয় নাই, উক্ত তারিখ বা পরবর্তীতে বাংলাদেশের বাহিরে সম্পাদিত হয় এবং উহা যদি বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো সম্পত্তি বা কোনো বিষয় বা কাজ যাহা করা হইয়াছে বা হইবে, এইরূপ বিষয়বস্তু সংক্রান্ত হয় এবং বাংলাদেশে গৃহীত হয়:

[৫][***]

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোনো শুল্ক ধার্যযোগ্য হইবে না-

(১) যে সকল দলিল সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে বা সরকারের অনুকূলে সম্পাদিত হয়, সেই সকল দলিল বাবদ ধার্যযোগ্য শুল্ক, যদি না উক্তরূপ দলিলের ক্ষেত্রে কোনো অব্যাহতি থাকে, সরকার পরিশোধে বাধ্য থাকিবে;

(২) [৬][মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ (১৯৮৩ সনের ২৬ নং অধ্যাদেশ)] এর অধীন নিবন্ধনকৃত কোনো জাহাজ বা জলযান বা জাহাজ বা জলযানের কোনো অংশ, স্বার্থ, শেয়ার বা সম্পত্তি চূড়ান্ত বা বন্ধক দ্বারা বা অন্য কোনো প্রকারে বিক্রয়, হস্তান্তর বা বিলিবন্দেজের ব্যবস্থার জন্য সম্পাদিত কোনো দলিল।

---

[৪]"ভারতীয় সেনা আইন, ১৯১১ বা পাকিস্তানের" শব্দগুলি, কমা ও চিহ্ন বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।

[৫]ধারা ৩ এর প্রথম শর্তাংশ বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।

[৬]"মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ (১৯৮৩ সনের ২৬নং অধ্যাদেশ)" শব্দগুলি, কমা, চিহ্নগুলি ও বন্ধনী "মার্চেন্ট শিপিং আইন, ১৮৯৪, বা ১৮৩৮ সনের ১৯ নং আইন এর অধীন বা জাহাজ নিবন্ধন আইন, ১৮৪১, পরবর্তী আইনসমূহের মাধ্যমে সংশোধন অনুসারে" শব্দগুলি, কমাগুলি, চিহ্নগুলির পরিবর্তে স্ট্যাম্প (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১৪ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪। বিক্রয়, বন্ধক বা বিলিবন্দেজ সংক্রান্ত একক লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য কতিপয় দলিল।– [৭][(১) যদি কোনো একটি বিক্রয়, বন্ধক বা বিলিবন্দেজের ক্ষেত্রে লেনদেনের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক কতিপয় দলিল ব্যবহৃত হয়, সেইক্ষেত্রে কেবল প্রধান দলিলটি সম্পত্তি হস্তান্তর, বন্ধক বা বিলিবন্দেজের জন্য তফসিল ১ এ নির্ধারিত হারে শুল্ক ধার্যযোগ্য হইবে এবং অন্যান্য প্রতিটি দলিল বাবদ উক্ত তফসিলে এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত শুল্ক (যদি থাকে) এর পরিবর্তে [৮](তিনশত টাকা) হারে শুল্ক ধার্যযোগ্য হইবে।]

(২) উক্তরূপে ব্যবহৃত দলিলসমূহের মধ্যে কোন দলিল উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রধান দলিল হিসাবে গণ্য হইবে তাহা পক্ষগণ নিজেরা নিজেদের জন্য স্থির করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপে স্থিরীকৃত দলিল বাবদ যে শুল্ক ধার্যযোগ্য হইবে উহা সর্বোচ্চ শুল্ক হইবে এবং উপরি-উক্ত দলিলাদির মধ্যে ব্যবহৃত যেকোনো একটি বাবদ ধার্যযোগ্য হইবে।

৫। **কতিপয় স্বতন্ত্র বিষয় সম্পর্কিত দলিলাদি**।– কতিপয় স্বতন্ত্র বিষয়ে গঠিত বা বিষয় সম্পর্কিত কোনো দলিলে, অনুরূপ একক বিষয় সম্পর্কিত পৃথক দলিল এই আইনের অধীন যে পরিমাণ শুল্ক ধার্যযোগ্য হইত, উহার সাকুল্য পরিমাণ, শুল্ক ধার্যযোগ্য হইবে।

৬। **তফসিল ১ এ উল্লিখিত বিভিন্ন বর্ণনার দলিলাদি।–** পূর্ববর্তী ধারার বিধানাবলি সাপেক্ষে, তফসিল-১[৯][***] এ দুই বা ততোধিক বর্ণনার আওতায় আসিতে পারে এইরূপে প্রস্তুতকৃত কোনো একটি দলিল বাবদ, উক্ত তফসিলের অধীন প্রদেয় শুল্ক বিভিন্ন পরিমাণের হইলে, উক্ত শুল্কের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ শুল্ক ধার্যযোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনে বিধৃত শুল্ক ধার্যযোগ্য কোনো দলিলের প্রতিরূপ (counterpart) বা দ্বিতীয় প্রস্থে তিন টাকার উর্ধ্বে শুল্ক প্রদেয় হইবে না, যদি উক্ত দলিল বাবদ যথাযথ শুল্ক প্রদেয় হইয়া থাকে [১০][***]।

৬ক। **রহিতকৃত** [বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা রহিত করা হইয়াছে]

৭। সমুদ্র বীমা নীতি।– (১) [১১][***] সমুদ্রবীমার জন্য কোনো চুক্তি বৈধ হইবে না যদি না উহা সমুদ্রনীতিতে উল্লেখ থাকে।

(২) সাময়িকভাবে প্রণীত কোনো সমুদ্র নীতি বারো মাসের অধিক সময়ের জন্য প্রণীত হইবে না।

---

[৭]উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে উপ-ধারা (১) বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৮]"তিনশত টাকা" শব্দসমূহ "তিন টাকা" শব্দসমূহের পরিবর্তে অর্থ আইন, ২০১২ (২০১৩ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত (২০১২ সালের ১ জুলাই হইতে কার্যকরতাসহ)।

[৯]"বা ক্ষেত্রমত, তফসিল ১ক" শব্দগুলি, চিহ্ন এবং কমা বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।

[১০]"যদি না ইহা ধারা ৬ক এর অধীন হইয়া থাকে" শব্দগুলি এবং চিহ্ন বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।

[১১]"মার্চেন্ট শিপিং আইন, ১৮৯৪ এর ধারা ৫০৬ এ বর্ণিত বীমা ব্যতীত" শব্দসমূহ, কমা ও চিহ্নসমূহ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা বিলুপ্ত।

(৩) কোনো সমুদ্র নীতি বৈধ হইবে না যদি না উহাতে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি বা দুঃসাহসিক কাজ (adventure), বা সময়, যাহার জন্য উহা প্রণয়ন করা হইয়াছে, সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকে এবং উহাতে গ্রাহক (subscriber) বা অবলিখনকারীর নাম এবং বীমাকৃত অর্থের পরিমাণ উল্লেখ থাকে।

(৪) যেক্ষেত্রে কোনো সমুদ্র যাত্রা এবং কোনো সময়ের জন্য অথবা জাহাজ উহার গন্তব্যে পৌঁছাইয়া নোঙর করিবার ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইবার পর কোনো সময় পর্যন্ত সম্প্রসারণ বা আওতাভুক্ত করিবার জন্য কোনো সমুদ্র বীমা করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত বীমা সমুদ্র যাত্রার উপর এবং সময়ের জন্য বা সময়ের উপর একটি নীতি (policy) হিসাবে শুল্ক ধার্যযোগ্য হইবে।

৮। ১৮৭৯ সনের ১১ নং আইনের অধীন ঋণ বাবদ ইস্যুকৃত বন্ড, ঋণপত্র বা অন্যান্য জামানত।— এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ঋণ আইন, ১৯১৪ বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের বিধানাবলির অধীন বন্ড (bond), ঋণপত্র বা অন্যান্য জামানত ইস্যু করিবার মাধ্যমে উত্তোলনকারী কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এইরূপ উত্তোলিত ঋণ, ইস্যুকৃত বন্ড, ঋণপত্র বা অন্যান্য জামানতের মোট অর্থের উপর শতকরা এক অংশ হারে শুল্ক ধার্যযোগ্য হইবে এবং এইরূপ বন্ড, ঋণপত্র বা অন্যান্য জামানত স্ট্যাম্পযুক্ত করিতে হইবে না এবং উহা নবায়ন, একীভূতকরণ, বিভাজন বা অন্য কোনো বাবদেও কোনো অতিরিক্ত শুল্ক প্রদান করিতে হইবে না।

(২) কতিপয় বন্ড, ঋণপত্র বা অন্যান্য জামানত স্ট্যাম্পযুক্তকরণ হইতে এবং অন্যান্য অতিরিক্ত শুল্ক প্রদান হইতে রেয়াত প্রদানকারী উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলী, উহাতে উল্লিখিত পূর্ববর্তী ধরনের সকল বকেয়া ঋণের বন্ড, ঋণপত্র ও অন্যান্য জামানতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং এইরূপ সকল বন্ড, ঋণপত্র বা অন্যান্য জামানত স্ট্যাম্পযুক্ত হউক বা না হউক উহা বৈধ হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধানে বিধৃত কোনো কিছু অনুরূপ বন্ড, ঋণপত্র বা জামানত ইস্যুকারী স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ১৮৯৭ সালের ২৬শে মার্চ তারিখের পূর্বে ইস্যুকৃত বন্ড, ঋণপত্র বা জামানত বাবদ দায়যুক্ত শুল্ক প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবে না, যদি অনুরূপ শুল্ক সরকার কর্তৃক জারিকৃত আদেশবলে পরিশোধিত না হইয়া থাকে বা মওকুফ করা না হইয়া থাকে।

(৩) এই ধারার বিধান অনুযায়ী প্রদেয় শুল্ক প্রদানে ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করা হইলে, প্রদেয় শুল্কের শতকরা দশ অংশের সম হারে অর্থ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তহবিল হইতে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইবে এবং যতদিন উক্ত অবহেলা অব্যাহত থাকিবে ততদিন পর্যন্ত, প্রথম মাসের পরে প্রতি মাসের জন্য, অনুরূপ জরিমানা অব্যাহত থাকিবে।

৯। শুল্ক হ্রাস, মওকুফ বা বৃদ্ধির ক্ষমতা।— সরকার, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত বিধি বা আদেশ দ্বারা,-

(ক) প্রশাসনাধীন সমগ্র এলাকা বা যেকোনো অংশের ভবিষ্যাপেক্ষ বা ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতায় সেই সকল শুল্ক হ্রাস, মওকুফ বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে যাহা কোনো দলিলপত্র, বা নির্দিষ্ট শ্রেণির দলিলপত্র, বা এইরূপ শ্রেণিভুক্ত কোনো দলিলপত্র, বা নির্দিষ্ট শ্রেণির ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার পক্ষে সম্পাদিত কোনো দলিল বাবদ ধার্যযোগ্য; এবং

(খ) কোনো সংবিধিবদ্ধ কোম্পানি বা অন্য কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত ঋণপত্র, বন্ড বা অন্যান্য বাজারজাতযোগ্য জামানতের ক্ষেত্রে শুল্ক নির্ধারণ বা একীভূত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

খ-স্ট্যাম্প ও উহার ব্যবহার পদ্ধতি

১০। কিভাবে শুল্ক প্রদেয় হইবে।– এই আইনে ভিন্নতর কোনো সুস্পষ্ট বিধান না থাকিলে, যে সকল শুল্ক কোনো দলিলপত্র বাবদ প্রদেয় উহা প্রদান করিতে হইবে, এবং উক্ত দলিলপত্র স্ট্যাম্পযুক্ত করিয়া উহার যে শুল্ক প্রদান করা হইয়াছে, উহা-

(ক) ইহার সহিত উল্লিখিত বিধানাবলি অনুযায়ী; বা

(খ) যেক্ষেত্রে অনুরূপ বিধানাবলি প্রযোজ্য নহে, সেইক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্দেশিত পদ্ধতিতে প্রদান করা হইয়াছে মর্মে নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে-

(ক) প্রত্যেক শ্রেণির দলিলের ক্ষেত্রে - ব্যবহৃতব্য স্ট্যাম্পের বর্ণনা;

(খ) ইমপ্রেসড স্ট্যাম্পযুক্ত দলিলাদির ক্ষেত্রে - ব্যবহৃতব্য স্ট্যাম্পের সংখ্যা;

(গ) যেকোনো প্রাচ্য (oriental) ভাষায় লিখিত বিনিময় পত্র বা প্রত্যর্থ পত্রের ক্ষেত্রে- যে কাগজের উপর উহা লিখিত উহার আকার।

১১। আঠালো (adhesive) স্ট্যাম্পের ব্যবহার।– নিম্নবর্ণিত দলিলসমূহে আঠালো স্ট্যাম্প ব্যবহার করা যাইবে, যথা:-

(ক) কেবল চাহিবামাত্র প্রদেয় এইরূপ বিনিময় পত্রের অংশ বা গুচ্ছাকারে রচিত বিনিময় পত্রের অংশ ব্যতীত দশ পয়সা বা পাঁচ পয়সা শুল্ক ধার্যযোগ্য দলিলসমূহ;

(খ) বিনিময় পত্র এবং প্রত্যর্থ পত্রসমূহ যাহা বাংলাদেশের বাহিরে রচিত বা প্রণীত;

(গ) [১২][সুপ্রীম কোর্টের তালিকায় আইনজীবী] হিসাবে প্রবেশকরণ;

(ঘ) নোটারিকরণ কার্যাবলি; এবং

(ঙ) কোনো নিগমিত কোম্পানি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় পৃষ্ঠাংকনের মাধ্যমে শেয়ার হস্তান্তর।

[১৩][১১ক। কতিপয় বীমা পলিসির ক্ষেত্রে চালান, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে স্ট্যাম্প শুল্ক পরিশোধ।– এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, যেক্ষেত্রে কোনো বীমা পলিসির প্রদেয় স্ট্যাম্প শুল্ক প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত অংকের অধিক হয় সেইক্ষেত্রে সমুদয় স্ট্যাম্প শুল্ক, প্রজ্ঞাপন বা বিধিমালায় বর্ণিত পদ্ধতিতে, ট্রেজারি চালান বা একাউন্ট পেয়ি পে অর্ডার বা একাউন্ট পেয়ি ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে।]

---

[১২]"সুপ্রীম কোর্টের তালিকায় আইনজীবী" শব্দগুলি "হাইকোর্টের আইনজীবী, উকিল বা এটর্নি" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১৩] ধারা ১১ক অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

১২। আঠালো (adhesive) স্ট্যাম্প বাতিলকরণ।–

(ক) যিনি কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত কোনো শুল্ক ধার্যযোগ্য দলিলে আঠালো স্ট্যাম্প লাগান, তিনি অনুরূপ স্ট্যাম্প লাগাইবার সময় উহা এইরূপে বাতিল করিবেন যেন উহা পুনরায় ব্যবহার করা না যায়; এবং

(খ) যিনি আঠালো স্ট্যাম্পযুক্ত কোনো কাগজে কোনো দলিল সম্পাদন করেন, তিনি উহা সম্পাদনের সময়, যদি উক্ত স্ট্যাম্প উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে বাতিল করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা এইরূপে বাতিল করিবেন যাহাতে উহা পুনরায় ব্যবহার করা না যায়।

(২) আঠালো স্ট্যাম্প যাহা পুনরায় ব্যবহার করা যাইবে না উহা উক্তরূপে বাতিল করা না হইলে, আঠালো স্ট্যাম্প সংযুক্ত কোনো দলিল, যতদূর অনুরূপ স্ট্যাম্প সংযুক্ত ততদূর, স্ট্যাম্পবিহীন বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুযায়ী যে ব্যক্তিকে স্ট্যাম্প বাতিল করিতে হইবে, তিনি স্ট্যাম্পের উপর বা স্ট্যাম্পে আড়াআড়িভাবে নিজের নাম লিখিয়া বা অনুস্বাক্ষর করিয়া বা তাহার প্রতিষ্ঠানের নাম লিখিয়া বা অনুস্বাক্ষর করিয়া এবং এইরূপে লিখিবার কারণসহ সঠিক তারিখ উল্লেখপূর্বক, বা অন্য কোনো কার্যকর পদ্ধতিতে উক্ত স্ট্যাম্প বাতিল করিতে পারিবেন।

১৩। আঠালো স্ট্যাম্পযুক্ত দলিল কি রূপে লিখিত হইবে।– আঠালো স্ট্যাম্পযুক্ত কাগজে লিখিত প্রত্যেকটি দলিল এইরূপ পদ্ধতিতে লিখিত হইতে হইবে যাহাতে প্রত্যেকটি দলিলের সম্মুখভাগে স্ট্যাম্প দৃশ্যমান হয় এবং উহা অন্য কোনো দলিলে ব্যবহার বা প্রয়োগ করা না যায়।

১৪। একই স্ট্যাম্পে কেবল একটি দলিল থাকা।– কোনো শুল্ক ধার্যযোগ্য দ্বিতীয় দলিল এইরূপ কোনো স্ট্যাম্পযুক্ত কাগজে লেখা যাইবে না যাহাতে কোনো শুল্ক ধার্যযোগ্য দলিলপত্র ইতঃপূর্বেই লিখিত হইয়াছে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছুই কোনো দলিলের পৃষ্ঠাঙ্কন ব্যহত করিবে না যাহা যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত, বা যাহা কোনো অধিকার হস্তান্তর বা উহার সাক্ষ্য রাখিবার জন্য বা কোনো অর্থ পরিশোধ বা পণ্য অর্পণের প্রাপ্তি স্বীকারের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিবার কারণে শুল্ক ধার্যযোগ্য নহে।

১৫। **ধারা ১৩ বা ১৪ এর বিপরীতে লিখিত দলিলপত্র স্ট্যাম্পবিহীন বিবেচিত।–** ধারা ১৩ বা ধারা ১৪ এর বিধান লংঘনপূর্বক লিখিত প্রত্যেকটি দলিল স্ট্যাম্পবিহীন বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৬। **শুল্ক প্রদানের নির্দেশ।–** যেক্ষেত্রে কোনো দলিল বাবদ ধার্যযোগ্য শুল্ক, বা শুল্ক হইতে উহার অব্যহতির বিষয়, অন্য কোনো দলিলপত্র বাবদ যথাযথভাবে প্রদত্ত শুল্কের উপর যেকোনোভাবে নির্ভরশীল, সেইক্ষেত্রে যদি কালেক্টরের নিকট তদুদ্দেশ্যে লিখিতভাবে আবেদন করা হয়, এবং উভয় দলিল উপস্থাপন করা হয়, তাহা হইলে এইরূপ শোষোক্ত শুল্কের পরিশোধ উক্ত প্রথমোক্ত দলিলের পৃষ্ঠায় কালেক্টর স্বহস্তে লিখিতভাবে বা সরকার কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, যদি থাকে, পৃষ্ঠাংকিত করিয়া নির্দেশ প্রদান করিবেন।

গ- দলিলাদি স্ট্যাম্পযুক্ত করিবার সময় সংক্রান্ত

১৭। **বাংলাদেশে সম্পাদিত দলিলপত্র।–** কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশে সম্পাদিত শুল্ক ধার্যযোগ্য সকল দলিলপত্র উহা সম্পাদনের সময় বা পূর্বে স্ট্যাম্পযুক্ত করিতে হইবে।

১৮। **বিল এবং নোটসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশের বাহিরে সম্পাদিত দলিলপত্র।**— (১) বাংলাদেশের বাহিরে সম্পাদিত প্রত্যেকটি শুল্ক ধার্যযোগ্য দলিল, এবং যাহা বিনিময় পত্র বা প্রত্যর্থ পত্র নহে, বাংলাদেশে প্রথম প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে উহা স্ট্যাম্পযুক্ত করা যাইবে।

(২) যেক্ষেত্রে অনুরূপ কোনো দলিল, উহার জন্য নির্ধারিত বর্ণনার স্ট্যাম্প দ্বারা, কোনো বেসরকারি ব্যক্তি কর্তৃক যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত করা না যায়, সেইক্ষেত্রে উহা উল্লিখিত তিন মাসের মধ্যে কালেক্টরের নিকট নেওয়া যাইবে, যিনি সরকার কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে দলিলটি এইরূপ মূল্যমানের স্ট্যাম্প দ্বারা স্ট্যাম্পযুক্ত করিবেন যাহা উহার জন্য প্রয়োজনীয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয়।

১৯। বাংলাদেশের বাহিরে আদিষ্ট বিল এবং নোট।— দাবিক্রমে ব্যতীত অন্যভাবে প্রদেয় কোনো বিনিময় পত্রের বা বাংলাদেশের বাহিরে আদিষ্ট বা প্রণীত প্রত্যর্থ পত্রের বাংলাদেশের প্রথম ধারক, উহা বাংলাদেশে গ্রহণ বা প্রদান, পৃষ্ঠাঙ্কন, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিনিময়ের জন্য উপস্থাপন করিবার পূর্বে, উহাকে যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত করিবেন এবং উক্ত স্ট্যাম্প বাতিল করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) যদি উক্ত বিনিময় পত্র বা প্রত্যর্থ পত্র যে সময়ে বাংলাদেশে কোনো ধারকের নিকটে আসে সেই সময়ে যদি উহাতে আঠালো স্ট্যাম্প লাগানো থাকে এবং ধারা ১২ এর নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাতিল করা থাকে; এবং উক্ত ধারকের বিশ্বাস করিবার কারণ না থাকে যে, এই আইন অনুসারে আবশ্যক ব্যক্তি ও নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য ব্যক্তি কর্তৃক বা সময়ে অনুরূপ স্ট্যাম্প লাগানো বা বাতিল করা হইয়াছে, তাহা হইলে অনুরূপ স্ট্যাম্প যতটুকু উক্ত ধারকের সহিত সম্পৃক্ত ততটুকু যথাযথভাবে লাগানো এবং বাতিলকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) এই শর্তাংশে উল্লিখিত কোনো কিছুই কোনো ব্যক্তিকে তাহার দ্বারা স্ট্যাম্প না লাগানো বা বাতিল না করিবার কারণে উদ্ভূত শাস্তি হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবে না।

১৯ক। **রহিত।**— [বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত]

ঘ- শুল্ক মূল্যায়ন সংক্রান্ত

২০। **বৈদেশিক মুদ্রায় অভিব্যক্ত অর্থের বিনিময়।**— (১) যেক্ষেত্রে কোনো দলিল বাংলাদেশি মুদ্রা ব্যতীত অন্য কোনো মুদ্রায় অভিব্যক্ত অর্থ বাবদ শুল্ক ধার্যযোগ্য হয়, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ শুল্ক, দলিলটি সম্পাদনের তারিখে প্রচলিত মুদ্রা বিনিময় হার অনুযায়ী বাংলাদেশি মুদ্রায় উহার মূল্যমান অনুযায়ী হিসাব করিতে হইবে।

(২) সরকার, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, স্ট্যাম্প শুল্ক হিসাবের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশি মুদ্রা ব্রিটিশ বা অন্য কোনো বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিময়ের হার নির্ধারণ করিবেন, এবং উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এইরূপ হার প্রচলিত হার বলিয়া গণ্য হইবে।

২১। **স্টক এবং বিপণনযোগ্য জামানত মূল্যায়নের পদ্ধতি।**— যেক্ষেত্রে কোনো দলিল কোনো শেয়ার বা কোনো বিপণনযোগ্য বা অন্যান্য জামানত বাবদ মূল্যানুসারে শুল্ক ধার্যযোগ্য হয়, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ শুল্ক উক্ত শেয়ার বা জামানতের গড়মূল্য অনুযায়ী বা দলিলটি সম্পাদনের তারিখে উক্ত শেয়ার বা জামানতের মূল্য অনুযায়ী হিসাব করিতে হইবে।

২২। **বিনিময় হার বা গড় মূল্য সংক্রান্ত বিবৃতির প্রভাব।**— যেক্ষেত্রে কোনো দলিলপত্রে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, প্রচলিত বিনিময় হার বা গড় মূল্যের বিবরণী থাকে এবং অনুরূপ বিবরণী অনুযায়ী দলিলটি স্ট্যাম্পযুক্ত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত দলিল, যতদূর অনুরূপ বিবরণীর বিষয়বস্তু সম্পর্কিত হয় ততদূর, ভিন্নভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত, যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২৩। সুদ সংরক্ষণ বিষয়ক দলিলপত্র।— যেক্ষেত্রে কোনো দলিলের শর্তাবলি দ্বারা সুদ স্পষ্টভাবে প্রদেয় করা হয়, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ দলিলে সুদের উল্লেখ না থাকিলে যেরূপে শুল্ক ধার্যযোগ্য হইত তদপেক্ষা অধিক হারে শুল্ক ধার্যযোগ্য হইবে না।

[১৪]**[২৩ক। বিপননযোগ্য জামানত সম্পর্কীয় কতিপয় বন্ধকী দলিল চুক্তি হিসাবে শুল্কযোগ্য হওয়া।**— (১) যেক্ষেত্রে কোনো দলিল (যাহা প্রত্যর্থ পত্র বা বিনিময় পত্র নহে)-

(ক) উহা অগ্রিম অর্থ বাবদ বর্তমান বা ভবিষ্য দেনা হিসাবে জামানতস্বরূপ কোনো বিপণনযোগ্য জামানত জমা দেওয়ার ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রদত্ত হয় ;

(খ) যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত কোনো বিপণনযোগ্য জামানতের হস্তান্তরকে, যাহা জামানত হিসাবে অভিপ্রেত, দায়মুক্ত করে বা গুণসম্পন্ন করে;

সেইক্ষেত্রে উহা এইরূপে শুল্ক ধার্যযোগ্য হইবে যেন উহা তফসিল ১ এর অনুচ্ছেদ ৫(গ) এর অধীন কোনো চুক্তি বা চুক্তির স্মারক হিসাবে শুল্কযোগ্য ছিল।

(২) এইরূপ কোনো দলিলের অব্যাহতি বা অবমুক্তি কেবল অনুরূপ শুল্ক ধার্যযোগ্য হইবে।]

২৪। দেনা, ভবিষ্যতের পরিশোধ সাপেক্ষে হস্তান্তর দলিল ইত্যাদি কিরূপে শুল্কযোগ্য হইবে।— যেক্ষেত্রে কোনো সম্পত্তি, কোনো ব্যক্তির নিকট তাহার সম্পূর্ণ বা আংশিক দেনা বা বিবেচনায় বা উক্ত সম্পত্তির উপর কোনো দাবি বা উহার শামিল হউক, বা না হউক এইরূপ হস্তান্তর সাপেক্ষে এইরূপ কোনো অর্থ বা মজুত মালের নিশ্চিত বা সম্ভাব্য পরিশোধ বা হস্তান্তর সাপেক্ষে উক্ত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা হয়, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ দেনা অর্থ বা মজুত মাল ক্ষেত্রমত, সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ উহার পণ পরিগণিত হইয়া উক্ত হস্তান্তর দলিলে মূল্যানুসারে শুল্কযোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছুই তফসিল ১ এর অনুচ্ছেদ ১৮ তে উল্লিখিত কোনো বিক্রয় সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

ব্যাখ্যা- বন্ধকী বা অন্যান্য দায়যুক্ত কোনো সম্পত্তির বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, কোনো অপরিশোধিত বন্ধকী অর্থ বা দায়যুক্ত অর্থ, উহার পাওনা সুদসহ (যদি থাকে) বিক্রয়ের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে বন্ধকী সম্পত্তি বন্ধক গ্রহীতার নিকট হস্তান্তরিত হয়, সেইক্ষেত্রে তিনি হস্তান্তর বাবদ প্রদেয় শুল্ক হইতে ইতঃপূর্বে উক্ত বন্ধক সংশ্লিষ্ট যেকোনো পরিমাণ শুল্ক কর্তনের অধিকারী হইবেন।

---

[১৪] ধারা ২৩ক ভারতীয় স্ট্যাম্প (সংশোধন) আইন, ১৯০৪ (১৯০৪ সনের ১৫ নং আইন) দ্বারা সন্নিবেশিত।

উদাহরণ

(১) ক, খ এর নিকট ১,০০০ টাকা ঋণ করে। ক, খ এর নিকট একটি সম্পত্তি বিক্রয় করে যাহার বিক্রয়মূল্য ৫০০ টাকা এবং পূর্বের ঋণ বাবদ ১,০০০ টাকা অবমুক্ত করা হয়। ১,৫০০ টাকার উপর স্ট্যাম্প শুল্ক প্রদেয় হইবে।

(২) ক, খ এর নিকট ৫০০ টাকায় একটি সম্পত্তি বিক্রয় করে যাহা গ এর নিকট ১,০০০ টাকায় বন্ধক রহিয়াছে এবং অপরিশোধিত সুদের পরিমাণ ২০০ টাকা। ১,৭০০ টাকার উপর স্ট্যাম্প শুল্ক প্রদেয় হইবে।

(৩) ক ১০,০০০ টাকার একটি বাড়ি খ এর নিকট ৫,০০০ টাকায় বন্ধক রাখে। পরবর্তীতে, খ, ক এর নিকট হইতে বাড়িটি ক্রয় করে। বন্ধক বাবদ ১০,০০০ টাকার উপর স্ট্যাম্প শুল্ক প্রদেয় হইবে এবং ইতঃপূর্বে প্রদত্ত স্ট্যাম্প শুল্ক বাদ দিতে হইবে।

২৫। বার্ষিক বৃত্তি, ইত্যাদির ক্ষেত্রে মূল্যায়ন।— যেক্ষেত্রে কোনো দলিল বার্ষিক বৃত্তি বা কোনো মেয়াদে প্রদেয় অন্য কোনো অর্থের পরিশোধ নিশ্চিত করিবার জন্য সম্পাদিত হয়, বা যেক্ষেত্রে বার্ষিক বৃত্তি বা কোনো মেয়াদে প্রদেয় অন্য অর্থ একটি হস্তান্তর দলিলের পণ হয়, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ দলিলের দ্বারা নিশ্চিতকৃত অর্থ বা, ক্ষেত্রমত, অনুরূপ দলিলের পণ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

(ক) যেক্ষেত্রে অর্থ এইরূপ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রদেয় হয় যাহাতে প্রদেয় মোট অর্থের পরিমাণ পূর্বেই নির্ণয় করা যায়- সেইক্ষেত্রে অনুরূপ মোট অর্থ;

(খ) যেক্ষেত্রে অর্থ চিরকাল বা এইরূপ অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রদেয়, যাহা অনুরূপ দলিল বা কবলা দলিল সম্পাদনের তারিখে বিদ্যমান কোনো ব্যক্তির জীবদ্দশায় সমাপ্য নহে- সেইক্ষেত্রে অর্থ পাওনা হইবার প্রথম দিন হইতে বিশ বৎসরের জন্য, অনুরূপ দলিল বা কবলা দলিলের শর্তানুযায়ী যে অর্থ প্রদেয় হইবে বা হইতে পারে উহার মোট অর্থ; এবং

(গ) যেক্ষেত্রে অর্থ এইরূপ অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রদেয় যাহা অনুরূপ দলিল বা কবলা দলিল সম্পাদনের তারিখে বিদ্যমান কোনো ব্যক্তির জীবদ্দশায় সমাপ্য হয় সেই ক্ষেত্রে অর্থ পাওনা হইবার প্রথম দিন হইতে বার বৎসরের জন্য উপরি-উক্তভাবে যে অর্থ প্রদেয় হইবে বা হইতে পারে উহার সর্বোচ্চ পরিমাণ-

বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২৬। অনির্ধারিত মূল্যের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প।— যেক্ষেত্রে মূল্যানুসারে স্ট্যাম্প শুল্ক প্রদেয় কোনো দলিলের লিখিত বিষয়বস্তুর পরিমাণ বা মূল্য নিরূপণ সম্ভব হয় না বা এই আইন প্রবর্তিত হইবার পূর্বে সম্পাদিত দলিলের ক্ষেত্রে উহা সম্পাদনের তারিখে বা প্রথম সম্পাদনের তারিখে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ দলিলে মূল্যের উল্লেখ থাকিলে, যে সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারিত হইত, সেই মূল্যের অতিরিক্ত কোনো শুল্ক ধার্য করা যাইবে না বা দলিলটি সম্পাদনের তারিখে স্ট্যাম্প শুল্ক প্রদান যথার্থ হইত উহার অধিক শুল্ক দাবি করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো খনি ইজারা প্রদান করা হইলে যদি রয়ালটি বা উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ খাজনা বা খাজনার অংশরূপে গৃহীত হয় তাহা হইলে স্ট্যাম্প শুল্ক নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে রয়ালটি বা উক্ত অংশের মূল্য হিসাব করিলেই যথার্থ হইবে-

(ক) সরকার বা সরকারের পক্ষে ইজারা প্রদান করা হইলে এইরূপ পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক কালেক্টর ইজারার যে সম্ভাব্য রয়ালটি বা সরকারকে প্রদেয় অংশ নির্ধারণ করিয়া থাকেন, তাহার উপর স্ট্যাম্প শুল্ক; বা

(খ) অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ইজারা প্রদান করা হইলে বার্ষিক বিশ হাজার টাকা;

এবং অনুরূপ সমস্ত রয়ালটি বা অংশের পরিমাণ, যাহাই হউক অনুরূপ ইজারার অধীন দাবিযোগ্য হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে ধারা ৩১ক বা ৪১ এর অধীন কোনো দলিলপত্রের বিষয়ে কার্যধারা গৃহীত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে কালেক্টর কর্তৃক প্রত্যয়িত পরিমাণ স্ট্যাম্প সেই দলিল সম্পাদনের তারিখে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২৭। যে সমস্ত বিষয় দ্বারা শুল্ক প্রভাবিত হয় তাহা দলিলপত্রে বিধৃত হইবে।– কোনো একটি দলিলের শুল্ক ধার্যযোগ্যতা বা দলিলে ধার্যযোগ্য শুল্কের পরিমাণ প্রভাবিত করে এইরূপ পণ বা মূল্য (যদি থাকে) এবং অন্য সকল বিষয় বা পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে ও প্রকৃতরূপে দলিলে বিধৃত করিতে হইবে।

২৮। কতিপয় কবলা দলিলের ক্ষেত্রে শুল্ক সংক্রান্ত নির্দেশনা।– (১) যেক্ষেত্রে কোনো সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে একটি পণে বা মূল্যে বিক্রয় করিবার চুক্তি করা হয় এবং উক্ত সম্পত্তি ক্রেতার নিকট বিভিন্ন দলিলের মাধ্যমে পৃথক পৃথক অংশে হস্তান্তর করা হয়, সেইক্ষেত্রে পক্ষগণ যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, সেইরূপে পণ বা মূল্য বিভক্ত হইবে, তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি পৃথক অংশের জন্য স্বতন্ত্র পণ বা মূল্য বিবেচ্য কবলা দলিলে বিধৃত করিতে হইবে এবং এইরূপ কবলা দলিল উহাতে উল্লিখিত মূল্যানুসারে স্ট্যাম্প শুল্ক ধার্যযোগ্য হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি নিজের বা অন্যের জন্য, বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি একটি পণে বা মূল্যে ক্রয় করিবার চুক্তি করিয়া পৃথক দলিল দ্বারা স্বীয় নামে বা যাহার জন্য ক্রয়ের চুক্তি করা হইয়াছে তাহার নামে ক্রয় করেন, সেইক্ষেত্রে প্রত্যেক দলিলে উল্লিখিত পৃথক পৃথক পণের বা মূল্যের জন্য মূল্যানুসারে প্রত্যেক দলিলে স্বতন্ত্র স্ট্যাম্প শুল্ক প্রদান করিতে হইবে।

[১৫][(২ক) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে বর্ণিত উপ-ধারাসমূহে উল্লিখিত কোনো সম্পত্তি বারো মাসের মধ্যে একই ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন খন্ডে ভিন্ন দলিলপত্রে সম্পাদিত হয়, সেইক্ষেত্রে একটি একক দলিল দ্বারা সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় হইলে তাহার জন্য যে মূল্যানুসারে শুল্ক প্রদেয় হইত উহা উক্ত সম্পত্তির শেষ অংশের কবলা দলিলের উপর ধার্যযোগ্য হইবে।]

(৩) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি কোনো সম্পত্তি ক্রয় করিবার চুক্তি করিয়াছেন কিন্তু কোনো কবলা দলিল করেন নাই, উক্ত সম্পত্তি তিনি অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিবার চুক্তি করেন এবং যাহার ফলে উক্ত সম্পত্তি তাৎক্ষণিকভাবে উপ-ক্রেতার নিকট হস্তান্তরিত হয়, সেইক্ষেত্রে এই কবলা দলিল মূল ক্রেতা উপ-ক্রেতাকে যে পণে বা মূল্যে বিক্রয় করিল সেই পণের উপর মূল্যানুসারে স্ট্যাম্প শুল্ক ধার্য হইবে।

(৪) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি কোনো সম্পত্তি ক্রয় করিবার চুক্তি করিয়াছেন কিন্তু কোনো কবলা দলিল করেন নাই, উক্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশ বা অংশবিশেষ তিনি অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বিক্রয় করিবার চুক্তি করেন এবং যাহার ফলে উক্ত সম্পত্তি বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট তাৎক্ষণিকভাবে হস্তান্তরিত হয় সেইক্ষেত্রে মূল পণের পরিমাণ বা মূল্য বিবেচনা না করিয়া, উপ-ক্রেতার নিকট এই কবলা দলিলের প্রত্যেক বিক্রিত অংশের জন্য উপ-ক্রেতা যে পণ পরিশোধ করিয়াছেন উহার উপর মূল্যানুসারে স্ট্যাম্প শুল্ক ধার্য

[১৫] উপ-ধারা (২ক) অর্থ অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

হইবে, এবং মূল ক্রেতার নিকট উক্ত সম্পত্তির উদ্বৃত্ত অংশের (যদি থাকে) কবলা দলিলের সাকুল্য পণ হইতে উপ-ক্রেতাগণ কর্তৃক পরিশোধিত মূল্য মূল পণ হইতে বাদ দেওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে উহার উপর মূল্যানুসারে স্ট্যাম্প শুল্ক ধার্যযোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, শেষোক্ত কবলা দলিলের শুল্ক কোনোক্রমেই তিন টাকার নিম্নে হইবে না।

(৫) যেক্ষেত্রে একজন উপ-ক্রেতা তাহার নিকট তাৎক্ষণিকভাবে বিক্রয়কারী ব্যক্তির স্বত্বের প্রকৃত হস্তান্তর গ্রহণ করেন এবং যাহা সেই ব্যক্তি কর্তৃক মূল্যের দিক হইতে মূল্যানুসারে স্ট্যাম্প শুল্কযোগ্য হয় এবং তদনুসারে যথাযথ স্ট্যাম্প প্রদান করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে মূল বিক্রেতা কর্তৃক তাহার নিকট পরবর্তীতে একই সম্পত্তির কোনো হস্তান্তর হইলে উক্ত মূল বিক্রেতার প্রাপ্ত মূল্যের উপর যে পরিমাণ শূল্ক ধার্যযোগ্য হইত সেই পরিমাণ শুল্ক প্রদেয় হইবে বা, যেক্ষেত্রে এই শুল্ক পাঁচ টাকার অধিক হইবে, সেইক্ষেত্রে পাঁচ টাকার সমপরিমাণ স্ট্যাম্প শুল্ক প্রদান করিতে হইবে।

(ঙ) শুল্ক যাহার দ্বারা প্রদেয়

২৯। যাহার দ্বারা শুল্ক প্রদেয়।— ভিন্নতর কোনো চুক্তি না থাকিলে, যথাযথ স্ট্যাম্প খরচ নির্বাহ হইবে:-

(ক) তফসিল ১ এর নিম্নরূপ যে কোনো অনুচ্ছেদে বর্ণিত কোনো দলিলের ক্ষেত্রে, যথা:-

নং ২ (প্রশাসনিক বন্ড)

নং ৬ (স্বত্বের দলিল, বন্ধকী সম্পত্তি বা জামানত সংক্রান্ত চুক্তি)

নং ১৩ (বিনিময় পত্র)

নং ১৫ (বন্ড)

নং ১৬ (বটমরি বন্ড)

নং ২৬ (আবগারি বন্ড)

নং ২৭ (ঋণপত্র)

নং ৩২ (অতিরিক্ত খরচ)

নং ৩৪ (ক্ষতি নিষ্কৃতি বন্ড)

নং ৪০ (বন্ধকী দলিল)

নং ৪৯ (প্রত্যর্থ পত্র)

নং ৫৫ (না দাবি পত্র)

নং ৫৬ (প্রতিবাদী বন্ড)

নং ৫৭ (জামানত বন্ড বা বন্ধকী দলিল)

নং ৫৮ (বিলিবন্দেজ)

নং ৬২(ক) (কোনো সংবিধিবদ্ধ কোম্পানি বা অন্য সংবিধিবদ্ধ সংস্থার শেয়ার হস্তান্তর)

নং ৬২(খ) (ধারা ৮ এর অধীন প্রদত্ত ঋণপত্র ব্যতীত এইরূপ ঋণপত্রের হস্তান্তর যাহা বিপণনযোগ্য জামানত এবং উক্ত ঋণপত্র শুল্ক ধার্যযোগ্য হউক বা না হউক)

নং ৬২(গ) (কোনো বন্ড, বন্ধকী দলিল বা বীমা পলিসি দ্বারা নিশ্চয়তা প্রদত্ত কোনো স্বার্থ (interest) হস্তান্তর)- এইরূপ দলিল আদিষ্ট, প্রস্তুত বা সম্পাদনাকারী ব্যক্তি কর্তৃক;

(খ) অগ্নি বীমা ব্যতীত অন্যান্য বীমার ক্ষেত্রে- বীমা সম্পন্নকারী ব্যক্তি কর্তৃক;

(খখ) অগ্নিবীমা পলিসির ক্ষেত্রে- পলিসি ইস্যুকারী ব্যক্তি কর্তৃক;

(গ) কবলা দলিলের ক্ষেত্রে (যাহার মধ্যে বন্ধকী সম্পত্তির পুনঃহস্তান্তর অন্তর্ভুক্ত)- গ্রহীতা কর্তৃক: ইজারা বা ইজারা চুক্তির ক্ষেত্রে ইজারাদার বা ইজারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি কর্তৃক;

(ঘ) ইজারার প্রতিরূপের ক্ষেত্রে- ইজারাদাতা কর্তৃক;

(ঙ) বিনিময় দলিলের ক্ষেত্রে- উভয় পক্ষ কর্তৃক সমান অংশে;

(চ) বিক্রয় সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রে- সার্টিফিকেটের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ক্রেতা কর্তৃক;

(ছ) বাটোয়ারা দলিলের ক্ষেত্রে- বন্টনকৃত মোট সম্পত্তিতে পক্ষগণের অংশ অনুপাতে, বা যেক্ষেত্রে কোনো রাজস্ব কর্তৃপক্ষ বা দেওয়ানি আদালত বা সালিশকারীর রায় সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কোনো বাটোয়ারা হয় সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ, আদালত বা সালিশকারী যে অনুপাতে নির্দেশ করেন-পক্ষগণ কর্তৃক।

২৯ক। **বিলুপ্ত** [বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত]।

৩০। কতিপয় ক্ষেত্রে রসিদ প্রদানের বাধ্যবাধকতা।– কোনো ব্যক্তি যিনি [১৬][চারশত টাকার] অধিক পরিমাণ অর্থ, বা কোনো বিনিময় পত্র, চেক বা [১৭][চারশত টাকার] অধিক অর্থের কোনো প্রত্যর্থ পত্রের বা ঋণ পরিশোধের সন্তুষ্টি বিধানার্থে বা ঋণের আংশিক পরিশোধনে [১৮][চারশত টাকার] অধিক মূল্যের কোনো অস্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ করেন তিনি উক্ত অর্থ পরিশোধকারী বা সরবরাহকারী ব্যক্তি চাহিবামাত্র যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত রসিদ প্রদান করিবেন।

---

[১৬]"চারশত টাকা" শব্দসমূহ "বিশ টাকা" শব্দসমূহের পরিবর্তে অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত (২০১২ সালের ১ জুলাই হইতে কার্যকরতাসহ) ।

[১৭]"চারশত টাকা" শব্দসমূহ "বিশ টাকা" শব্দসমূহের পরিবর্তে অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত (২০১২ সালের ১ জুলাই হইতে কার্যকরতাসহ)।

[১৮]"চারশত টাকা" শব্দসমূহ "বিশ টাকা" শব্দসমূহের পরিবর্তে অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত (২০১২ সালের ১ জুলাই হইতে কার্যকরতাসহ)।

অগ্নিবীমা চুক্তি নবায়নের উদ্দেশ্যে কোনো কিস্তি বা পণ পরিশোধ বাবদ ঋণগ্রহণকারী কোনো ব্যক্তি অনুরূপ কিস্তি বা পণের জন্য ঋণ গ্রহণের এক মাসের মধ্যে উহার জন্য যথাযথ স্ট্যাম্পযুক্ত রসিদ প্রদান করিবেন।

অধ্যায় ৩
স্ট্যাম্প শুল্ক নিরূপণ

৩১। যথাযথ স্ট্যাম্প নিরূপণ।— (১) যেক্ষেত্রে কোনো দলিল, সম্পাদিত হউক বা না হউক এবং পূর্বে স্ট্যাম্পযুক্ত করা হউক বা না হউক, কালেক্টরের নিকট উপস্থাপন করা হয় এবং দলিল উপস্থাপনকারী ব্যক্তি উক্ত দলিলের ধার্যযোগ্য শুল্ক (যদি থাকে) নির্ণয়ের জন্য উক্ত কর্মকর্তার মতামত চাহিয়া আবেদন করেন এবং প্রয়োজনীয় ফিস প্রদান করেন, যাহার পরিমাণ কালেক্টরের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি ক্ষেত্রে পাঁচ টাকার অধিক বা পঞ্চাশ পয়সার নিম্নে নহে, সেইক্ষেত্রে কালেক্টর তাহার বিচারে উক্ত দলিল বাবদ ধার্যযোগ্য শুল্ক (যদি থাকে) নির্ধারণ করিয়া দিবেন।

(২) এতদুদ্দেশ্যে কালেক্টর উক্ত দলিলের শুল্কের ধার্যযোগ্যতা প্রভাবিতকারী সকল তথ্য, পরিস্থিতি বা ধার্যযোগ্য শুল্কের পরিমাণ সম্পূর্ণরূপে এবং যথাযথভাবে বিধৃত হইয়াছে কিনা উহা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে কালেক্টর, এইরূপ দলিলের একটি সংক্ষিপ্তসার এবং সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত, উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে-

(ক) এই ধারা অনুসারে প্রদত্ত কোনো সাক্ষ্য, বিবেচ্য দলিলের ক্ষেত্রে যে শুল্ক ধার্যযোগ্য উহা নির্ধারণ সংক্রান্ত অনুসন্ধানের ক্ষেত্র ব্যতীত, কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি কার্যধারায় ব্যবহৃত হইবে না; এবং

(খ) প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি অনুরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন তিনি বিবেচ্য দলিলের ক্ষেত্রে যে শুল্ক ধার্যযোগ্য তাহা সম্পূর্ণ পরিশোধ সাপেক্ষে, উপরি-উক্ত কোনো তথ্য বা অবস্থা অনুরূপ দলিলে সঠিকভাবে বর্ণনা করা হইতে বিরত থাকিবার কারণে এই আইনের অধীন যে দণ্ড ভোগ করিতেন তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

৩২। **কালেক্টর প্রদত্ত সার্টিফিকেট।**— (১) যেক্ষেত্রে ধারা ৩১ এর অধীন কালেক্টরের নিকট আনীত কোনো দলিলের বিবরণ, তাহার মতে, এইরূপ যে উহা শুল্ক ধার্যযোগ্য হয়, এবং-

(ক) কালেক্টর নিরূপণ করেন যে, ইহা ইতোমধ্যে সম্পূর্ণরূপে স্ট্যাম্পযুক্ত করা হইয়াছে, বা

(খ) বিবেচ্য দলিলের ক্ষেত্রে ধারা ৩১ এর অধীন কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত শুল্ক, বা শুল্ক বাবদ ইতোমধ্যে পরিশোধিত অর্থ এইরূপে নির্ধারিত শুল্কের সমান,

সেইক্ষেত্রে কালেক্টর এই মর্মে উক্ত দলিলে পৃষ্ঠাঙ্কনের মাধ্যমে প্রত্যয়ন করিবেন যে, উহাতে ধার্য শুল্ক (পরিমাণ উল্লেখপূর্বক) পরিশোধিত হইয়াছে।

(২) যেক্ষেত্রে এইরূপ দলিল, তাহার মতে, শুল্ক ধার্যযোগ্য নহে, কালেক্টর উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে সার্টিফিকেট প্রত্যয়ন করিবেন যে, বিবেচ্য দলিল শুল্কযোগ্য নহে।

(৩) এই ধারার অধীন যে দলিলে পৃষ্ঠাঙ্কন করা হইয়াছে তাহা ক্ষেত্রমত, যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত বা শুল্ক ধার্যযোগ্য নহে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং, উহাতে শুল্ক ধার্যযোগ্য হইলে উহা সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে বা অন্যভাবে

গ্রহণযোগ্য হইবে, এবং উহাকে এইরূপে কার্যকর ও নিবন্ধিত করা যাইবে যেন উহা পূর্বেই যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত হইয়াছিল:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছুই কালেক্টরকে,-

(ক) বাংলাদেশে সম্পাদিত বা প্রথম সম্পাদিত এবং ক্ষেত্রমত, ইহা সম্পাদন বা প্রথম সম্পাদনের তারিখ হইতে এক মাস অতিবাহিত হইবার পর তাহার নিকট আনীত কোনো দলিল [১৯][***];

(খ) বাংলাদেশের বাহিরে সম্পাদিত বা প্রথম সম্পাদিত এবং বাংলাদেশে ইহা প্রথম প্রাপ্তির ক্ষেত্রমত, ইহা সম্পাদন বা প্রথম সম্পাদনের তারিখ হইতে এক মাস অতিবাহিত হইবার পর তাহার নিকট আনীত কোনো দলিল;

(গ) তাহার নিকট আনীত দশ পয়সা বা পাঁচ পয়সা শুল্ক ধার্যযোগ্য কোনো দলিল অথবা যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত নহে এইরূপ কাগজে লিখিত বা সম্পাদিত তাহার নিকট আনীত কোনো বিনিময় পত্র বা প্রত্যর্থ পত্র-

পৃষ্ঠাঙ্কন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না।

[২০][***]

অধ্যায় ৪
যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত নহে এইরূপ দলিলপত্র

৩৩। দলিলপত্র পরীক্ষা ও বাজেয়াপ্তকরণ।– (১) আইন বা পক্ষগণের সম্মতি দ্বারা সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি, এবং পুলিশ কর্মকর্তা ব্যতীত সরকারি অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার কার্য সম্পাদনকালে যদি এইরূপ কোনো দলিল তাহার নিকট আসে বা উপস্থাপিত হয় যাহা তাহার মতে শুল্ক ধার্যযোগ্য কিন্তু যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত করা হয় নাই, তাহা হইলে তিনি অনুরূপ দলিলপত্র বাজেয়াপ্ত করিবেন।

(২) এতদুদ্দেশ্যে অনুরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিকট উপস্থাপিত বা আনীত এইরূপ শুল্ক ধার্যযোগ্য প্রত্যেকটি দলিল উহা যখন সম্পাদিত হইয়াছিল বা বাংলাদেশে প্রথম সম্পাদিত হইয়াছিল তখন বাংলাদেশে বলবৎযোগ্য আইনের দ্বারা অত্যাবশকীয় মূল্য বা আইনের বর্ণনা অনুযায়ী স্ট্যাম্পযুক্ত হইয়াছিল কিনা তাহা নিশ্চিত হইবার জন্য পরীক্ষা করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে,

---

[১৯]"ধারা ৩ এর প্রথম শর্তাংশের দফা (খখ) এর অধীন শুল্ক ধার্যযোগ্য দলিল ব্যতীত" শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি, অক্ষর এবং চিহ্ন বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।

[২০]দফা (ঘ) বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা রহিত।

(ক) এই ধারায় বিধৃত কোনো কিছুই কোনো ম্যাজিস্ট্রেট বা ফৌজদারি আদালতের বিচারককে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর অধ্যায় ১২ বা অধ্যায় ৩৬ এর অধীন কোনো কার্যধারা ব্যতীত অন্য কোনো মোকদ্দমা চলাকালীন তাহার নিকট আনীত কোনো দলিল পরীক্ষা বা বাজেয়াপ্তকরণে বাধ্য করিবে না যদি না তিনি উহা করা যথাযথ বিবেচনা করেন;

(খ) হাইকোর্ট বিভাগের কোনো বিচারকের ক্ষেত্রে এই ধারার অধীন কোনো দলিল পরীক্ষা বা বাজেয়াপ্ত করিবার দায়িত্ব কোর্ট কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত কোনো কর্মকর্তার উপর অর্পণ করা যাইবে।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সন্দেহজনক ক্ষেত্রসমূহে,-

(ক) কোন্ অফিস সরকারি অফিস বলিয়া গণ্য হইবে উহা সরকার নির্ধারণ করিতে পারিবে; এবং

(খ) যে সকল ব্যক্তি সরকারি অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইবেন উহা সরকার নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৩৪। স্ট্যাম্পবিহীন রসিদ সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।– যেক্ষেত্রে সরকারি হিসাব নিরীক্ষাকালে কোনো কর্মকর্তার নিকট এইরূপ কোনো রসিদ উপস্থাপিত বা পেশ করা হয় যাহা [২১][ত্রিশ পয়সা] শুল্ক ধার্যযোগ্য ছিল কিন্তু স্ট্যাম্পযুক্ত করা হয় নাই সেইক্ষেত্রে উক্ত কর্মকর্তা তাহার বিবেচনাবলে দলিলটি বাজেয়াপ্তকরণের পরিবর্তে যথাযথ স্ট্যাম্পযুক্ত একটি রসিদ প্রতিস্থাপনের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৩৫। যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত নহে এইরূপ দলিলপত্র সাক্ষ্য হিসাবে অগ্রহণযোগ্য, ইত্যাদি।– কোনো শুল্ক ধার্যযোগ্য দলিল যদি যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত না হইয়া থাকে তাহা হইলে অনুরূপ দলিল আইনানুগ কর্তৃত্বসম্পন্ন বা পক্ষগণের সম্মতিক্রমে সাক্ষ্য গ্রহণে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক কোনো উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হইবে না, অথবা অনুরূপ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বা কোনো সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক কার্যকর, নিবন্ধিত বা প্রমাণিত করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) অনুরূপ কোনো দলিল যাহা কেবল দশ পয়সা বা পাঁচ পয়সা শুল্ক ধার্যযোগ্য নহে, বা কোনো বিনিময় পত্র বা প্রত্যর্থ পত্র, সকল ন্যায়সংগত ব্যতিক্রম সাপেক্ষে, সাক্ষ্যরূপে গৃহীত হইবে যদি তাহার জন্য ধার্যযোগ্য শুল্ক যথাযথভাবে প্রদান করা হয় অথবা অপর্যাপ্তভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত দলিলে উক্ত অপর্যাপ্ততা পূরণের জন্য পাঁচ টাকা দন্ড প্রদানসহ প্রয়োজনীয় শুল্ক অথবা সঠিক শুল্ক বা উহার ঘাটতি অংশের পরিমাণ পাঁচ টাকার অধিক হইলে অনুরূপ শুল্ক বা ঘাটতি অংশের দশগুণের সমপরিমাণ শুল্ক প্রদান করা হয়;

(খ) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির নিকট কোনো স্ট্যাম্প রসিদ দাবি করা যাইতো কিন্তু তিনি স্ট্যাম্পযুক্ত নহে এইরূপ রসিদ প্রদান করিয়াছেন এবং অনুরূপ রসিদ স্ট্যাম্পযুক্ত হইলে

---

[২১]"ত্রিশ পয়সা" শব্দগুলি "পনেরো পয়সা" শব্দগুলির পরিবর্তে অর্থ আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৪৪ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হইবে সেইক্ষেত্রে পেশকারী ব্যক্তি কর্তৃক এক টাকা দণ্ড প্রদান সাপেক্ষে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে;

(গ) যেক্ষেত্রে কোনো ধরনের চুক্তি দুই বা ততোধিক পত্রের দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং পত্রগুলোর কোনো একটি যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত চুক্তি যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর অধ্যায় ১২ বা অধ্যায় ৩৬ এর অধীন কোনো কার্যধারা ব্যতীত, ফৌজদারি আদালতের কোনো কার্যধারায় কোনো দলিল সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে এই ধারার কোনো কিছুই বাধা প্রদান করিবে না;

(ঙ) যেক্ষেত্রে কোনো দলিল সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে সম্পাদিত হইয়া থাকে অথবা যেক্ষেত্রে কোনো দলিল এই আইনের ধারা ৩২ বা অন্য কোনো বিধান অনুসারে কালেক্টরের সার্টিফিকেটযুক্ত হয়, সেইক্ষেত্রে কোনো আদালতে কোনো দলিল সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে এই ধারার কোনো কিছুই বাধা প্রদান করিবে না।

৩৬। গৃহীত দলিল সম্পর্কে যেক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।— যেক্ষেত্রে কোনো দলিল কোনো সাক্ষ্যে গৃহীত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে এইরূপ গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে, ধারা ৬১ এর বিধান ব্যতীত, একই মোকদ্দমা বা কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে দলিলটি যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত নহে মর্মে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৩৭। সঠিক নয় এইরূপ স্ট্যাম্পযুক্ত দলিলাদির গ্রহণযোগ্যতা।— সরকার এই মর্মে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে যে, যেক্ষেত্রে কোনো দলিল পর্যাপ্ত স্ট্যাম্পযুক্ত হইলেও যথাযথ বিবরণযুক্ত নহে সেইক্ষেত্রে উক্ত দলিলে যে শুল্ক ধার্যযোগ্য ছিল উহা পরিশোধ সাপেক্ষে দলিলটি যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত বলিয়া প্রত্যয়িত হইতে পারে এবং এইরূপে প্রত্যয়িত কোনো দলিল উহা সম্পাদনের তারিখ হইতে যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৮। বাজেয়াপ্ত দলিলের ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা।— (১) যেক্ষেত্রে ধারা ৩৩ এর অধীন দলিল বাজেয়াপ্তকারী এবং আইনানুযায়ী বা পক্ষগণের সম্মতিক্রমে, সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য কর্তৃত্বসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি ধারা ৩৫ এর বিধানানুযায়ী অর্থদন্ড বা ধারা ৩৭ এর বিধানানুযায়ী শুল্ক প্রদানের প্রেক্ষিতে অনুরূপ একটি দলিল সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন, সেইক্ষেত্রে তিনি অনুরূপ দলিলের একটি প্রমাণিকৃত অনুলিপি এবং সেই দলিল বাবদ ধার্য শুল্ক ও জরিমানার পরিমাণ উল্লেখ করিয়া একটি লিখিত প্রত্যয়ন পত্রসহ উক্ত অর্থ কালেক্টর বা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) অন্যান্য প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে, দলিল বাজেয়াপ্তকারী ব্যক্তি মূল দলিল কালেক্টরের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৩৯। **ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত জরিমানা ফেরত প্রদানে কালেক্টরের ক্ষমতা।**—(১) যেক্ষেত্রে ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো দলিল কালেক্টরের নিকট পাঠানো হয়, সেইক্ষেত্রে তিনি, উপযুক্ত মনে করিলে, অনুরূপ দলিলের ক্ষেত্রে প্রদত্ত দন্ডের পাঁচ টাকার অধিক যে কোনো অংশ ফেরত প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে কেবল ধারা ১৩ বা ধারা ১৪ এর বিধান লংঘন করিয়া কোনো দলিল লিখিত হইবার কারণে উহা বাজেয়াপ্ত করা হয়, সেইক্ষেত্রে কালেক্টর জরিমানা বাবদ প্রদত্ত সম্পূর্ণ টাকা ফেরত প্রদান করিতে পারিবেন।

৪০। **বাজেয়াপ্ত দলিলপত্র স্ট্যাম্পযুক্ত করিবার বিষয়ে কালেক্টরের ক্ষমতা।-** (১) যেক্ষেত্রে কালেক্টর কেবল দশ পয়সা বা পাঁচ পয়সা শুল্ক ধার্যযোগ্য দলিল বা বিনিময় পত্র বা প্রত্যর্থ পত্র ব্যতীত ধারা ৩৩ এর অধীন কোনো দলিল বাজেয়াপ্ত করেন বা ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন তাহার নিকট প্রেরিত কোনো দলিল গ্রহণ করেন, সেইক্ষেত্রে তিনি নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন:-

(ক) যদি তিনি মনে করেন যে, অনুরূপ দলিল যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত, বা উহাতে শুল্ক ধার্যযোগ্য নহে, তাহা হইলে তিনি সেই দলিলের পৃষ্ঠে পৃষ্ঠাঙ্কনপূর্বক প্রত্যয়ন করিবেন যে, দলিলটি যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত এবং উহাতে অনুরূপ শুল্ক ধার্যযোগ্য নহে;

(খ) যদি তিনি মনে করেন যে, অনুরূপ দলিলে শুল্ক ধার্যযোগ্য এবং উহা যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত নহে, তাহা হইলে উক্ত দলিল বাবদ সঠিক শুল্ক প্রদানের জন্য বা উহার বাবদ ঘাটতি শুল্ক প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং সেই সঙ্গে পাঁচ টাকা দন্ড প্রদানেরও নির্দেশ দিবেন, বা যথোপযুক্ত মনে করিলে তিনি সঠিক শুল্কের দশগুণ পরিমাণ বা উক্ত দলিলের ঘাটতি শুল্কের অনধিক দশগুণ অঙ্কের টাকা, পাঁচ টাকার অধিক হউক বা কম হউক, প্রদানের জন্য বলিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে অনুরূপ দলিল কেবল ধারা ১৩ বা ১৪ এর বিধান লংঘনপূর্বক লিখিত হইবার কারণে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে কালেক্টর, উপযুক্ত মনে করিলে এই ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত জরিমানার সম্পূর্ণ টাকা মওকুফ করিতে পারেন।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর অধীন প্রত্যেকটি প্রত্যয়নপত্র উহাতে উল্লিখিত বিষয়াদির চূড়ান্ত প্রমাণ হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী কোনো একটি দলিল কালেক্টরের নিকট প্রেরিত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে কালেক্টর এই ধারা অনুযায়ী সেই দলিলের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার পর উহা বাজেয়াপ্তকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

৪১। **দৈবক্রমে অসংগতভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত দলিলপত্র।–** যেক্ষেত্রে মাত্র দশ পয়সা বা পাঁচ পয়সা শুল্ক ধার্যযোগ্য কোনো দলিল, বা কোনো বিনিময় পত্র বা প্রত্যর্থ পত্র ব্যতীত শুল্ক ধার্যযোগ্য কিন্তু যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত নয় এইরূপ কোনো দলিল কোনো ব্যক্তি কর্তৃক স্ব-উদ্যোগে দলিল সম্পাদনের বা প্রথম সম্পাদনের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে কালেক্টরের নিকট পেশ করা হয় এবং তিনি উক্ত দলিলটি যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত নহে মর্মে কালেক্টরের দৃষ্টিগোচর করেন ও যথাযথ শুল্ক বা ঘাটতি শুল্ক পরিশোধের প্রস্তাব করেন, সেইক্ষেত্রে কালেক্টর, যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, এইরূপ দলিল যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত না করিবার বিষয়টি দৈবক্রমে, ভুলবশত বা জরুরি প্রয়োজনে ঘটিয়াছে তাহা হইলে তিনি ধারা ৩৩ ও ৪০ এর বিধান অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে অনুরূপ শুল্ক গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং বর্ণিত পদ্ধতিতে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য অগ্রসর হইতে পারিবেন।

৪২। ধারা ৩৫, ৪০ বা ৪১ এর অধীন শুল্ক পরিশোধিত দলিলের পৃষ্ঠাঙ্কন।–(১) যেক্ষেত্রে ধারা ৩৫, ধারা ৪০ বা ধারা ৪১ এর অধীন কোনো দলিল বাবদ ধার্য শুল্ক বা দন্ড (যদি থাকে) পরিশোধ করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে এইরূপ দলিল গ্রহণকারী ব্যক্তি বা কালেক্টর, ক্ষেত্রমত, এই মর্মে উহার উপর পৃষ্ঠাঙ্কনপূর্বক প্রত্যয়ন করিবেন যে, যথাযথ শুল্ক বা, ক্ষেত্রমত, যথাযথ শুল্ক এবং দন্ড (উভয়ের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া) আদায় করা হইয়াছে এবং তৎমর্মে উহা পরিশোধকারী ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) এইরূপে পৃষ্ঠাঙ্কনকৃত প্রত্যেকটি দলিল অতঃপর সাক্ষ্যরূপে গ্রহণযোগ্য হইবে এবং উহা এইরূপে নিবন্ধিত, কার্যকর, প্রমাণীকৃত হইতে পারে যেন দলিলটি যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত করা হইয়াছে এবং যে ব্যক্তির দখল হইতে দলিলটি বাজেয়াপ্তকারীর হাতে আসিয়াছিল সেই ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে তাহার নিকট বা তিনি যাহার নিকট প্রদান করিতে নির্দেশনা প্রদান করিবেন তাহার নিকট প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) ধারা ৩৫ এর অধীন শুল্ক প্রদান এবং দন্ড প্রদান সাপেক্ষে যে দলিল সাক্ষ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে সেই দলিল উক্তরূপে বাজেয়াপ্তকরণের এক মাস অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে উক্তরূপে প্রদান করা যাইবে না বা যদি কালেক্টর এই মর্মে প্রত্যয়ন করেন যে, দলিলটি অধিকতর সময়ের জন্য ধরিয়া রাখা প্রয়োজন এবং অনুরূপ সার্টিফিকেট বাতিল না করেন;

(খ) এই ধারার কোনো কিছুই দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর আদেশ ১৩, তফসিল ১ এর বিধি ৯ এর কোনো কিছুকে ক্ষুণ্ন করিবে না।

৪৩। **স্ট্যাম্প আইনের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য অভিযুক্তকরণ।-** এই অধ্যায়ের অধীন কোনো দলিলের ক্ষেত্রে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ বা জরিমানা প্রদান, যে ব্যক্তি অনুরূপ দলিলের বিষয়ে স্ট্যাম্প আইন বিরোধী কোনো অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহাকে অভিযুক্তকরণে বাধা প্রদান করিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, যে দলিল বাবদ অনুরূপ জরিমানা প্রদান করা হইয়াছে সেই দলিলের বিষয়ে এইরূপ কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না যদি না কালেক্টরের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত অপরাধ সঠিক শুল্ক প্রদান এড়াইবার উদ্দেশ্যে সংঘটিত হইয়াছিল।

৪৪। **শুল্ক বা দন্ড প্রদানকারী ব্যক্তি কতিপয় ক্ষেত্রে উহা পুনরুদ্ধার করিতে পারেন।**—(১) যেক্ষেত্রে ধারা ৩৫, ধারা ৩৭, ধারা ৪০ বা ধারা ৪১ এর অধীন কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো দলিল বাবদ কোনো শুল্ক বা দন্ড প্রদত্ত হইয়াছে, এবং চুক্তির দ্বারা বা ধারা ২৯ এর বিধান অনুযায়ী বা দলিলটি সম্পাদনের সময় বলবৎযোগ্য কোনো আইনের দ্বারা, অন্য কোনো ব্যক্তি অনুরূপ দলিলপত্রে সঠিক স্ট্যাম্প প্রদানের খরচ প্রদান করিতে বাধ্য ছিলেন, সেইক্ষেত্রে প্রথমোক্ত ব্যক্তি শুল্ক বা দন্ড বাবদ প্রদত্ত অর্থ অনুরূপ অন্য ব্যক্তির নিকট হইতে উদ্ধার করিবার অধিকারী হইবেন।

(২) এইরূপ পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে এই আইনের অধীন অনুরূপ দলিলপত্র সম্পর্কে প্রদত্ত কোনো সার্টিফিকেট উহাতে প্রত্যয়িত বিষয়াদির চূড়ান্ত সাক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) অনুরূপ অর্থ, আদালত উপযুক্ত মনে করিলে, যে মোকদ্দমা বা কার্যধারায় অনুরূপ ব্যক্তিগণ পক্ষভুক্ত এবং যাহাতে সাক্ষ্য হিসাবে উক্ত দলিল জমা দেওয়া হইয়াছে সেই মোকদ্দমা বা কার্যধারা সংক্রান্ত খরচের আদেশে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। যদি আদালত উক্ত অর্থ অনুরূপ আদেশে অন্তর্ভুক্ত না করে, তাহা হইলে সেই অর্থ আদায়ের জন্য আর কোনো কার্যধারা গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৪৫। কতিপয় ক্ষেত্রে দন্ড বা বাড়তি শুল্ক ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে রাজস্ব কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা।— (১) যেক্ষেত্রে ধারা ৩৫ বা ধারা ৪০ এর অধীন কোনো দন্ড প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত জরিমানা প্রদানের এক বৎসরের মধ্যে লিখিতভাবে আবেদন করা হইলে, প্রধান রাজস্ব কর্তৃপক্ষ অনুরূপ জরিমানার টাকা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ফেরত প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে প্রধান রাজস্ব কর্তৃপক্ষের মতে আইনত ধার্যযোগ্য স্ট্যাম্প শুল্ক অপেক্ষা অধিক স্ট্যাম্প শুল্ক ধার্য করা হয় এবং ধারা ৩৫ বা ধারা ৪০ এর অধীন উহা প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত নির্ধারণ আদেশের তিন মাসের মধ্যে লিখিতভাবে আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ বাড়তি অর্থ ফেরত প্রদান করিতে পারিবেন।

৪৬। ধারা ৩৮ এর অধীন প্রেরিত দলিলপত্র হারাইবার ক্ষেত্রে দায়হীনতা।— (১) যদি ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন কালেক্টরের নিকট কোনো দলিল প্রেরণ করা হয় এবং উহা প্রেরণকালে হারাইয়া যায় বা ধ্বংস বা নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে প্রেরণকারী ব্যক্তি উক্ত হারানো, ধ্বংস বা নষ্ট হইবার জন্য দায়ী হইবেন না।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো দলিল প্রেরণের পর্যায়ে থাকে, সেইক্ষেত্রে উহা যে ব্যক্তির দখল হইতে বাজেয়াপ্তকারী ব্যক্তির হাতে আসিয়াছিল সেই ব্যক্তি উহার কপি প্রথমোক্ত ব্যক্তির খরচে প্রস্তুত করাইতে পারিবেন এবং বাজেয়াপ্তকারী ব্যক্তির দ্বারা উহা প্রমাণিকৃত করা যাইবে।

৪৭। স্ট্যাম্পবিহীন গৃহীত স্ট্যাম্প বিনিময় পত্র বা প্রত্যর্থ পত্রের ক্ষেত্রে প্রদানকারীর ক্ষমতা।—যেক্ষেত্রে পাঁচ পয়সা শুল্ক ধার্যযোগ্য কোনো বিনিময় পত্র বা প্রত্যর্থ পত্র স্ট্যাম্পবিহীন অবস্থায় পেশ করা হয় সেইক্ষেত্রে যে ব্যক্তির নিকট উহা পেশ করা হয়, তিনি উহাতে প্রয়োজনীয় আঠালো স্ট্যাম্প লাগাইতে পারিবেন, এবং, ইতঃপূর্বে বিধৃত পদ্ধতিতে উহা বাতিল করিবার পর অনুরূপ বিল বা প্রত্যর্থ পত্র বাবদ প্রদেয় অর্থ প্রদান করিতে পারিবেন, এবং যে ব্যক্তির উহা বাবদ শুল্ক প্রদান করা উচিত ছিল তাহার নিকট হইতে সেই অর্থ দাবি করিতে পারিবেন বা উপরি-উক্তভাবে প্রদেয় অর্থ হইতে সেই শুল্ক কর্তন করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ বিল বা পত্র, শুল্কের বিষয়ে, যথাযথ ও বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ইহাতে বিধৃত কোনো কিছুই এইরূপ বিল বা পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো জরিমানা বা কার্যধারা হইতে কোনো ব্যক্তিকে অব্যহতি প্রদান করিবে না।

৪৮। শুল্ক ও জরিমানা আদায়।— এই অধ্যায়ের অধীন পরিশোধকল্পে নির্দেশিত যাবতীয় শুল্ক, জরিমানা এবং অন্যান্য অর্থ, যে ব্যক্তির নিকট উহা পাওনা সেই ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় বা বিক্রয়ের মাধ্যমে বা বকেয়া ভূমি রাজস্ব আদায়কল্পে আপাতত বলবৎ অন্য কোনো পদ্ধতি অনুসরণক্রমে কালেক্টর কর্তৃক আদায় করা যাইবে।

৪৮ক। বিলুপ্ত।— [বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত]

অধ্যায় ৫
কতিপয় ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প বাবদ বিশেষ সুবিধা প্রদান

৪৯। বিনষ্ট স্ট্যাম্প বাবদ বিশেষ সুবিধা।—সরকার কর্তৃক প্রণীত আবশ্যকীয় সাক্ষ্য সম্পর্কিত প্রণীত বিধিমালা বা করণীয় অনুসন্ধান সাপেক্ষে, ধারা ৫০ এ বর্ণিত মেয়াদের মধ্যে আবেদন করা হইলে এবং কালেক্টরের নিকট তথ্যাদি সন্তোষজনক প্রতীয়মান হইলে, উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে তিনি বিনষ্ট ছাপযুক্ত স্ট্যাম্পসমূহ বাবদ বিশেষ সুবিধা প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) কোনো কাগজের উপর স্ট্যাম্প যাহা অসতর্কতাবশত ও অনিচ্ছাকৃতভাবে বিনষ্ট হইয়াছে, মুছিয়া গিয়াছে বা উহাতে লিখিত কোনো দলিলপত্র কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হইবার পূর্বে উহাতে ভুলবশত লিখিত হইয়াছে বা ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে:

(খ) কোনো দলিলের স্ট্যাম্প যাহা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে লিখিত কিন্তু কোনো পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত বা সম্পাদিত নহে:

(গ) দা**বি**ক্রমে ব্যতীত প্রদেয় বিনিময় পত্র বা প্রত্যর্থ পত্রের ক্ষেত্রে-

(১) আদিষ্ট কর্তৃক বা তাহার পক্ষে স্বাক্ষরিত হইলেও গৃহীত হয় নাই বা কোনো প্রকারে ব্যবহৃত হয় নাই বা গৃহীত হইবার জন্য পেশ করা ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করা হয় নাই এইরূপ কোনো বিনিময় পত্রের উপর স্ট্যাম্প;

তবে শর্ত থাকে যে, যে কাগজের উপর এইরূপ স্ট্যাম্পের ছাপ প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে পরবর্তীকালে লিখিত হইতে পারে এইরূপ কোনো বিনিময় পত্র গৃহীত হইবার জন্য অথবা তদুদ্দেশ্যে কোনো স্বাক্ষর থাকিবে না:

(২) প্রত্যর্থ পত্রের উপর স্ট্যাম্প যাহা আদিষ্ট কর্তৃক বা তাহার পক্ষে স্বাক্ষরিত হইলেও কোনো প্রকারে ব্যবহৃত হয় নাই বা হস্তান্তরিত হয় নাই:

(৩) কোনো বিনিময় পত্র বা প্রত্যর্থ পত্রে ব্যবহৃত বা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে স্ট্যাম্প যাহা উহার আদিষ্ট কর্তৃক বা তাহার পক্ষে স্বাক্ষরিত, কিন্তু যাহা কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি বা ভুলভান্তির কারণে বিনষ্ট বা অপ্রয়োজনীয় হইয়াছে, যদিও উহা, একটি বিনিময় পত্র হওয়ায় উহা গ্রহণের জন্য উপস্থাপিত করা হইয়া থাকিতে পারে বা গ্রহণীয় বা পৃষ্ঠাংকিত হইয়া থাকিতে পারে বা একটি প্রত্যর্থ পত্র হইবার কারণে উহা প্রাপকের নিকট প্রদান করা হইয়া থাকিতে পারে:

তবে শর্ত থাকে যে, অন্য কোনো সম্পূর্ণ এবং যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত একই রকম বিবরণ সংবলিত বিনিময় পত্র বা প্রত্যর্থ পত্র এইরূপ ত্রুটি বিচ্যুতি বা ভুল সংশোধন ব্যতীত বিনষ্টকৃত বিনিময় পত্র বা প্রত্যর্থ পত্রের সহিত উপস্থাপন করা হয়:

(ঘ) কোনো দলিলের কোনো পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত এইরূপ দলিলের জন্য ব্যবহৃত স্ট্যাম্প যাহা-

(১) পরবর্তীকালে প্রথম হইতে আইনগতভাবে সম্পূর্ণভাবে বাতিল হইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে:

(২) পরবর্তীকালে উহাতে কোনো ভুল বা ত্রুটি থাকিবার কারণে প্রাথমিকভাবে অভিপ্রেত উদ্দেশ্যের জন্য অনুপযুক্ত হইয়া গিয়াছে:

(৩) যে ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হওয়া প্রয়োজন তিনি উহা সম্পাদন না করিয়া মারা যাইবার কারণে বা অনুরূপ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উহা সম্পাদন করিতে অস্বীকৃতির কারণে অভিপ্রেত লেনদেনকে প্রস্তাবিত আকারে কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে সমাপ্ত করা যায় না:

(৪) উহার কোনো গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ কর্তৃক সম্পাদন না করিবার কারণে এবং উহাতে স্বাক্ষর করিতে তাহার অক্ষমতা বা প্রত্যাখানের কারণে দলিলটি অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সাধনে কার্যত অসম্পূর্ণ বা অপর্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে:

(৫) তদধীনে কোনো ব্যক্তির কাজ করিতে অস্বীকৃতির কারণে বা তদ্দ্বারা অগ্রিম অর্থ প্রদানে অস্বীকৃতির কারণে বা তদ্দ্বারা মঞ্জুরিকৃত কোনো বৃত্তি বা কাজ গ্রহণে অস্বীকৃতির কারণে অভিপ্রেত উদ্দেশ্য পূরণে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়:

(৬) উহার দ্বারা যে লেনদেন কার্যকর হইবে বলিয়া অভিপ্রেত ছিল, তাহা একই পক্ষগণের মধ্যে এবং অনুরূপ মূল্যের স্ট্যাম্পযুক্ত অন্য কোনো দলিলের দ্বারা কার্যকর হয়:

(৭) মূল্যের দিক হইতে ঘাটতিযুক্ত এবং উহার দ্বারা যে লেনদেন কার্যকর হইবে বলিয়া অভিপ্রেত ছিল, তাহা একই পক্ষগণের মধ্যে এবং অনুরূপ মূল্যের স্ট্যাম্পযুক্ত অন্য কোনো দলিলের দ্বারা কার্যকর হয়:

(৮) অসতর্কতা বা অপরিকল্পিতভাবে বিনষ্ট হয় এবং তদস্থলে একই পক্ষগণের মধ্যে একই উদ্দেশ্যে অন্য একটি দলিল সম্পাদিত হয় এবং সেই দলিল যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সম্পাদিত দলিলের ক্ষেত্রে কোনো আইনগত কার্যক্রম আরম্ভ হয় নাই, যে কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে সেই দলিল সাক্ষ্যে পেশ করা যাইত বা পেশ করা হইত এবং যাহার ফলে দলিলটি বাতিলকৃত হিসাবে পরিত্যক্ত হয়।

ব্যাখ্যা- শুল্ক ধার্যযোগ্য দলিল বাবদ সম্পূর্ণ শুল্ক প্রদত্ত হইয়াছে মর্মে ধারা ৩২ এর অধীন কালেক্টর কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট এই ধারার অর্থানুযায়ী ছাপযুক্ত স্ট্যাম্প বলিয়া গণ্য হইবে।

৫০। ধারা ৫০ এর অধীন প্রতিকার পাইবার আবেদন কখন করিতে হইবে।– ধারা ৫০ এর অধীন প্রতিকার পাইবার আবেদন নিম্নবর্ণিত মেয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে, যথা:-

(১) দফা (ঘ)(৫) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে, দলিল সম্পাদিত হইবার দুই মাসের মধ্যে:

(২) কোনো স্ট্যাম্প কাগজের ক্ষেত্রে যাহার উপর উহার কোনো পক্ষ কর্তৃক কোনো দলিল সম্পাদিত হয় নাই, স্ট্যাম্প বিনষ্ট হইবার ছয় মাসের মধ্যে:

(৩) কোনো স্ট্যাম্প কাগজের ক্ষেত্রে যাহার উপর উহার কোনো পক্ষ কর্তৃক কোনো দলিল সম্পাদিত হইয়াছে, দলিলটি সম্পাদিত হইবার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে, বা যদি ইহাতে তারিখ দেয়া না হয় তাহা হইলে যে তারিখে প্রথম বা এককভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল সেই তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে:

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) বিনষ্ট দলিল পর্যাপ্ত কারণবশত বাংলাদেশের বাহিরে প্রেরণ করা হইলে উহা বাংলাদেশে ফেরত প্রাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে আবেদন করা যাইবে;

(আ) যেক্ষেত্রে অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে কোনো দলিল, যাহার স্থলে একটি দলিল প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, উপরি-উক্ত মেয়াদের মধ্যে নাকচের জন্য পরিত্যাগ না করা যায়, সেইক্ষেত্রে প্রতিস্থাপিত দলিল সম্পাদিত হইবার তারিখের পর ছয় মাসের মধ্যে অনুরূপ আবেদন করা যাইবে।

৫১। কর্পোরেশনের জন্য অনাবশ্যক মুদ্রিত ফরমের ক্ষেত্রে প্রদত্ত বিশেষ সুবিধা প্রদান।— প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা বা প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কালেক্টর কোনো ব্যাংকার বা বিধিবদ্ধ কোনো কোম্পানি বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক ব্যবহৃত দলিলাদির মুদ্রিত ফরমসমূহের জন্য স্ট্যাম্পযুক্ত কাগজের ক্ষেত্রে, সময়সীমা নির্ধারণ ব্যতীত, বিশেষ সুবিধা প্রদান করিতে পারিবেন, যদি অনুরূপ ফরমসমূহ উক্ত ব্যাংকার, কোম্পানি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার জন্য যুক্তিসংগত কারণে অনাবশ্যক হইয়া পড়ে:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ স্ট্যাম্প কাগজের শুল্ক যথাযথভাবে প্রদত্ত হইয়াছে মর্মে উক্ত কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইবে।

৫২। ভুলভাবে ব্যবহৃত স্ট্যাম্প বাবদ বিশেষ সুবিধা।—

(ক) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি শুল্ক ধার্যযোগ্য কোনো দলিলে অসতর্কতাবশত এইরূপ কোনো স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া থাকেন যাহার বর্ণনা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা অনুরূপ দলিলপত্রের জন্য নির্ধারিত বর্ণনা হইতে ভিন্নতর, বা যে স্ট্যাম্পের মূল্য প্রয়োজনের তুলনায় অধিকতর, বা শুল্ক ধার্যযোগ্য নহে এইরূপ কোনো দলিলের জন্য অসতর্কতাবশত কোনো স্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়াছেন; অথবা

(খ) যেক্ষেত্রে কোনো দলিলের জন্য ব্যবহৃত কোনো স্ট্যাম্প ধারা ৩১ এর বিধানাবলি লঙ্ঘন করিয়া লিখিত হইবার কারণে ধারা ১৫ এর অধীন অসতর্কতাবশত ব্যবহারের জন্য অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে; সেইক্ষেত্রে কালেক্টর দলিলের তারিখের পর ছয় মাসের মধ্যে আবেদন করা হইলে, বা উহাতে তারিখ উল্লিখিত না থাকিলে উহা যে ব্যক্তি কর্তৃক প্রথম বা এককভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল সেই ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদনের ছয় মাসের মধ্যে আবেদন করা হইলে এবং দলিলটি শুল্কযোগ্য হইলে তাহা যথাযথভাবে শুল্ক দ্বারা স্ট্যাম্পযুক্ত করিবার পর, কালেক্টর উক্ত স্ট্যাম্প বাতিল করিতে পারিবেন এবং ব্যবহারের অপ্রয়োজনীয় হইয়া যাওয়া এইরূপ ভুলভাবে ব্যবহৃত স্ট্যাম্প বিনষ্ট স্ট্যাম্প রূপে অনুমোদন করিতে পারিবেন।

৫৩। বিনষ্ট বা ভুলভাবে ব্যবহৃত স্ট্যাম্পের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তির পদ্ধতি।— যেক্ষেত্রে বিনষ্ট বা ভুলভাবে ব্যবহৃত স্ট্যাম্প বাবদ বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয় উহার পরিবর্তে কালেক্টর-

(ক) একই বর্ণনা ও মূল্যের অন্য স্ট্যাম্প; বা

(খ) প্রয়োজন হইলে, এবং তিনি উপযুক্ত মনে করিলে, একই মূল্যের অন্য কোনো বর্ণনার স্ট্যাম্প; বা

(গ) তাহার বিবেচনা অনুযায়ী একই মূল্যের অর্থ ছয় সমস্ত চার ভাগের এক শতাংশ হারে কর্তনের পর,

প্রদান করিতে পারিবেন।

৫৪। ব্যবহারের জন্য অনাবশ্যক স্ট্যাম্প বাবদ বিশেষ সুবিধা।—যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির দখলে এইরূপ স্ট্যাম্প থাকে যাহা বিনষ্ট বা অনুপযুক্ত বা অভিপ্রেত উদ্দেশ্যের জন্য অনুপযুক্ত বা অপ্রয়োজনীয় হয় নাই, অথচ

উহার কোনো তাৎক্ষণিক ব্যবহার নাই, সেইক্ষেত্রে কালেক্টর উক্ত ব্যক্তিকে অনুরূপ স্ট্যাম্পের মূল্য বাবদ উক্ত মূল্যের ছয় সমস্ত চার ভাগের এক অংশ হারে কর্তনের পর পুনঃঅর্থ প্রদান করিবেন, যদি উক্ত ব্যক্তি স্ট্যাম্পসমূহ বাতিল করণার্থে অর্পণ করিয়া থাকেন এবং কালেক্টরের সন্তুষ্টি বিধানপূর্বক প্রমাণ করিয়া থাকেন যে-

(ক) অনুরূপ স্ট্যাম্প বা স্ট্যাম্পসমূহ সরল বিশ্বাসে ব্যবহারের জন্য উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক ক্রয় করা হইয়াছিল; এবং

(খ) তিনি ইহার সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিয়াছেন; এবং

(গ) স্ট্যাম্প বা স্ট্যাম্পসমূহ যে তারিখে অনুরূপভাবে অর্পণ করা হইয়াছিল সেই তারিখের পূর্ববর্তী ছয় মাস মেয়াদের মধ্যেই ক্রয় করা হইয়াছিল:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি একজন লাইসেন্সধারী স্ট্যাম্প বিক্রেতা, সেইক্ষেত্রে কালেক্টর, উপযুক্ত মনে করিলে, উক্ত বিক্রেতা কর্তৃক যে পরিমাণ টাকা কার্যত প্রদত্ত হইয়াছে তাহা উপরি-উক্তরূপে কর্তন ব্যতীতই সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

৫৫। কতিপয় ঋণপত্র বাবদ প্রদত্ত বিশেষ সুবিধা।– যেক্ষেত্রে যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত কোনো ঋণপত্র একই শর্তে একটি নূতন ঋণপত্র ইস্যুর মাধ্যমে নবায়ন করা হয়, সেইক্ষেত্রে কালেক্টর, এক মাসের মধ্যে আবেদন করা হইলে, মূল ঋণপত্র বা নূতন ঋণপত্রের স্ট্যাম্প মূল্যের মধ্যে যাহা স্বল্পতর উহার স্ট্যাম্প মূল্য এইরূপ ঋণপত্র ইস্যুকারী ব্যক্তিকে পুনঃপ্রদান করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মূল ঋণপত্রটি কালেক্টরের নিকট পেশকৃত এবং তৎকর্তৃক সরকার নির্দেশিত পন্থায় বাতিল করা হয়।

ব্যাখ্যা- নিম্নরূপ পরিবর্তনসমূহ সত্ত্বেও, একটি ঋণপত্র এই ধারার অর্থানুসারে একই শর্তে নবায়নকৃত বলিয়া গণ্য হইবে:-

(ক) একটি মূল ঋণপত্রের স্থলে দুই বা ততোধিক ঋণপত্রের ইস্যু, তবে নিশ্চয়তাকৃত অর্থের সাকুল্য পরিমাণ অভিন্ন;

(খ) দুই বা ততোধিক মূল ঋণপত্রের স্থলে একটি ঋণপত্রের ইস্যু, তবে নিশ্চয়তাকৃত অর্থের সাকুল্য পরিমাণ অভিন্ন;

(গ) নবায়নকালে মূল ঋণপত্রের ধারকের নামের স্থলে নূতন ধারকের নামের প্রতিস্থাপন; এবং

(ঘ) সুদের হার এবং তাহা পরিশোধের তারিখের পরিবর্তন।

অধ্যায় ৬
রেফারেন্স ও রিভিশন

৫৬। প্রধান রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ এবং তাহার নিকট প্রেরিত মামলার বিবরণ।— (১) অধ্যায় ৪ ও ৫ এবং ধারা ২৬ এর দফা (ক) এর প্রথম শর্তাংশের অধীন কালেক্টর কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতাসমূহ সকল ক্ষেত্রে প্রধান রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে।

(২) যদি কোনো কালেক্টর ধারা ৩১, ৪০ বা ৪১ এর অধীন কার্য সম্পাদনকালে শুল্ক ধার্যযোগ্য কোনো দলিলের শুল্কের পরিমাণ সম্পর্কে সন্দিহান হন, তাহা হইলে তিনি উক্ত বিষয় সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রস্তুতপূর্বক স্বীয় মতামতসহ উহা প্রধান রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

(৩) উক্ত কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনা করিবেন এবং কালেক্টরের নিকট সিদ্ধান্তের একটি অনুলিপি প্রেরণ করিবেন এবং কালেক্টর অনুরূপ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুল্ক (যদি থাকে) ধার্য এবং আদায় করিবেন।

৫৭। প্রধান রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হাই কোর্ট বিভাগে মামলার বিবৃতি প্রদান, ইত্যাদি।— (১) প্রধান রাজস্ব কর্তৃপক্ষ তাহার নিকট ধারা ৫৬ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রেরিত বা অন্য প্রকারে তাহার গোচরীভূত যে কোনো মামলা সম্পর্কে বিবৃতি প্রস্তুতপূর্বক স্বীয় মতামতসহ উহা [২২][হাইকোর্ট বিভাগের নিকট] উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

[২৩][***]

(২) হাই কোর্ট বিভাগের, যেখানে মামলা উপস্থাপন করা হইয়াছে, অন্যূন তিন জন বিচারক এইরূপ প্রত্যেকটি মামলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং মতানৈক্যের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত প্রাধান্য পাইবে।

৫৮। কোনো মামলা সম্পর্কে অতিরিক্ত বিবরণ চাওয়ার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ, ইত্যাদির ক্ষমতা।— হাইকোর্ট বিভাগ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট না হয় যে, মামলায় বিধৃত বিবরণ বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তাকল্পে তদ্দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্ন নিরুপণার্থে যথেষ্ট, তাহা হইলে উক্ত কোর্ট মামলাটি কোর্টের নির্দেশনা অনুসারে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও পরিবর্তনের জন্য বিবৃতি প্রদানকারী রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট ফেরত প্রদান করিতে পারিবেন।

৫৯। বর্ণিত মামলা নিষ্পত্তির পদ্ধতি।— (১) এইরূপ কোনো মামলা শুনানির পর হাইকোর্ট বিভাগ উদ্ভূত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং যে ভিত্তিতে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে উহা উল্লেখপূর্বক রায় প্রদান করিবেন।

(২) আদালতের সিল মোহর ও রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষরযুক্ত করিয়া আদালত অনুরূপ রায়ের একটি কপি রাজস্ব কর্তৃপক্ষের, যাহার মাধ্যমে মামলাটি বিধৃত, নিকট প্রেরণ করিবেন এবং অনুলিপিটি প্রাপ্তির পর উক্ত রায় অনুসারে রাজস্ব কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবেন।

৬০। অন্যান্য আদালত কর্তৃক হাইকোর্ট বিভাগ, ইত্যাদিতে উপস্থাপিত মামলার বিবরণ।— (১) ধারা ৫৭ তে উল্লিখিত আদালত ব্যতীত অন্য কোনো আদালত, যদি ধারা ৩৫ এর শর্তাংশ (ক) এর অধীন কোনো দলিল বাবদ প্রদেয় শুল্কের পরিমাণ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন, তাহা হইলে বিচারক মামলার একটি বিবরণ

---

[২২]"হাইকোর্ট বিভাগের, নিকট" শব্দগুলি ও কমা "নিকট," শব্দ ও কমার পরিবর্তে বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২৩]দফা (ক) ও (খ) বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।

প্রস্তুতপূর্বক স্বীয় মতামতসহ হাইকোর্ট বিভাগে সিদ্ধান্তের জন্য এমনভাবে প্রেরণ করিবেন যেন তিনি প্রধান রাজস্ব কর্তৃপক্ষ হইলে একই বিষয় ধারা ৫৭ এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগে প্রেরণ করিতেন।

(২) অনুরূপ আদালত মামলাটি এইরূপে পরিচালনা করিবেন যেন উহা ধারা ৫৭ এর অধীন উপস্থাপিত হইয়াছিল, এবং রায়ের একটি অনুলিপি আদালতের সিল ও রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষরযুক্ত করিয়া প্রধান রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং একটি অনুলিপি উপস্থাপনকারী বিচারকের নিকট প্রেরণ করিবেন, উক্ত বিচারক প্রতিলিপিটি প্রাপ্তির পর উক্ত রায় অনুসারে বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবেন।

(৩) জেলা আদালতের অধস্তন কোনো আদালত কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো মামলা রেফারেন্স করার ক্ষেত্রে জেলা আদালতের মাধ্যমে করিতে হইবে এবং কোনো অধস্তন রাজস্ব আদালত কর্তৃক রেফারেন্সের ক্ষেত্রে উহার অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন আদালতের মাধ্যমে করিতে হইবে।

৬১। স্ট্যাম্পের পর্যাপ্ততা সম্পর্কে আদালতের কতিপয় সিদ্ধান্তের পুনর্বিচার।— যেক্ষেত্রে কোনো আদালত উহার দেওয়ানি বা রাজস্ব এখতিয়ার প্রয়োগে বা কোনো ফৌজদারি আদালত ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর অধ্যায় ১২ বা অধ্যায় ৩৬ এর অধীন কোনো কার্যধারায় , কোনো দলিল যথাযথ স্ট্যাম্পযুক্ত বলিয়া অথবা উহার জন্য স্ট্যাম্প নিষ্প্রয়োজন বলিয়া, অথবা ধারা ৩৫ এর অধীন শুল্ক ও জরিমানা প্রদানের পর উহাকে সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার আদেশ প্রদান করেন, সেইক্ষেত্রে যে আদালতে হইতে আপিল করা যায়, বা যে আদালত কর্তৃক রেফারেন্স করা হয়, এইরূপ প্রথমোক্ত আদালত স্ব উদ্যোগে বা আদালতের আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুরূপ আদেশ বিবেচনার্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) যদি অনুরূপ আদালত, এইরূপ বিবেচনার পর মনে করে যে, অনুরূপ দলিল ধারা ৩৫ এর অধীন শুল্ক ও জরিমানা প্রদান ব্যতীত স্বাক্ষ্যে গ্রহণ করা উচিত হয় নাই বা আবশ্যকীয় অধিকতর শুল্ক বা জরিমানা অপেক্ষা কম শুল্ক ও জরিমানা প্রদান করায় সাক্ষ্যে গ্রহণ করা উচিত হয় নাই তাহা হইলে উক্ত আদালত তৎমর্মে একটি ঘোষণা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবে এবং উক্ত দলিলের ধার্যযোগ্য শুল্কের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং অনুরূপ দলিল যে ব্যক্তির দখলে বা ক্ষমতায় রহিয়াছে, সেই ব্যক্তিকে তাহা উপস্থাপন করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উপস্থাপিত হইবার পর উহাকে বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো ঘোষণা লিপিবদ্ধ করা হয়, সেইক্ষেত্রে লিপিবদ্ধকারী আদালত উহার একটি অনুলিপি কালেক্টরের নিকট প্রেরণ করিবেন, এবং যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দলিলটি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে বা অন্যভাবে আদালতের দখলে রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ দলিলটি তাহার নিকট প্রেরণ করিবে।

(৪) কালেক্টর অতঃপর, অনুরূপ দলিল স্বাক্ষ্যরূপে গ্রহণের আদেশে, বা ধারা ৪২ এর অধীন মঞ্জুরিকৃত সার্টিফিকেটে, বা ধারা ৪৩ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তিকে স্ট্যাম্প আইন বিরোধী কোনো অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করিতে পারিবেন, যাহা অনুরূপ দলিলপত্রের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া কালেক্টর বিবেচনা করেন:

তবে শর্ত থাকে যে-

(ক) যেক্ষেত্রে অনুরূপ আদালত কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ, শুল্ক ও জরিমানাসহ যাহা ধারা ৩৫ এর অধীন উক্ত দলিল বাবদ প্রদেয় ছিল, তাহা কালেক্টরের নিকট প্রদত্ত হয়, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ মামলা দায়ের করা যাইবে না, যদি তিনি মনে না করেন যে, যথাযথ শুল্ক পরিশোধ পরিহারের লক্ষ্যে অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছিল;

(খ) অনুরূপ মামলার উদ্দেশ্য ব্যতীত এই ধারার অধীন প্রদত্ত ঘোষণা, কোনো দলিল সাক্ষ্য রূপে গ্রহণের আদেশ বা ধারা ৪২ এর অধীন মঞ্জুরিকৃত সার্টিফিকেট এর বৈধতাকে ক্ষুণ্ণ করিবে না।

অধ্যায় ৭
ফৌজদারি অপরাধ ও কার্যবিধি

৬২। যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত নহে এইরূপ দলিল সম্পাদনের দণ্ড।— (১) যদি কোনো ব্যক্তি-

(ক) দাবিক্রমে ব্যতীত অন্য প্রকারে প্রদেয় কোনো বিনিময় পত্র বা প্রত্যর্থ পত্র যাহা যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত নহে উহা রচনা, তৈরি, ইস্যু, পৃষ্ঠাঙ্কন বা হস্তান্তর, বা স্বাক্ষ্য হিসাবে ব্যতীত অন্য প্রকারে স্বাক্ষর করিলে বা অর্থ প্রদান বা গ্রহণের জন্য পেশ করিলে বা অর্থ প্রদান বা গ্রহণ করিলে বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে মূল্য প্রদানপূর্বক বিনিময় করিলে; বা

(খ) শুল্ক ধার্যযোগ্য অন্য কোনো দলিল যাহা যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত নহে উহা স্বাক্ষী হিসাবে ব্যতীত অন্য প্রকারে স্বাক্ষর বা সম্পাদন করিলে; বা

(গ) যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত নহে এইরূপ কোনো প্রক্সির অধীন ভোট প্রদান করিলে বা প্রদানের চেষ্টা করিলে;

প্রত্যেকটি অপরাধের জন্য অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে ধারা ৩৫, ধারা ৪০ বা ধারা ৬১ এর অধীন কোনো দলিল বাবদ কোনো দন্ড প্রদান করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে এইরূপ দন্ডের অর্থ, যিনি প্রদান করিয়াছেন তাহার উপর এই ধারায় পরবর্তীকালে একই দলিল বাবদ কোনো দন্ড আরোপ করা হইলে তাহা হইতে বাদ দেওয়ার অনুমতি প্রদান করা যাইবে।

(২) যদি যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত করা ব্যতীত কোনো শেয়ার-পরোয়ানা ইস্যু করা হয়, তাহা হইলে ইস্যুকারী কোম্পানি বা ইস্যুকালীন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা সচিব বা প্রধান কর্মকর্তা প্রত্যেক ব্যক্তি অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৬৩। আঠালো স্ট্যাম্প বাতিলে ব্যর্থতার দন্ড।— কোনো ব্যক্তি ধারা ১২ এর অধীন আঠালো স্ট্যাম্প বাতিলে নির্দেশিত হইয়া, উক্ত ধারায় নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে স্ট্যাম্প বাতিলে ব্যর্থ হইলে তিনি অনধিক একশত টাকা অর্থদণ্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৬৪। ধারা ২৭ এর বিধানাবলি পালন না করিবার দন্ড।— কোনো ব্যক্তি যিনি সরকারকে প্রতারণা বা ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে-

(ক) এইরূপ কোনো দলিল সম্পাদন করেন যাহাতে ধারা ২৭ অনুযায়ী যে সকল তথ্য ও পরিস্থিতি বিধৃত করিতে হইবে উহা সম্পূর্ণ ও সঠিকভাবে বর্ণনা না করেন; বা

(খ) কোনো দলিল প্রস্তুত করিতে বা তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিয়োজিত বা জড়িত হইয়াও উহাতে অনুরূপ তথ্য ও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ও সঠিকভবে বর্ণনা করিতে অবহেলা বা ক্রুটি করেন; বা

(গ) এই আইনের অধীন প্রাপ্য কোনো শুল্ক বা দন্ডের অর্থ হইতে সরকারকে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করেন;

তিনি [২৪][অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং দফা (ক), (খ), বা (গ) এর অধীন তাহার কাজ বা বিচ্যুতির কারণে সরকারকে যে পরিমাণ টাকা ফাঁকি দেওয়া হইয়াছে উহাও প্রদান করিতে দায়ী থাকিবেন]।

৬৫। রসিদ প্রদান করিতে অস্বীকার করিবার এবং রসিদ বাবদ প্রদেয় শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার কৌশলের দন্ড।―কোনো ব্যক্তি যিনি,-

(ক) ধারা ৩০ এর অধীন রসিদ প্রদান করিতে নির্দেশিত হইয়াও উহা প্রদান করিতে অস্বীকার বা অবহেলা করেন; বা

(খ) বিশ টাকার অধিক পরিমাণের বা মূল্যের অর্থ বা সম্পত্তি অর্পণ বাবদ সরকারি শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিশ টাকার কম পরিমাণের বা মূল্যের রসিদ প্রদান করেন, বা প্রদত্ত অর্থ বা অর্পিত সম্পত্তি পৃথক বা বিভক্ত করিয়া রসিদ প্রদান করেন;

তিনি অনধিক একশত টাকা অর্থদণ্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৬৬। পলিসি প্রস্তুত না করা বা যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত না করিয়া পলিসি প্রস্তুতের দন্ড।―কোনো ব্যক্তি যিনি,-

(ক) কোনো বীমা চুক্তি বাবদ কোনো কিস্তি বা পণ গ্রহণ করেন বা তজ্জন্য ধার করেন বা গ্রহণ করেন এবং অনুরূপ কিস্তি বা পণ গ্রহণের জন্য ধার নেওয়ার এক মাসের মধ্যে কোনো বীমা পলিসি প্রস্তুত ও যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত পলিসি সম্পাদন না করেন; বা

(খ) যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত নহে এইরূপ পলিসি প্রস্তুত, সম্পাদন বা প্রদান করেন বা অনুরূপ পলিসি বাবদ অর্থ প্রদান করেন বা করিতে সম্মত হন বা উহার কোনো হিসাবে অর্থ প্রদানের অনুমতি প্রদান করেন বা করিতে সম্মত হন;

তিনি অনধিক দুইশত টাকা অর্থদণ্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৬৭। গুচ্ছভুক্ত বলিয়া বিবেচিত যাবতীয় সংখ্যক বিনিময় পত্র বা নৌ পলিসি রচিত না হইবার কারণে দন্ড।―কোনো ব্যক্তি যিনি দুই বা ততোধিক গুচ্ছাকারে রচিত বা সম্পাদিত হইবে বলিয়া বিবেচিত কোনো বিনিময় পত্র, যাহা দাবিক্রমে ব্যতীত অন্য প্রকারে প্রদেয়, বা কোনো নৌ বীমা পলিসি রচনা বা সম্পাদন করেন কিন্তু সেই সকল বিল বা পলিসি লইয়া অনুরূপ গুচ্ছ গঠিত হইবে বলিয়া বিবেচিত অনুরূপ যাবতীয় সংখ্যক বিল বা পলিসি যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত কাগজে সম্পাদনা করেন, তিনি অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৬৮। নির্ধারিত তারিখ পরবর্তী বিলের জন্য এবং রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া সংক্রান্ত অন্যান্য কৌশলের জন্য দন্ড।― কোনো ব্যক্তি যিনি,-

[২৪] "পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং দফা (ক), (খ), বা (গ) এর অধীন তাহার কাজ বা বিচ্যুতির কারণে সরকারকে যে পরিমাণ টাকা ফাঁকি দেওয়া হইয়াছে তাহাও প্রদান করিতে দায়ী থাকিবেন" শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি, অক্ষরগুলি ও কমা "পাঁচ হাজার টাকা" শব্দগুলির পরিবর্তে অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(ক) সরকারের শুল্ক ফাঁকি দেয়ার উদ্দেশ্যে, এইরূপ কোনো বিনিময় পত্র বা প্রত্যর্থ পত্র রচনা, প্রস্তুত বা ইস্যু করেন যাহা প্রকৃতপক্ষে যে তারিখে উহা রচিত বা প্রণীত হইয়াছিল তৎপরবর্তীকালীন কোনো তারিখযুক্ত করেন; বা

(খ) অনুরূপ বিল বা পত্র নির্ধারিত তারিখের পর কোনো সময়ের তারিখযুক্ত হইয়াছে জানিয়াও উহা, অর্থ প্রদান বা গ্রহণের জন্য পৃষ্ঠাঙ্কন, হস্তান্তর বা পেশ করেন বা এইরূপ বিল বা পত্রের অর্থ গ্রহণ বা প্রদান বা প্রাপ্তি স্বীকার করেন বা তাহা যেকোনো পদ্ধতিতে মূল্য প্রদানপূর্বক বিনিময় করেন; বা

(গ) তদ্রুপ উদ্দেশ্যে এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে কোনো সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান করা হয় নাই এইরূপ কোনো কার্য, কৌশল ব্যবহার করেন বা তাহাতে জড়িত থাকেন;

তিনি অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৬৯। স্ট্যাম্প বিক্রয় সংক্রান্ত বিধি বিধান ভঙ্গ এবং কর্তৃত্ববিহীন স্ট্যাম্প বিক্রয়ের দন্ড।—

(ক) স্ট্যাম্প বিক্রয়ের জন্য নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি যিনি ধারা ৭৪ এর অধীন প্রণীত বিধান অমান্য করেন; এবং

(খ) অনুরূপ কার্য নিযুক্ত নহেন এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি স্ট্যাম্প (দশ পয়সা বা পাঁচ পয়সা মূল্যের আঠালো স্ট্যাম্প ব্যতীত) বিক্রয় করেন বা করিবার প্রস্তাব করেন;

তিনি অনূর্ধ্ব ছয় মাসের কারাদন্ড, বা অনধিক পাঁচশত টাকা জরিমানা প্রদান বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৭০। মামলা দায়ের ও পরিচালনা।— (১) কালেক্টরের অনুমোদন ব্যতীত বা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক সাধারণভাবে বা কালেক্টর কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার অনুমোদন ব্যতীত এই আইনের [২৫][***] অধীন দন্ডনীয় কোনো অপরাধের জন্য কোনো মামলা দায়ের করা যাইবে না।

(২) প্রধান রাজস্ব কর্তৃপক্ষ, বা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সাধারণভাবে বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা অনুরূপ কোনো মামলা স্থগিত বা অনুরূপ অপরাধ একীভূত করিতে পারিবেন।

(৩) এইরূপ কোনো গঠন বাবদ অর্থ ধারা ৪৮ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে আদায় করা যাইবে।

৭১। ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ার।—দ্বিতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অপেক্ষা নিম্নতর ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো ম্যাজিস্ট্রেট এই আইনের অধীন কোনো অপরাধের বিচার করিবেন না।

৭২। বিচারের স্থান।—কোনো দলিল সম্পর্কে এইরূপ প্রত্যেকটি অপরাধের বিচার, দলিলটি যে জেলায় পাওয়া যায় সেই জেলায় বা ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর অধীন যে জেলায় অনুরূপ অপরাধের বিচার করা যাইতে পারে, সেই জেলায় অনুষ্ঠিত হইবে।

অধ্যায় ৮

---

[২৫]"বা এতদ্দারা বিলুপ্ত কোনো আইন" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।

সম্পূরক বিধানাবলি

৭৩। বহি, ইত্যাদি পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।– কোনো শুল্ক প্রদান নিশ্চিত করিতে বা তদসংক্রান্ত কোনো জালিয়াতি বা বিচ্যুতি প্রমাণ করিতে বা উদঘাটন করিতে সহায়তার জন্য কোনো রেজিস্টার, বহি, রেকর্ড, কাগজপত্র, দলিলাদি, কার্যধারাসমূহ পরিদর্শন করা প্রয়োজনীয় হইলে, উহা যে সরকারি কর্মকর্তার হেফাজতে রহিয়াছে সেই কর্মকর্তা, কালেক্টর কর্তৃক লিখিতভাবে কর্তৃত্ব প্রদত্ত কোনো ব্যক্তিকে অনুরূপ উদ্দেশ্যে রেজিস্ট্রার, বহি, কাগজপত্র, দলিলাদি এবং কার্যধারাসমূহ কোনো ফিস বা খরচ ব্যতীত পরিদর্শন করিতে বা রেকর্ডপত্র হইতে তাহার প্রয়োজন অনুসারে নোট বা উদ্ধৃতাংশ নেওয়ার জন্য যে কোনো যুক্তিসংগত সময়ে অনুমতি প্রদান করিবেন।

৭৪। স্ট্যাম্প বিক্রয় সংক্রান্ত বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।–সরকার-

(ক) স্ট্যাম্প ও স্ট্যাম্পকৃত কাগজের সরবরাহ ও বিক্রয়;

(খ) যে সকল ব্যক্তি দ্বারা অনুরূপ বিক্রয় পরিচালিত হইবে;

(গ) অনুরূপ ব্যক্তিগণের কর্তব্য ও সম্মানি;

নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ বিধিমালা দশ পয়সা বা পাঁচ পয়সা মূল্যের আঠালো স্ট্যাম্প বিক্রয় কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করিবে না।

৭৫। আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সাধারণভাবে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।–সরকার সাধারণভাবে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং এইরূপ বিধি দ্বারা উহার বিধান ভঙ্গের কারণে জরিমানা নির্ধারণ করিতে পারিবে, যাহা কোনো ক্ষেত্রে পাঁচশত টাকার অধিক হইবে না।

৭৬। বিধিমালা প্রকাশনা।– (১) এই আইনের অধীন প্রণীত সকল বিধি সরকারি গেজেটে প্রকাশ করা হইবে।

(২) এই ধারার প্রয়োজন অনুসারে প্রকাশিত সকল বিধি, অনুরূপভাবে প্রকাশের পর, এইরূপে কার্যকর হইবে যেন উহা এই আইন দ্বারা প্রণীত হইয়াছে।

[২৬]**[৭৬ক। কতিপয় ক্ষমতা অর্পণ।**–[২৭][সরকার], সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা-

(ক) ধারা ২(৯), ৩৩(৩)(খ), ৭০(১), ৭৪ এবং ৭৮ দ্বারা উহার উপর অর্পিত সকল বা যেকোনো ক্ষমতা প্রধান রাজস্ব কর্তৃপক্ষের উপর; এবং

(খ) ধারা ৪৫(১)(২), ৫৬(১) এবং ৭০(২) দ্বারা প্রধান রাজস্ব কর্তৃপক্ষকে অর্পিত সকল বা যেকোনো ক্ষমতা প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট কোনো অধস্তন কর্তৃপক্ষকে;

অর্পণ করিতে পারিবে।]

---

[২৬] ধারা ৭৬ক বিকেন্দ্রীকরণ আইন, ১৯১৪ (১৯১৪ সনের ৪ নং আইন) দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২৭] "সরকার" শব্দটি "কেন্দ্রীয় সরকার, এবং প্রাদেশিক সরকার" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৭৭। কোর্ট ফি হেফাজত।– ধারা ৬ক তে বর্ণিত কপি সংক্রান্ত বিধান ব্যতীত এই আইনের বিধৃত কোনো কিছুই কোর্ট ফি সংক্রান্ত আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন কোনো ধার্যযোগ্য শুল্কের হানি করে মর্মে গণ্য হইবে না।

৭৮। আইন অনুবাদ এবং সুলভে বিক্রয়।– [২৮][সরকার] এই আইনের [২৯][বাংলা] অনুবাদের অনুলিপি, সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রতি অনুলিপির জন্য নির্ধারিত বিক্রয়মূল্যে, বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৭৯। রহিত।–[রহিতকরণ ও সংশোধন আইন, ১৯১৪ (১৯১৪ সনের ১০ নং আইন) দ্বারা রহিত]।

[৩০]তফসিল-১

(ধারা ৩ দ্রষ্টব্য)

দলিলাদির স্ট্যাম্প শুল্ক

[২৮]"সরকার" শব্দটি "প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকার" শব্দগুলির পরিবর্তে বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২৯] "বাংলা" শব্দটি " ইহার প্রশাসনাধীন অঞ্চলের মূল স্থানীয় ভাষায়'' শব্দগুলির পরিবর্তে বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩০]তফসিল ১ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত (২০১২ সালের ১ জুলাই হইতে কার্যকারিতাসহ)।

ক্রমিক নং	দলিলাদির বিবরণ	সঠিক স্ট্যাম্প শুল্ক
(১)	(২)	(৩)
১।	**স্বীকৃতি পত্র (Acknowledgement),** এক হাজার টাকার অধিক অংকের অথবা মূল্যের ঋণপ্রাপ্তি বাবদ কোনো একটি স্বীকৃতি পত্র, দেনাদার বা দেনাদারের পক্ষে লিখিত বা স্বাক্ষরকৃত কোনো বইতে অনুরূপ দেনার সাক্ষ্য প্রমাণ সরবরাহের নিমিত্ত (একজন ব্যাংকারের পাসবই ব্যতীত) বা অন্য কোনো পৃথক কাগজের উপরে যেক্ষেত্রে অনুরূপ বই বা কাগজ পাওনাদারের দখলে থাকে; তবে শর্ত থাকে যে, অনূরূপ স্বীকৃতি বা প্রাপ্তি স্বীকার পত্রে দেনা পরিশোধের কোনো প্রতিশ্রুতি থাকে না, বা সুদ পরিশোধের বা কোনো মালামাল অথবা অন্য সম্পত্তির পরিশোধ বা অর্পণের কোনো শর্তের উল্লেখ থাকে না।	দশ টাকা
২।	**প্রশাসনিক বন্ড (Administration Bond)**, সরকারি সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ১৮৭৩ এর ধারা ৬ অথবা উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ এর ধারা ২৯১ বা ধারা ৩৭৫ বা ধারা ৩৭৬ এর অধীন প্রদত্ত কোনো বন্ডসহ	
	(ক) যেক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ অনধিক ৫,০০০ টাকা; এবং	অনুরূপ অর্থের বন্ড (নং ১৫) এর বাবদ প্রদেয় সমপরিমাণ শুল্ক
	(খ) অন্য কোনো ক্ষেত্রে।	দুইশত টাকা।
৩।	**দত্তক গ্রহণ দলিল (Adoption deed)**, অর্থাৎ কোনো দলিল (উইল ব্যতীত) যাহাতে কোনো দত্তক গ্রহণ, বা দত্তক গ্রহণের জন্য কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয়, বা অর্পিত হয় বলিয়া বিবেচিত হয়। এডভোকেট- এডভোকেট হিসাবে এন্ট্রি (নং ৩০) দ্রষ্টব্য।	পাঁচ হাজার টাকা
৪।	**হলফনামা (Affidavit),** যে সকল ব্যক্তি সম্পর্কে শপথ গ্রহণের পরিবর্তে দৃঢ়ভাবে স্বীকার বা ঘোষণা করিতে আইনের দ্বারা অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদের দৃঢ় স্বীকারোক্তি (affirmation) বা ঘোষণাও (declarartion) ইহার অন্তর্ভুক্ত। **অব্যাহতি** হলফনামা বা লিখিত ঘোষণা যখন করা হয়- (ক) সেনাবাহিনী আইন, ১৯৫২ এর অধীন তালিকাভুক্তির শর্ত হিসাবে; (খ) কোনো আদালতে বা আদালতের কর্মকর্তার নিকট তাৎক্ষণিকভাবে নথিভুক্তি বা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে; বা (গ) কোনো ব্যক্তিকে কোনো পেনশন বা দাতব্য ভাতা প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানের একমাত্র উদ্দেশ্যে।	দুইশত টাকা

<table>
<tr><td>৫।</td><td colspan="2">চুক্তি বা কোনো একটি চুক্তির স্মারকলিপি (Agreement or Memorandum of an Agreement)-</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">(ক) যদি কোনো একটি বিনিময় বিলের বিক্রয় সম্পর্কীয় বিষয় হয়;</td><td colspan="2">পঞ্চাশ টাকা</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">(খ) (i) যদি কোনো সরকারি জামানত বিক্রয় সম্পর্কীয় হয়;</td><td colspan="2">জামানতের মূল্যের প্রতি পাঁচ হাজার টাকা বা উহার অংশ বা জামানতের মূল্য বাবদ দুই টাকা হিসাবে সর্বনিম্ন দুইশত টাকা</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">(ii) যদি কোনো সংবিধিবদ্ধ কোম্পানি বা অন্য কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থাতে শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত হয়;</td><td colspan="2">শেয়ারের মূল্যের প্রতি এক হাজার টাকা বা উহার অংশের জন্য দুই টাকা হিসাবে</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">গ) অন্যভাবে বিধান করা না হইলে।</td><td colspan="2">তিনশত টাকা</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">অব্যাহতি
চুক্তি অথবা চুক্তির স্মারকপত্র-
(ক) যাহা কেবল মালামাল বা বাণিজ্য সামগ্রী বিক্রয় সম্পর্কীয়, যাহা নং ৪৩ এ বিধৃত হারে ধার্যযোগ্য কোনো নোট বা স্মারক পত্র নহে; এবং
খ) যাহা কোনো ঋণ বা ঋণসংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের বরাবরে জ্ঞাপনের জন্য টেন্ডার আকারে প্রণীত হয়।
ইজারা প্রদানের চুক্তি (Agreement to Lease)- ইজারা (নং-৩৫) দ্রষ্টব্য</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>৬।</td><td colspan="2">স্বত্বের দলিল, বন্ধক বা খত গচ্ছিত রাখা সংক্রান্ত চুক্তি (Agreement) অর্থাৎ নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির সম্পর্কিত কোনো চুক্তির স্বাক্ষ্য বা প্রমাণস্বরূপ কোনো দলিল-
(১) স্বত্ব দলিল অথবা এইরূপ দলিলপত্র গচ্ছিত রাখা যাহা (বিপণনযোগ্য সিকিউরিটি ব্যতীত) অন্য কোনো ধরনের সম্পত্তির স্বত্বের স্বাক্ষ্যস্বরূপ গণ্য করা কোনো দলিল; বা</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>(২) অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধক বা খত, যেইক্ষেত্রে অনুরূপ গচ্ছিতকরণ বা জমা, বা বন্ধক বা খত বর্তমানে বা ভবিষ্যতে ঋণ হিসাবে প্রদত্ত বা প্রদেয় অগ্রিম অর্থ পরিশোধকল্পে জামানত হিসাবে প্রণীত হইয়াছে-</td><td>এককভাবে রচিত হইলে</td><td>দুইটির গুচ্ছাকারে রচিত হইলে উহার প্রত্যেকটির অংশ বাবদ</td><td>তিনটির গুচ্ছাকারে রচিত হইলে উহার প্রত্যেকটির অংশ বাবদ</td></tr>
<tr><td></td><td>(ক) যদি অনুরূপ ঋণ বা ধার দাবিক্রমে পরিশোধযোগ্য হয় বা চুক্তির স্বাক্ষ্যদানকারী দলিলপত্রের তারিখ হইতে তিন মাস অতিবাহিত হইবার পর পরিশোধযোগ্য হয়</td><td>পণের মূল্যের ০.২৫%</td><td>পণের মূল্যের ০.২৫%</td><td>পণের মূল্যের ০.১২%</td></tr>
</table>

	(খ) যদি অনুরূপ ঋণ বা ধার দলিলের তিন মাস অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই পরিশোধযোগ্য হয়	পণের মূল্যের ০.৩%	পণের মূল্যের ০.১৫%	পণের মূল্যের ০.৮%
৭।	**নিয়োগদান (Appointment)**, ট্রাস্টিগণের ক্ষমতা বা স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি লেনদেনের ক্ষমতা প্রদানের নিয়োগদান, যেইক্ষেত্রে তাহা, কোনো উইল ব্যতীত, লিখিতভাবে সম্পাদন করা হয়।	দুইশত টাকা		
৮।	**মূল্য নিরূপণ** (Appraisement) বা মূল্যায়ন যাহা মোকদ্দমা চলাকালীন সময়ে আদালতের কোনো আদেশের অধীন ব্যতীত অন্য কোনো প্রকারে সম্পাদিত হয়-			
	(ক) যেক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ ২,০০০ টাকার অধিক নহে;	অনুরূপ অর্থের বটমরি বন্ডে (নং ১৬) প্রদেয় একই পরিমাণ শুল্ক		
	(খ) অন্য যেকোনো ক্ষেত্রে;	একশত পঞ্চাশ টাকা		
	(গ) মূল্য নিরূপণ বা মূল্যায়ন যাহা কেবল এক পক্ষের তথ্য লাভের জন্য করা হয় এবং যাহা চুক্তির দ্বারা বা আইনের কার্যকারিতার ফলে পক্ষগণের মধ্যে কোনো প্রকারেই বাধ্যতামূলক নহে। **অব্যাহতি** কোনো জমিদারকে কর হিসাবে যে অর্থ প্রদান করা হয় উহার পরিমাণ নিরূপণের উদ্দেশ্যে ফসলের মূল্য নিরূপণ।	একশত পঞ্চাশ টাকা		
৯।	**শিক্ষানবিস দলিল (Apprenticeship Deed),** কোনো পেশাগত, বৃত্তিমূলক, ব্যবসা সংক্রান্ত বা চাকরিরত শিক্ষাগ্রহণকালে কোনো মাস্টারের তত্ত্বাবধানে তদারকভুক্ত কোনো শিক্ষানবিস কেরানি বা কর্মচারীকে শিক্ষাদান সংক্রান্ত সকল লিপি ইহার অন্তর্ভুক্ত; তবে আর্টিকেল অব ক্লার্কশিপ (নং১১) নহে **অব্যাহতি** শিক্ষানবিস আইন, ১৮৫০ এর অধীন কোনো ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সম্পাদিত শিক্ষানবিসির দলিলপত্র বা যাহার দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে শিক্ষানবিস করা হয় বা কোনো বেসরকারি দাতব্য উদ্যোগে শিক্ষানবিস করা হয়।	একশত পঞ্চাশ টাকা		
১০।	**কোনো কোম্পানির সংঘবিধি (Article of Association)-**			
	(ক) যেখানে নমিনাল মূল্য শেয়ার মূলধন বিশ লক্ষ টাকার অধিক নহে;	তিন হাজার টাকা		
	(খ) যেইক্ষেত্রে নমিনাল শেয়ার মূলধন বিশ লক্ষ টাকার অধিক, কিন্তু ছয় কোটি টাকার অধিক নহে;	আট হাজার টাকা		
	(গ) যেইক্ষেত্রে নমিনাল শেয়ার মূলধন ছয় কোটি টাকার অধিক হয়,	বিশ হাজার টাকা		

	সেইক্ষেত্রে;			
	(ঘ) কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ২৮ এর অধীন নিবন্ধনকৃত এবং মুনাফার জন্য গঠিত নহে এইরূপ কোনো সংঘের বিধিসমূহ।		দুই হাজার টাকা	
১১।	**ক্লার্কশিপের আর্টিকেলসমূহ (Articles of clerkship)** বা চুক্তি, যাহার দ্বারা কোনো ব্যক্তি সুপ্রীম কোর্টের তালিকাভুক্তির উদ্দেশ্যে প্রথমত: কেরানি রূপে কাজ করিতে বাধ্য হন। স্বত্ব নিয়োগ, কবলা দলিল (নং-২৩), হস্তান্তর (নং-৬২) এবং ইজারা হস্তান্তর (নং-৬৩) ক্ষেত্রমত,যাহাপ্রযোজ্য। অ্যাটর্নি-আম মোক্তার নামা, দত্তক গ্রহণের ক্ষমতাপত্র-দত্তক গ্রহণ দলিল (নং-৩) দ্রষ্টব্য।		চারশত টাকা	
১২।	**রোয়েদাদ (Award)** অর্থাৎ মোকদ্দমা চলাকালীন আদালতের আদেশের দ্বারা ব্যতীত, অন্য প্রকারে উত্থাপিত কোনো বিষয়ে বন্টনের নির্দেশনাকারী কোনো সালিশ বা নিরপেক্ষ মীমাংসাকারীর কোনো লিখিত সিদ্ধান্ত-			
	(ক) যেক্ষেত্রে অনুরূপ রোয়েদাদে বিধৃত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির পরিমাণ বা মূল্য দুই লক্ষ টাকার অধিক নহে		১.৫% সর্বোচ্চ চারশত টাকা	
	(খ) যদি তাহা দুই লক্ষ টাকার অধিক হয়		১/২% সর্বোচ্চ বিশ হাজার টাকা	
১৩।	**বিনিময়পত্র (Bill of Exchange),** ধারা ২(২) এ সংজ্ঞায়িত, তবে তাহা কোনো বন্ড, ব্যাংক নোট বা মুদ্রা নোট নহে-	এককভাবে রচিত হইলে	দুইটির গুচ্ছাকারে রচিত হইলে উহার প্রত্যেকটির অংশ বাবদ	তিনটির গুচ্ছাকারে রচিত হইলে উহার প্রত্যেকটির অংশ বাবদ
	(ক) যেক্ষেত্রে দাবিক্রমে ব্যতীত অন্য প্রকারে প্রদেয় তবে উহার সঠিক তারিখ বা উহা দেখিবার অনধিক এক বৎসর সময়ের মধ্যে প্রদেয়;	পণের মূল্যের ০.২%	পণের মূল্যের ০.১%	পণের মূল্যের ০.০৭%
	(খ) যেক্ষেত্রে উহার তারিখ বা উহা দেখিবার এক বৎসরের অধিক সময়ের পরে প্রদেয়।		পণের মূল্যের ১%	
১৪।	**বিল অব লেডিং** (Bill of Lading)- (কোনো থ্রু বিল অব লেডিং ইহার অন্তর্ভুক্ত)-			
	(ক) যেক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য ১০,০০০ টাকার অধিক নহে;		পঞ্চাশ টাকা	
	(খ) যেক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য ১০,০০০ টাকার অধিক কিন্তু ১,০০,০০০ টাকার অধিক নহে;		একশত টাকা	

	(গ) যেক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য ১,০০,০০০ টাকার অধিক হয়	পাঁচশত টাকা
	বিশেষ দ্রষ্টব্য- যদি বিল অব লেডিং খন্ড অংশে রচিত হয় তাহা হইলে প্রত্যেকটি সেটে যথাযথ স্ট্যাম্প অবশ্যই থাকিতে হইবে। **অব্যাহতি** (ক) এইরূপ বিল অব লেডিং যেইক্ষেত্রে উহাতে বর্ণিত পণ্য বন্দর আইন, ১৯০৮ এর অধীন সংজ্ঞায়িত কোনো বন্দরের সীমানার মধ্যে অবস্থিত কোনো স্থানে গ্রহণ করা হয় এবং একই বন্দরের সীমানার মধ্যে অবস্থিত অন্য কোনো স্থানে উক্ত মালামাল ডেলিভারি করা হয়; এবং (খ) বিল অব লেডিং যখন বাংলাদেশের বাহিরে সম্পাদিত হয় এবং উহাতে বর্ণিত সম্পত্তির মালামাল বাংলাদেশের মধ্যে ডেলিভারি দেওয়া সংক্রান্ত হয়।	
১৫।	**বন্ড** (Bond), যেমন ধারা ২(৫) এ সংজ্ঞায়িত কোনো বন্ড, যাহা কোনো ঋণপত্র (নং ২৭) নহে, এবং যাহার জন্য অন্যভাবে এই আইনে বা কোর্ট ফি আইন, ১৮৭০ এ কোনো বিধান করা হয় নাই। প্রশাসনিক বন্ড (নং ২), বটমরি বন্ড (নং ১৬), শুল্ক বন্ড (নং ২৬), ক্ষতি নিষ্কৃতি বন্ড (নং ৩৪), রেসপনডেনশিয়া বন্ড (নং৫৬), জামানত বন্ড (নং ৫৭) দ্রষ্টব্য। **অব্যাহতি** বন্ড যখন নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক সম্পাদিত হয়- (ক) সেচ আইন, ১৮৭৬ (১৮৭৬ সনের ৩ নং আইন) এর ধারা ৯৯ এর বিধিমালার অধীন এই আইনে প্রদত্ত সঠিক কর্তব্য সম্পাদনের জন্য মনোনীত সর্দারগণ; (খ) কোনো দাতব্য ডিসপেন্সারি বা হাসপাতাল বা কোনো জনকল্যাণমুখী কর্মকান্ডের জন্য প্রদত্ত বেসরকারি চাঁদা হইতে আহরিত স্থানীয় আয় মাসিক কোনো নির্দিষ্ট অংকের অর্থের কম হইবে না বলিয়া গ্যারান্টি প্রদানকারী কোনো ব্যক্তি।	পঞ্চাশ টাকা
১৬।	**বটমরি বন্ড** (Bottomory Bond), অর্থাৎ এইরূপ কোনো দলিল যাহার দ্বারা কোনো সমুদ্রগামী জাহাজের মাস্টার সমুদ্রযাত্রাকালে উক্ত জাহাজের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ এবং সমুদ্রযাত্রা পরিচালনা কার্যে নিজেকে সহায়তা করিবার জন্য জাহাজটি জামানত বাবদ ঋণ হিসাবে অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন।	পণ মূল্যের ২%
১৭।	**বাতিলকরণ দলিল** (Cancellation-Instrument of)- (যাহার দ্বারা পূর্বে সম্পাদিত কোনো দলিল বাতিল করা হয়- ইহা অন্তর্ভুক্ত) যদি সত্যায়িত হইয়া থাকে এবং তজ্জন্য অন্য কোনো বিধান করা হয় নাই।	দুইশত টাকা

	অবমুক্ত বা স্বত্ব ত্যাগের দলিল (নং ৫৫), বন্দোবস্ত প্রত্যাহার (নং ৫৮-খ), ইজারা সমর্পণ (নং ৬১) এবং ট্রাস্ট প্রত্যাহার (নং ৬৪-খ)ও দ্রষ্টব্য।	
১৮।	**বিক্রয় সার্টিফিকেট** (Certification of Sale)- (পৃথক পৃথকভাবে গুচ্ছাকারে রক্ষিত এবং বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত প্রত্যেকটি সম্পত্তি সম্পর্কিত) প্রত্যেকটি সম্পত্তির জন্য দেওয়ানি বা রাজস্ব আদালত বা কালেক্টর বা অন্য কোনো রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকাশ্য নিলামে বিক্রিত সম্পত্তি ক্রয়ের বিষয়ে প্রদত্ত সার্টিফিকেট বাবদ-	
	(ক) যেক্ষেত্রে ক্রয়মূল্য ৫,০০০ টাকার অধিক না হয়; এবং	একশত টাকা
	(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে	কেবল ক্রয়মূল্যের পরিমাণের সমান পণ্য বাবদ কবলা দলিল (নং ২৩) হিসাবে যে পরিমাণ রাজস্ব প্রদেয় সেই একই পরিমাণ রাজস্ব।
	অব্যাহতি যেক্ষেত্রে বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থার নিকট কোনো একটি বাড়ি বন্ধক রাখা হয় এবং সেই বাড়িটি কোনো দেওয়ানি আদালত বা অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৮নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত অর্থঋণ আদালত বা কোনো রাজস্ব আদালত বা কালেক্টর বা অন্য কোনো রাজস্ব কর্মকর্তার আদেশে অনুষ্ঠিত কোনো সরকারি নিলামে বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা কর্তৃক ক্রয় করা হয়, সেইক্ষেত্রে সেই সংস্থা কর্তৃক স্ট্যাম্প শুল্ক প্রদেয় হইবে না।	
১৯।	**সার্টিফিকেট** (Certificate) বা অন্যান্য দলিল, যাহা উহার ধারকের বা অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য কোনো বিধিবদ্ধ কোম্পানি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার কোনো শেয়ার বা মূল দলিল অথবা স্টক সংক্রান্ত মূল দলিল বা স্টকের মালিক হইবার অধিকার বা স্বত্বের স্বাক্ষ্যবাহী। শেয়ারবরাদ্দেরপত্র (নং৩৬) দ্রষ্টব্য।	বিশ টাকা
২০।	**চার্টার পার্টি**(Charter Party) অর্থাৎ এইরূপ কোনো দলিল, (কোনো টাগ-স্টিমার ভাড়া করিবার কোনো চুক্তি ব্যতীত) যাহার দ্বারা কোনো জাহাজ বা উহার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়, সেই দলিলে কোনো দন্ডের দফা অন্তর্ভুক্ত হউক বা না হউক।	পাঁচশত টাকা
২১।	বিলুপ্ত	
২২।	**প্রত্যর্পণ দলিল** (Composition Deed)-, অর্থাৎ দেনাদার কর্তৃক সম্পাদিত কোনো দলিল যাহার দ্বারা তিনি তাহার সম্পত্তি তাহার ঋণদাতার উপকারার্থে দলিল করিয়া দেন বা যাহার দ্বারা তাহাদের ঋণের আর্থিক	দুইশত টাকা

	প্রত্যর্পণ বা লভ্যাংশ বাবদ অর্থ প্রদান ঋণদাতাদের নিকট সুনিশ্চিত হয় বা যাহার দ্বারা পরিদর্শকগণের তত্ত্বাবধানে বা লাইসেন্সপত্রের অধীন তাহার ঋণদাতার সুবিধার্থে পাওনাদারদের ব্যবসা চালু রাখিবার ব্যবস্থা রাখা হয়।	
২৩।	**কবলা দলিল** (Conveyance), ধারা ২(১০) এ সংজ্ঞায়িত, তবে (নং ৬২) অধীন কোনো দায়মুক্ত বা অব্যাহতি মুক্ত হস্তান্তর নহে। **অব্যাহতি** কপিরাইট আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৮নং আইন) এর অধীন কপিরাইটের স্বত্ব নিয়োগ, সহ অংশীদারিত্ব দলিল (অংশীদারিত্ব নং ৪৬ দ্রষ্টব্য)	পণের মূল্যের ৩%
২৪।	**অনুলিপি** (Copy) বা উদ্ধৃতাংশের অবিকল অনুলিপি বা উদ্ধৃতাংশ বলিয়া কোনো সরকারি কর্মকর্তার আদেশ বলে প্রত্যয়িত এবং কোর্ট ফি সংক্রান্ত আপাতত বলবৎ আইনের অধীন শুল্কযোগ্য নহে-	
	(১) যদি মূল দলিলটিতে শুল্ক ধার্যযোগ্য না হইত, বা উহাতে যদি শুল্ক ধার্যযোগ্য হইত সেই শুল্কের পরিমাণ একশত টাকার অধিক না হয়; এবং	ত্রিশ টাকা
	(২) অন্যান্য ক্ষেত্রে।	পঞ্চাশ টাকা
	অব্যাহতি (ক) এইরূপ কোনো কাগজের অনুলিপি, যাহা কোনো সরকারি কর্মকর্তা কোনো অফিসে রেকর্ড রাখিবার উদ্দেশ্যে বা কোনো জনমুখী উদ্দেশ্যে প্রণয়ন বা সরবরাহ করিতে আইনত বাধ্য; (খ) জন্ম, নামকরণ, উৎসর্গ, বিবাহ, তালাক বা দাফন ইত্যাদি বিবরণ সংক্রান্ত কোনো রেজিস্টারের অনুলিপি বা উদ্ধৃতাংশ।	
২৫।	**কোনো দলিলের প্রতিপত্র** (Counterpart) বা কোনো দলিলের প্রতিলিপি, যাহা শুল্কযোগ্য এবং যাহা বাবদ যথাযথ শুল্ক প্রদত্ত হইয়াছে-	
	(ক) যদি মূল দলিল বাবদ ধার্যযোগ্য শুল্ক দুইশত টাকার অধিক না হয়;	মূল দলিলে যে শুল্ক প্রদেয় সেই একই পরিমাণ শুল্ক।
	(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে	একশত টাকা।
	অব্যাহতি কোনো কৃষককে প্রদত্ত ইজারা যেইক্ষেত্রে অনুরূপ ইজারা শুল্ক হইতে	

	অব্যাহতিপ্রাপ্ত।	
২৬।	**কাস্টমস বন্ড (Customs Bond)-**	
	(ক) যইক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ বিশ লক্ষ টাকার অধিক নহে; এবং	এক হাজার টাকা
	(খ) বিশ লক্ষ টাকার অধিক অন্যান্য ক্ষেত্রে	দুই হাজার টাকা
২৭।	**ঋণপত্র (Debenture)** (বন্ধকী ঋণপত্র হউক বা না হউক) বিপণনযোগ্য জামানত হওয়ায় হস্তান্তরযোগ্য হইলে-	
	(ক) পৃষ্ঠাঙ্কন দ্বারা বা কোনো পৃথক হস্তান্তর দলিলের দ্বারা; এবং	অনুরূপ অর্থের বটমরি বন্ড (নং ১৬) বাবদ একই পরিমাণ শুল্ক
	(খ) ডেলিভারি দ্বারা।	ঋণপত্রের আপাত মূল্যের সমান পণের কবলা দলিল (নং ২৩) বাবদ প্রদেয় একই পরিমাণ শুল্ক।
	ব্যাখ্যা- "ঋণপত্র" অভিব্যক্তি অর্থে উহার সহিত সংযোজিত যেকোনো কুপন অন্তর্ভুক্ত হইবে, কিন্তু অনুরূপ কুপনের অর্থ শুল্ক হিসাব করিতে অন্তর্ভুক্ত হইবে না। **অব্যাহতি** কোনো সংবিধিবদ্ধ কোম্পানি বা অন্যান্য বিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক এইরূপ কোনো নিবন্ধিত বন্ধকী দলিলের শর্তানুযায়ী ইস্যুকৃত কোনো ঋণপত্রে যে বন্ধক দলিলে তদাধীন ইস্যুকরণীয় ঋণপত্রের সম্পূর্ণ টাকা হিসাবে যথাযথ স্ট্যাম্পযুক্ত, যাহার দ্বারা ঋণ গ্রহণকারী কোম্পানি বা সংস্থা তাহাদের সম্পত্তির ঋণপত্র ধারকের কল্যাণার্থে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে ট্রাস্টিগণের নিকট হস্থান্তর করেন: তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপভাবে ইস্যুকৃত ঋণপত্র উক্ত বন্ধকী দলিলের শর্তানুসারে ইস্যুকৃত বলিয়া প্রকাশিত হয়। বন্ড (নং ১৫) এবং ধারা ৮ ও ৫৫ দ্রষ্টব্য কোনো ট্রাস্টের ঘোষণা: ট্রাস্ট (নং৬৪) দ্রষ্টব্য।	
২৮।	**ডেলিভারি আদেশ (Delivery Order),** পণ্যের ক্ষেত্রে অর্থাৎ কোনো দলিল দ্বারা উহাতে উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি বা তাহার স্বত্ব নিয়োগী বা উক্ত আদেশের ধারক কোনো পোতাশ্রয়ে বা বন্দরে, বা কর বা ভাড়ার ভিত্তিতে পণ্যাদি গুদামজাত বা গচ্ছিত রাখিবার মত পণ্যাগারে বা জেটি ঘাটে অবস্থিত পণ্যাদি খালাস করিবার অধিকারী হন- এইরূপ দলিলপত্রে উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তর করিয়া পণ্যের মালিক কর্তৃক বা তাহার পক্ষে উল্লিখিত দলিল স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যদি অনুরূপ মূল্য দুই হাজার টাকার অধিক হয়। স্বত্বের দলিল আমানত বা গচ্ছিত রাখা [স্বত্বের দলিল, রেহেন বা বন্ধক	পঞ্চাশ টাকা

	(নং৬) গচ্ছিত রাখা সম্পর্কিত চুক্তি দ্রষ্টব্য] অংশীদারিত্ব বিলোপ অংশীদারিত্ব (নং ৪৬) দ্রষ্টব্য।	
২৯।	**তালাক দলিল (Divorce-Instrument of)** অর্থাৎ কোনো দলিল যাহার দ্বারা কোনো ব্যক্তি তাহার বিবাহ বিচ্ছেদ কার্যকর করেন। মোহরানা দলিল বিলিবন্দেজ (নং৫৮ দ্রষ্টব্য প্রতিলিপি কাউন্টার পার্ট (নং ২৫) দ্রষ্টব্য	পাঁচশত টাকা
৩০।	**অনুমতি (Permission),** সুপ্রীম কোর্টে এ্যাডভোকেট হিসেবে আইন ব্যবসা করিবার জন্য	এক হাজার দুইশত টাকা
৩১।	**সম্পত্তি বিনিময় দলিল (Exchange of Property-Instrument of Extract)** অনুলিপি (নং ২৪) দ্রষ্টব্য	দলিলে বিধৃত সর্বাধিক মূল্যের সম্পত্তির মূল্যের সমান কবলা দলিল (নং ২৩) বাবদ প্রদেয় একই পরিমাণ শুল্ক।
৩২।	**অধিকতর দায় নির্ধারক দলিল (Further Charge-Instrument of),** অর্থাৎ কোনো দলিল যাহার দ্বারা বন্ধকী সম্পত্তির উপর অধিকতর দায় আরোপিত হয় -	
	(ক) যেইক্ষেত্রে মূল বন্ধক অনুচ্ছেদ ৪০(১) এর দফা (ক) এ নির্দেশিত বর্ণনার একটি হয় (অর্থাৎ দখলসহ);	অনুরূপ দলিলে বিধৃত সম্পত্তির সর্বোচ্চ পণের কবলা দলিল (নং ২৩) বাবদ প্রদেয় সমপরিমাণ শুল্ক
	(খ) যেক্ষেত্রে মূল বন্ধক অনুচ্ছেদ ৪০(১) এর দফা (ক) এ নির্দেশিত বর্ণনার একটি হয় (অর্থাৎ দখল ব্যতীত)-	
	(১) যদি অধিকতর দায় নির্ধারক দলিলের সম্পাদনের সময়, অনুরূপ দলিলানুযায়ী সম্পত্তির দখল প্রদান করা হয় বা প্রদানের সম্মতি প্রদান করা হয়-	অনুরূপ মূল বন্ধক এবং (অধিকতর দায় নির্ধারক দলিল বাবদ ইতিমধ্যে প্রদত্ত শুল্ক বাদে দায়ের সাকুল্য পরিমাণ সমান পণের কবলা দলিল (নং ২৩) বাবদ প্রদেয় একই পরিমাণ শুল্ক
	(২) অনুরূপভাবে দখল প্রদান না করা হইলে	অনুরূপ দলিলের দ্বারা প্রত্যাভুত বা নিশ্চিতকৃত অতিরিক্ত দায়ের বন্ড (নং ১৫) বাবদ প্রদেয় সমপরিমাণ শুল্ক

৩৩।	**দান পত্রের দলিল (Gift-Instrument of),** যাহা বিলিবন্দেজ (নং ৫৮) বা উইল বা হস্তান্তর (নং ৬) নয় ভাড়ার চুক্তি বা সেবার জন্য চুক্তি (নং ৫)	অনুরূপ দলিলে বিধৃত সম্পত্তির মূল্যের সমান পণের কবলা দলিল (নং ২৩) বাবদ প্রদেয় একই পরিমাণ শুল্ক
৩৪।	**ক্ষতি নিষ্কৃতি বন্ড পরিদর্শন দলিল (Indemnity Bond Inspectorships Deed)** কম্পোজিশন দলিল (নং ২২) দ্রষ্টব্য	সমপরিমাণ অর্থের জামানত বন্ড (নং ৫৭) বাবদ প্রদেয় একই পরিমাণ শুল্ক
৩৫।	**ইজারা (Lease),** কোনো দর ইজারা বা নিম ইজারা বা ভাড়া দেয়া বা সাবলেট দেয়া চুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে- (ক) যেক্ষেত্রে অনুরূপ ইজারা দ্বারা খাজনা নির্ধারিত কিন্তু কোনো কিস্তি প্রদত্ত বা অর্পিত হয় না-	
	(i) যেক্ষেত্রে ইজারা এক বৎসরের কম মেয়াদের বলিয়া অর্থ প্রকাশক হয়;	অনুরূপ ইজারার অধীন প্রদেয় বা অর্পণযোগ্য সাকূল্য অর্থের বটমরি বন্ড (নং ১৬) বাবদ প্রদেয় একই পরিমাণ শুল্ক
	(ii) যেক্ষেত্রে ইজারা এক বৎসরের অধিক কিন্তু পাঁচ বৎসরের অধিক মেয়াদের নহে বলিয়া অর্থ প্রকাশক হয়	বাৎসরিক সংরক্ষিত খাজনার গড় অর্থ বা মূল্যের জন্য বটমরি বন্ড (নং ১৬) বাবদ প্রদেয় একই পরিমাণ শুল্ক
	(iii) যেক্ষেত্রে ইজারা পাঁচ বৎসরের অধিক কিন্তু দশ বৎসরের অধিক মেয়াদের নহে	বাৎসরিক সংরক্ষিত খাজনার গড় অর্থ বা মূল্যের জন্য কবলা দলিল (নং ২৩) বাবদ প্রদেয় একই পরিমাণ শুল্ক
	(iv) যেক্ষেত্রে ইজারা দশ বৎসরের অধিক কিন্তু বিশ বৎসরের অধিক মেয়াদের নহে	বাৎসরিক সংরক্ষিত খাজনার গড় অর্থ বা মূল্যের সমান হইতে দ্বিগুণ পণের কবলা দলিল (নং ২৩) বাবদ প্রদেয় একই পরিমাণ শুল্ক
	(v) যেক্ষেত্রে ইজারা বিশ বৎসরের অধিক কিন্তু ত্রিশ বৎসরের অধিক মেয়াদের নহে	বাৎসরিক সংরক্ষিত খাজনার গড় অর্থ বা মূল্যের সমান হইতে তিনগুণ পণের কবলা দলিল (নং ২৩) বাবদ প্রদেয় একই পরিমাণ শুল্ক
	(vi) যেক্ষেত্রে ইজারা ত্রিশ বৎসরের অধিক কিন্তু একশত বৎসরের অধিক মেয়াদের নহে	বাৎসরিক সংরক্ষিত খাজনার গড় অর্থ বা মূল্যের সমান হইতে চারগুণ পণের কবলা দলিল (নং

		২৩) বাবদ প্রদেয় একই পরিমাণ শুল্ক
	(vii) যেক্ষেত্রে ইজারা একশত বৎসরের অধিক বা চিরস্থায়ী মেয়াদের জন্যহয়	ইজারার প্রথম বাৎসরিক পঞ্চাশ বৎসরের জন্য প্রদেয় বা অর্পণযোগ্য খাজনার মোট অর্থ কেবল কৃষিকাজের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ইজারার ক্ষেত্রে ১/১০ অংশের সমান এবং অন্য ক্ষেত্রে ১/৬ অংশের সমান কবলা দলিল (নং ২৩) বাবদ প্রদেয় একই পরিমাণ শুল্ক
	(viii) যেক্ষেত্রে ইজারা কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের বলিয়া অর্থ প্রকাশক হয় না	ইজারা অব্যাহত থাকিলে প্রথম দশ বৎসরের জন্য প্রদেয় বা অর্পণযোগ্য বাৎসরিক গড় খাজনা বা উহার মূল্যের তিনগুণ পণের কবলা দলিল (নং ২৩) বাবদ প্রদেয় একই পরিমাণ শুল্ক
	(খ) যে ক্ষেত্রে ইজারা জরিমানা বা কিস্তি বা অগ্রিম প্রদত্ত অর্থের জন্য প্রদান করা হয় এবং যে ক্ষেত্রে কোনো ভাড়া সংরক্ষিত থাকে না;	ইজারায় বিধৃত জরিমানা বা কিস্তি বা অগ্রিম অর্থ বা মূল্যের সমান পণের কবলা দলিল (নং ২৩) বাবদ প্রদেয় একই পরিমাণ শুল্ক
	(গ) যে ক্ষেত্রে ইজারা সংরক্ষিত করের অতিরিক্ত জরিমানা বা কিস্তি অগ্রিম অর্থের জন্য মঞ্জুর করা হয়	যদি কোনো জরিমানা বা কিস্তি বা অগ্রিম প্রদত্ত বা অর্পিত না হয়, তাহা হইলে অনুরূপ ইজারা বাবদ যে শুল্ক প্রদেয় হইত, তাহা ছাড়াও ইজারায় বিধৃত জরিমানা বা কিস্তি অথবা অগ্রিম অর্থ বা মূল্যের সমান পণের কবলা দলিল (নং ২৩) বাবদ প্রদেয় একই পরিমাণ শুল্ক: তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ক্ষেত্রে যখন ইজারা চুক্তি মোতাবেক ইজারার জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যানুসারে স্ট্যাম্প দিয়া কোনো স্ট্যাম্পযুক্ত দলিল পরবর্তীকালে সম্পাদিত হয়, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ ইজারা বাবদ প্রদেয় শুল্ক চারশত টাকার অধিক হইবে না।

	অব্যাহতি একজন কৃষকের ক্ষেত্রে এবং কৃষি কাজের উদ্দেশ্যে একটি ইজারা (পণ্যদ্রব্য এবং পানীয় উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বৃক্ষাদির ইজারা ইহার অন্তর্ভুক্ত) কোনো জরিমানা বা কিস্তি প্রদান বা পরিশোধ না করিয়াই সম্পাদিত হয় এবং এই প্রকার ইজারার মেয়াদ এক বৎসরের অধিক হয় না, বা যেখানে সংরক্ষিত গড় বার্ষিক ভাড়া এক হাজার টাকার অধিক হয় না; এই অব্যাহতি কৃষিকাজের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত ইজারার ক্ষেত্রে বসতবাটি বা পুকুরসহ কৃষি কাজের নিমিত্তে কৃষি জমির ইজারা অন্তর্ভুক্ত হইবে।	
৩৬।	**শেয়ার বরাদ্দ বাবদ পত্র (Letter of Allotment of Shares),** অর্থাৎ কোনো কোম্পানি বা প্রস্তাবিত কোম্পানির শেয়ার অথবা কোনো কোম্পানি বা প্রস্তাবিত কোম্পানি কর্তৃক সংগৃহীতব্য বা উত্তোলন করা হইবে এইরূপ ঋণ সম্পর্কিত শেয়ার সার্টিফিকেট বা অন্যবিধ দলিলও (নং ১৯) দ্রষ্টব্য	বিশ টাকা
৩৭।	**লেটার অব ক্রেডিট (Letter of Credit)** অর্থাৎ এইরূপ দলিল যাহার দ্বারা এক ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে, উহা যাহার অনুকূলে রচিত হয়, ঋণ প্রদানের জন্য কর্তৃত্ব প্রদান করে লেটার অব গ্যারান্টি, চুক্তি (নং ৫ দ্রষ্টব্য)	তিনশত টাকা
৩৮।	**লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র (Letter of licence)** অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা এবং তাহার ঋণদাতার মধ্যে এইরূপ কোনো চুক্তি যাহাতে ঋণদাতা কিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাহাদের দাবি স্থগিত রাখিবেন এবং ঋণগ্রহীতাকে তাহার নিজ উদ্যোগে বা বিচেনানুযায়ী ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি প্রদান করিবেন।	তিনশত টাকা
৩৯।	**কোনো কোম্পানির সংঘ স্মারক (Memorandum of Association of a Company)**	
	(ক) যদি কোম্পানি আইন, ১৯১৩ এর ধারা ১৭ অনুযায়ী সংঘবিধি উহার সহিত সংযোজিত থাকে	এক হাজার টাকা
	(খ) যদি অনুরূপভাবে সংযোজিত না থাকে- (১) যেক্ষেত্রে নমিনাল শেয়ার মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক না হয় (২) যেক্ষেত্রে নমিনাল শেয়ার মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক হয়	 দুই হাজার টাকা তিন হাজার টাকা
	অব্যাহতি কোনো সংস্থার স্মারকলিপি, যাহা লাভের জন্য গঠিত হয় নাই এবং যাহা	

	কোম্পানি আইন, ১৯১৩ এর ধারা ২৬ এর অধীন নিবন্ধনকৃত।	
৪০।	(১) **বন্ধকী দলিল (Mortgagee Deed),** যাহা স্বত্বের দলিল, রেহেন বা খত (নং ৬) গচ্ছিত রাখিবার কোনো চুক্তিপত্র নহে বা বটমরি বন্ড (নং ১৬), শস্য বন্ধক (নং ৪১), রেসপনডেনশিয়া বন্ড (নং ৫৬) বা জামানত বন্ড (নং ৫৭) নহে;	অনুরূপ দলিলের দ্বারা প্রত্যাভূত বা নিশ্চিতকৃত অর্থের সমান কবলা দলিল (নং ২৩) বাবদ প্রদেয় একই পরিমাণ শুল্ক
	(ক) যেক্ষেত্রে এইরূপ দলিলের অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তির বা উহার কোনো অংশের দখল বন্ধকদাতা কর্তৃক প্রদান করা হয় বা তজ্জন্য সম্মতি প্রদান করা হয়	অনুরূপ দলিলের দ্বারা প্রত্যাভূত বা নিশ্চিতকৃত অর্থের সমান বন্ড (নং ১৫) বাবদ প্রদেয় একই পরিমাণ শুল্ক
	(খ) যেক্ষেত্রে উপরি-উক্তভাবে দখল প্রদান করা হয় না বা তজ্জন্য সম্মতি প্রদান করা হয় না ব্যাখ্যা:- বন্ধতদাতা বন্ধকী সম্পত্তি বা উহার কোনো অংশের ভাড়া আদায় বা ইজারা প্রদানের জন্য বন্ধক গ্রহীতাকে মোক্তারনামা প্রদান করেন, তাহা এই অনুচ্ছেদের অর্থানুসারে দখল প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।	পঞ্চাশ টাকা
	(গ) যেক্ষেত্রে প্রধান বা প্রাথমিক জামানত অনধিক ১০,০০০ টাকার প্রত্যেক প্রত্যাভূত (নিশ্চিতকরণের) পরিমাণের অর্থ বাবদ যথাযথ স্ট্যাম্পযুক্ত হয়, সেইক্ষেত্রে কোনো সহায়ক, সাহায্যকারী বা অতিরিক্ত অথবা প্রতিস্থাপিত জামানত উপরে বর্ণিত কোনো উদ্দেশ্য পূরণ করিলে অধিকতর নিশ্চয়তামূলক পন্থায় সম্পাদিত হয় এবং জামানতের পরিমাণের টাকা ১০,০০০ টাকার উর্ধ্বে হইলে প্রতি ১০,০০০ টাকা অথবা উহার অংশের বাবদ	একশত টাকা
	অব্যাহতি (ক) ভূমি উন্নয়ন ঋণ আইন, ১৮৮৩ বা কৃষিজীবী ঋণ আইন, ১৮৮৪ এর অধীন অগ্রিম গ্রহণকারী ব্যক্তিগণ কর্তৃক অথবা তাহাদের জামিনদারগণ কর্তৃক উক্ত অগ্রিম টাকা পরিশোধকরণের নিশ্চয়তা বিধানার্থে সম্পাদিত দলিলাদি; [৩১][***] (খ) বিনিময় বিলের সহিত সংযোজিত কোনো বন্ধকীপত্র [৩২][; এবং (গ) কর্মসংস্থান ব্যাংক আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ৭ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্মসংস্থান ব্যাংক হইতে অনুরূপ ঋণ পুনরুদ্ধারের জামানত	

[৩১]"এবং" শব্দটি অর্থ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ৩(ক)(i) দ্বারা রহিত (২০১৩ সালের ১ জুলাই হইতে কার্যকারিতাসহ)।

[৩২]";এবং" সেমিকোলন ও শব্দ দাড়ির(।) পরিবর্তে এবং দফা (গ) অর্থ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ৩(ক)(i) দ্বারা যথাক্রমে রহিত ও সন্নিবেশিত (২০১৩ সালের ১ জুলাই হইতে কার্যকারিতাসহ)।

	হিসাবে ঋণগ্রহণকারী ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত দলিল।]	
	(২) কোনো একটি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ঋণ বাবদ একটি বন্ধকী দলিল সম্পাদন করা হইলে-	
	(ক) বিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	দুই হাজার টাকা
	(খ) বিশ লক্ষ টাকার অধিক কিন্তু এক কোটি টাকার অধিক নহে	পাঁচ হাজার টাকা
	(গ) এক কোটি টাকার উর্ধ্বে	প্রথম এক কোটি টাকার জন্য পাঁচ হাজার টাকা এবং ইহার পরের অবশিষ্ট ঋণের টাকা বাবদ ১/১০% হারে অতিরিক্ত শুল্ক
৪১।	**শস্য বন্ধক (Mortgagee of a crop).**বন্ধককালে শস্য বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক, শস্যের বন্ধকের উপর যে ঋণ করা হইয়াছে উহার পরিশোধ নিশ্চিতকল্পে সম্পাদিত কোনো চুক্তির সাক্ষ্য হিসাবে সম্পাদিত দলিলপত্র ইহার অন্তর্ভুক্ত হইলে-	
	(ক) যেক্ষেত্রে উক্ত ঋণ দলিলের তারিখ হইতে অনধিক তিন মাসের মধ্যে পুনঃপরিশোধযোগ্য	
	(i) প্রত্যাভূত (নিশ্চিতকৃত) অর্থের পরিমাণ অনধিক এক হাজার টাকা হইলে প্রত্যেক পরিমাণ বাবদ	দশ টাকা
	(ii) প্রত্যাভূত (নিশ্চিতকৃত) অর্থের পরিমাণ এক হাজার টাকার অধিক হইলে প্রতি এক হাজার টাকা বা উহার অংশ বাবদ	দশ টাকা
	(খ) যেক্ষেত্রে দলিলের তারিখ হইতে তিন মাসের অধিক কিন্তু আঠারো মাসের কম সময়ে উক্ত ঋণ পরিশোধযোগ্য-	
	(১) প্রত্যাভূত (নিশ্চিতকৃত) অর্থের পরিমাণ অনধিক এক হাজার টাকা হইলে এইরূপ প্রত্যেক অংকের জন্য	দশ টাকা
	(২) প্রত্যাভূত (নিশ্চিতকৃত) অর্থের পরিমাণ এক হাজার টাকার অধিক হইলে এইরূপ প্রতি এক হাজার টাকা বা উহার অংশ বাবদ	দশ টাকা
৪২।	**নোটারিয়াল কার্যাদি (Notarial Act)** অর্থাৎ কোনো দলিল, পৃষ্ঠাঙ্কন, নোট, সত্যায়ন সনদ, এন্ট্রি বা লিপিবদ্ধকরণ যাহা নোটারি পাবলিক কর্তৃক তাহার অফিস বা পদের কর্তব্য সম্পাদনকালে সম্পন্ন বা স্বাক্ষরকৃত বা অন্য কোনো ব্যক্তি যিনি আইনানুগভাবে নোটারি পাবলিকের কাজ করিতেছেন এইরূপ কোনো ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন বা স্বাক্ষরকৃত প্রতিবাদ বিল বা নোটও (নং ৫০) দ্রষ্টব্য	দুইশত টাকা
৪৩।	**নোট বা স্মারকলিপি (Note or Memorandum),** যাহা কোনো দালাল বা এজেন্ট কর্তৃক তাহার প্রধানের নিকট প্রেরিত হয় এবং তাহার অনুরূপ প্রদানের অর্থ দ্বারা অনুরূপ পণ্য ক্রয়-বিক্রয় অবহিত করা হয়-	

	(ক) ১,০০০ টাকার অধিক মূল্যের কোনো পণ্য ক্রয় বা বিক্রয় বাবদ	বিশ টাকা
	(খ) ১,০০০ টাকার অধিক মূল্যের কোনো স্টক বা বিপণনযোগ্য জামানত, কিন্তু যাহা কোনো সরকারি জামানত নহে, উহার বাবদ	স্টক জামানতের মূল্যের প্রতি দশ হাজার টাকা অথবা উহার অংশ বাবদ বিশ টাকা
	(গ) সরকারি জামানত সম্পর্কীয়	(খ) এর অনুরূপ
৪৪।	**কোনো জাহাজের মাস্টারের প্রতিবাদ নোট (Notes or Protest by the Master of a ship)** কোনো জাহাজের মাস্টারের প্রতিবাদ (নং- ৫১)ও দ্রষ্টব্য অর্থ প্রদানের জন্য আদেশ বিনিময় পত্র (নং ১৩) দ্রষ্টব্য	তিনশত টাকা
৪৫।	**বাটোয়ারা দলিল (Partition-Instrument of)** ধারা ২(১৫) দ্বারা সংজ্ঞায়িত	সম্পত্তির পৃথক পৃথক শেয়ারের অর্থ বা মূল্যের বন্ড (নং-১৫) বাবদ একই পরিমাণ শুল্ক বি.দ্র. সম্পত্তি বাটোয়ারার পর যে বৃহত্তম শেয়ার অবশিষ্ট থাকে তাহা (অথবা যদি সমমূল্যের এইরূপ দুই বা ততোধিক শেয়ার থাকে যাহা অন্যান্য শেয়ার হইতে ক্ষুদ্রতর নহে, তাহা হইলে এইরূপ শেয়ারের একটি) হইতেই অন্যান্য শেয়ার পৃথক করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, (ক) যেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানায় সম্পত্তি বিভক্তিকর সম্মতি সম্বলিত কোনো বাটোয়ারা দলিল সম্পাদিত হয় এবং অনুরূপ দলিল অনুসারে বাটোয়ারা কার্যকর হয়-সেইক্ষেত্রে অনুরূপ দলিল বাবদ ধার্যযোগ্য শুল্ক হইতে প্রথমোক্ত দলিল বাবদ প্রদত্ত শুল্ক বাদ যাইবে, তবে ধার্যযোগ্য শুল্কের পরিমাণ পঞ্চাশ টাকার কম হইবে না। (খ) যেক্ষেত্রে রাজস্ব বন্দোবস্ত অনুযায়ী অনধিক ত্রিশ বৎসরের

		জন্য ভূমি দখলে থাকে, সেইক্ষেত্রে শুল্কের উদ্দেশ্যে উহার মূল উক্ত ভূমির বার্ষিক রাজস্বের অনধিক পাঁচগুণ হারে হিসাব করা যাইবে। (গ) বাটোয়ারা কার্যকরকল্পে কোনো রাজস্ব কর্তৃপক্ষ বা কোনো দেওয়ানি আদালতের চূড়ান্ত আদেশে বা বাটোয়ারার নির্দেশ সম্বলিত কোনো সালিশের রোয়েদাদ যদি বাটোয়ারা দলিলের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যের স্ট্যাম্পযুক্ত হয় এবং অনুরূপ আদেশ বা রোয়েদাদ অনুসারে কোনো বাটোয়ারা দলিল সম্পাদিত হয় তাহা হইলে অনুরূপ দলিল বাবদ প্রদেয় শুল্ক পঞ্চাশ টাকার ঊর্ধ্বে হইবে না।
৪৬।	ক- **দলিল (Instrument of)-** (ক) যেক্ষেত্রে অংশীদারী কারবারের মূলধন ৫০,০০০ টাকার অধিক হয় না; এবং	এক হাজার টাকা
	(খ) অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে	দুই হাজার টাকা
	খ- বন্ধক বা খত বিলোপ (Dissolution of pawn or pledge) স্বত্বের দলিল, বন্ধক বা রেহেন সংক্রান্ত চুক্তি (নং ৬) গচ্ছিত রাখা দ্রষ্টব্য।	এক হাজার টাকা
৪৭।	**বীমা পলিসি (Policy of Insurance)-** ক- সাগর বীমা (ধারা-৭ দ্রষ্টব্য)	
	১। কোনো সমুদ্র যাত্রার জন্য অথবা সমুদ্রে গমণকালীন সময়ের জন্য-	
	(i) যেক্ষেত্রে কিস্তি বা পণ উক্ত পলিসি দ্বারা বীমাকৃত অর্থের শতকরা বার পয়সা হারের অধিক নয় অথবা এক অষ্টমাংশ (১/৮) হারের অধিক নহে	এক টাকা
	(ii) অন্য কোনো ক্ষেত্রে উক্ত পলিসি দ্বারা বীমাকৃত এক হাজার পাঁচশত টাকার জন্য পূর্ণ অংকের এবং উহার কোনো ভংগ্নাশের জন্য প্রতিক্ষেত্রে	এক টাকা
	(২) সময়ের জন্য-	
	(iii) যেক্ষেত্রে অনধিক বার মাসের জন্য বীমা করা হয় সেইক্ষেত্রে উক্ত পলিসি দ্বারা বীমাকৃত এক হাজার টাকার পূর্ণ অংকের জন্য এবং উহার	এক টাকা

	কোনো ভগ্নাংশের জন্যও, প্রত্যেক ক্ষেত্রে	
	খ- পণ্য, বাণিজ্যিক পণ্য, ব্যক্তিগত মালামাল শস্য এবং অন্যান্য সম্পত্তি নষ্ট বা ক্ষয়ক্ষতির বিরুদ্ধে কৃত অগ্নি বীমা বা অন্যান্য শ্রেণির বীমা, যাহা এই অনুচ্ছেদের অন্যত্র অন্তর্ভুক্ত নহে	
	(১) মূল পলিসি সংক্রান্ত হইলে-	
	(i) বীমাকৃত অর্থের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১০,০০০ টাকা হইলে,	পঁচিশ টাকা
	(ii)অন্যান্য ক্ষেত্রে	পঞ্চাশ টাকা
	(২) একটি মূল পলিসির নবায়নের উপর প্রত্যেকটি কিস্তি পরিশোধের রশিদের ক্ষেত্রে	মূল পলিসির উপর প্রদেয় শুল্কের অর্ধেক এবং ইহার অতিরিক্ত নং ৫৩ এর অধীন ধার্যযোগ্য কোনো শুল্ক
	গ- দুর্ঘটনা বা অসুস্থতা বীমা-	
	(i) একবার মাত্র দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে বা দুর্ঘটনা হইতে কোনো অসুস্থতা বা মৃত্যু হইলে	(ক) প্রদেয় অর্থের পরিমাণ ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা বা উহার নিম্নে হইলে- ২ (দুই) টাকা; (খ) প্রদেয় অর্থের পরিমাণ ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকার উর্ধ্বে হইলে- প্রতি ২,৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা বা উহার অংশের জন্য ১ (এক) টাকা; (গ) দুর্ঘটনা হইতে মৃত্যুর ঝুঁকি গ্রহণকারী বীমা পলিসির ক্ষেত্রে প্রদেয় বার্ষিক কিস্তির পরিমাণ প্রতি ১,০০০ (এক হাজার) টাকায় দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সার অনূর্ধ্ব হইলে প্রতি ১,০০০ টাকা ও উহার অংশের জন্য স্ট্যাম্প শুল্ক হইবে পাঁচ পয়সা।
	ঘ- বীমাকারী কর্তৃক বা তদধীন নিযুক্ত শ্রমিকের দুর্ঘটনাজনিত কারণে ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায় দায়িত্বের বিরুদ্ধে অথবা শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন, ১৯২৩ এর অধীন ক্ষতিপূরণ দানের দায়ের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি স্বরূপ বীমার কিস্তি বাবদ প্রদেয় প্রতি ১০০ টাকা বা উহার অংশের জন্য	দুই টাকা
	ঙ- জীবন বীমা বা সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবস্থিত বা প্রদত্ত হয় নাই এইরূপ অন্যবিধ বীমা, এই অনুচ্ছেদের চ-বিভাগে বর্ণিত পুনঃবীমা ব্যতীত-	
	(i) বীমাকৃত অর্থের পরিমাণ অনধিক ১,০০০ টাকা হইলে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে,	দুই টাকা

	(ii) বীমাকৃত অর্থের পরিমাণ ১,০০০ টাকার অধিক কিন্তু ৫,০০০ টাকার কম হইলে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে, এবং	চার টাকা
	(iii) বীমাকৃত টাকার পরিমাণ ৫,০০০ টাকার অধিক কিন্তু অনূর্ধ্ব ১০,০০০ টাকার অধিক না হইলে, এবং ১০,০০০ টাকার অধিক প্রত্যেক ৫,০০০ টাকা অথবা উহার অংশের জন্য	পাঁচ টাকা
	অব্যাহতি সরকারি কর্তৃত্বের অধীন জারিকৃত ডাক-জীবন বীমার জন্য প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী ডাকঘরসমূহের মহাপরিচালক কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত ডাক জীবন বীমার পলিসিসমূহ।	
	চ- এই অনুচ্ছেদের ক-বিভাগ অথবা খ-বিভাগে বর্ণিত ধরণের মূল বীমা পলিসি মঞ্জুরকারী কোনো বীমা কোম্পানি কর্তৃক অন্য কোনো বীমা কোম্পানিতে পুনরায় বীমা করা, যাহার উদ্দেশ্য হইতেছে বীমাকৃত অর্থের কিছু অংশের মূল বীমা বাবদ অর্থ প্রদানের ক্ষতিপূর্ণ বা গ্যারান্টি প্রদান।	মূল দলিল সম্পর্কীয় প্রদেয় শুল্কের ১/৪ পরিমাণ কিন্তু দুই টাকার কম নহে।
	সাধারণ অব্যাহতি কোনো বীমা পলিসি ইস্যু করিবার নিমিত্ত লেটার অব কভার বা এনগেজমেন্ট: তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ পলিসির জন্য এই আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্ট্যাম্প উক্তলেটার অব কভার বা এনগেজমেন্ট না থাকিলে, তদধীন কোনো দাবি করা যাইবে না বা উহাতে উল্লিখিত পলিসি ডেলিভারি দিতে বাধ্য করা ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কোনো কাজে লাগিবে না।	
[৩৩][৪৮।	**আম মোক্তার নামা (Power of Attorney)** ধারা ২ এর দফা (২১) এ সংজ্ঞায়িত এবং যাহা কোনো প্রক্সি নহে-	
	(ক) কোনো একক লেনদেন সংক্রান্ত এক বা একাধিক দলিল নিবন্ধন করাইবার একমাত্র উদ্দেশ্য বা একটি বা একাধিক অনুরূপ দলিল সম্পাদনের স্বীকৃতি দানের জন্য সম্পাদিত হইলে;	পাঁচশত টাকা
	(খ) পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আইন, ২০১২ এর ধারা ২, দফা (৭) এর উদ্দেশ্যে সম্পাদিত আম মোক্তার নামার ক্ষেত্রে ;	এক হাজার টাকা
	(গ) কোনো তফসিলি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ, অগ্রিম বা অন্য কোনো ঋণ সুবিধা গ্রহণকালীন উক্ত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধের ব্যর্থতার কারণে তাহার স্থাবর সম্পত্তি	এক হাজার টাকা

[৩৩] ক্রমিক নং ৪৮ অর্থ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ৩(খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই ২০১৩ হতে কার্যকরতাসহ)

	বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণের টাকা আদায়ের ক্ষমতা অর্পণের জন্য প্রদত্ত আম মোক্তার নামার ক্ষেত্রে; [৩৪][***]	
	ব্যাখ্যা- এই দফায়- (i) "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" অর্থ বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা আদেশ , ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৮) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা, বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা, (ii) "তফসিলি ব্যাংক" অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭) এর অনুচ্ছেদ ২, দফা (ঞ) দ্বারা সংজ্ঞায়িত তফসিলি ব্যাংক; [৩৫][***]	
	[৩৬][(গগ) পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আইন, ২০১২ এর ধারা ২ এর দফা (২) দ্বারা সংজ্ঞায়িত অপ্রত্যাহারযোগ্য আম মোক্তার নামা যাহার দ্বারা কোনো পণ ব্যতীত অ্যাটর্নিকে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়, বিক্রয়ের নিমিত্ত চুক্তি বা ঋণ গ্রহণের বিপরীতে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বন্ধকী দলিল সম্পাদন করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়; এবং]	এক হাজার টাকা
	(ঘ) পাওয়ার অব এটর্নি আইন, ২০১২ এর ধারা ২, দফা (২) এ সংজ্ঞায়িত পণের বিনিময়ে সম্পাদিত অপ্রত্যাহারযোগ্য আমমোক্তারনামা দলিলের ক্ষেত্রে।]	পণ মূল্যের ৩%, যাহা ছয় হাজার টাকার নিম্নে এবং ষাট হাজার টাকার উর্ধ্বে নহে।
৪৯।	**প্রত্যর্থ পত্র (Promissory Note)**, ধারা ২ (২২) দ্বারা সংজ্ঞায়িত (ক) যেইক্ষেত্রে দাবিক্রমে প্রদেয়, সেইক্ষেত্রে-	
	(১) যখন অর্থের পরিমাণ বা মূল্য অনধিক ২,০০০ টাকা	দশ টাকা
	(২) যখন অর্থের পরিমাণ বা মূল্য ২,০০০ টাকার উর্ধ্বে কিন্তু অনূর্ধ্ব ১০,০০০ টাকা	বিশ টাকা
	(৩) অন্যান্য ক্ষেত্রে	পঞ্চাশ টাকা
	(খ) যেক্ষেত্রে দাবিক্রমে ব্যতীত অন্য প্রকারে প্রদেয় হয়	দাবিক্রমে ব্যতীত প্রকারান্তরে বা অন্য প্রকারে প্রদেয় একই পরিমাণ অর্থের বিনিময় পত্র (নং-১৩) বাবদ প্রদেয় একই পরিমাণ

[৩৪] "এবং" শব্দটি অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা বিলুপ্ত (১ জুলাই ২০১৪ হতে কার্যকরতাসহ)।

[৩৫] "এবং" শব্দটি অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা বিলুপ্ত (১ জুলাই ২০১৪ হতে কার্যকরতাসহ)।

[৩৬] দফা (গগ)অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত (১ জুলাই ২০১৪ হতে কার্যকরতাসহ)।

		শুল্ক।
৫০।	**প্রতিবাদ বিল বা নোট (Protest of Bill or Notes)**অর্থাৎ কোনো বিনিময়পত্র বা প্রত্যর্থ পত্র এর টাকা প্রদানের অস্বীকৃতি সম্পর্কে প্রত্যয়নকারী কোনো নোটারি পাবলিক বা তদস্থলে আইনগতভাবে অনুরূপ কার্যরত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত লিখিত ঘোষণা	দুইশত টাকা
৫১।	**জাহাজের মাস্টারের প্রতিবাদ জ্ঞাপনের প্রতিবেদন(Protest by the Master of a Ship)** অর্থাৎ উহার (জাহাজের) সমুদ্র যাত্রায় বিবরণ সংক্রান্ত কোনো ঘোষণা যাহা ক্ষতি সমন্বয় করিবার বা গড় হিসাব নিরূপণের জন্য তৎকর্তৃক প্রস্তুতকৃত এবং জাহাজ মাস্টারের সেই সকল লিখিত ঘোষণা যাহা জাহাজে মাল বোঝাই বা খালাস না করিবার কারণে ভাড়াকারী বা চালানদারের বিরুদ্ধে প্রণীত হয়, যেইক্ষেত্রে এইরূপ ঘোষণা কোনো নোটারি পাবলিক অথবা আইনসম্মতভাবে তদ্রুপ কার্যরত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রত্যয়িত বা সত্যায়িত হয় কোনো জাহাজ মাস্টারের প্রতিবাদ লিপিও (নং ৪৪) দ্রষ্টব্য	তিনশত টাকা
৫২।	**প্রক্সি (Proxy)–** যাহার দ্বারা কোনো ব্যক্তি পৌরসভার কমিশনারদের কোনো একটি নির্বাচনের ভোট দানের বা (ক) যে সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা অন্যান্য বিধিবদ্ধ সংস্থার স্টক বা তহবিল শেয়ারে বিভক্ত ও হস্তান্তরযোগ্য উহার সদস্যদের (খ) কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বা (গ) কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিক, সদস্য বা কোনো প্রতিষ্ঠানের তহবিলে চাঁদা দাতাগণের কোনো একটি সভায় ভোট দানের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন	বিশ টাকা
৫৩।	**রসিদ (Receipt),** ধারা২(২৩) এর সংজ্ঞানুযায়ী, যাহা কোনো অর্থ বা অন্যবিধ সম্পত্তির ক্ষেত্রে যাহার পরিমাণ বা মূল্য ৪০০/- টাকার উর্ধ্বে **অব্যাহতি** রসিদ, যাহা- (ক) যথাযথ স্ট্যাম্পযুক্ত দলিল বা ধারা ৩ এর শর্তাংশের অধীন অব্যাহতি প্রাপ্তকোনো দলিলপত্র (সরকারের পক্ষে সম্পাদিত দলিলসমূহ) বা উল্লিখিত পণের পরিশোধযোগ্য অর্থের প্রাপ্তি স্বীকারমূলক ও দাবিক্রমে পরিশোধযোগ্য কোনো চেক বা প্রত্যর্থ পত্র বা মূল বা প্রধান অর্থ, সুদ বা বৃত্তি প্রাপ্তি বাবদ, অথবা যদ্দারা অপরাপর মেয়াদি অর্থ প্রদান করা নিশ্চিত/প্রত্যাভূত হয় এইরূপ কোনো দলিলে পৃষ্ঠাঙ্কিত হয় বা বিধৃত হয়; (খ) পণ ব্যতীত কোনো অর্থ প্রদান বাবদ; (গ) সরকারি রাজস্ব হিসাবে জমি বা ভূমি বাবদ সংশ্লিষ্ট কোনো কৃষক কর্তৃক খাজনা প্রদান বাবদ; (ঘ) সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমানবাহিনীতে চাকরিরত নন কমিশনড	দশ টাকা

	অফিসার, পেটি অফিসার, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিকগণের অথবা মাউন্টেড পুলিশ কন্সটেবলদের (যখন তাহার এইসব পদে কর্তব্যরত থাকেন) বেতন, ভাতা ইত্যাদি বাবদ প্রদান; (ঙ) উক্ত বাহিনীসমূহে অনুরূপ পদে চাকরিরত ব্যক্তিদের এইরূপ কোনো ব্যক্তির পারিবারিক সনদপত্র/সুপারিশপত্র ধারকগণ কর্তৃক প্রদত্ত, যেইক্ষেত্রে যাহার বেতন বা ভাতা উক্ত রশিদের বিষয়বস্তু; (চ) নন কমিশন্ড বা পেটি অফিসার, সৈনিক বা নাবিক বা বৈমানিক হিসাবে কর্মরত (এবং অন্য কোনো সরকারি পদে কর্মরত নহে) ব্যক্তিগণ তাহাদের চাকরি বিষয়ক যে অবসর ভাতা ইত্যাদি গ্রহণ করেন তৎসংক্রান্ত হয়; (ছ) কোনো সর্দার বা নম্বরদার যে ভূমি রাজস্ব বা খাজনা আদায় করেন তাহা বাবদ তৎকর্তৃক প্রদত্ত রসিদ; (জ) কোনো ব্যাংকারের নিকট গচ্ছিত এইরূপ অর্থ বা অর্থের জামানত বাবদ প্রদত্ত রসিদ যাহার হিসাব রাখিতে হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ হিসাব যাহার নিকট দিতে হইবে তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত রসিদ গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ না করা হয়।	
৫৪।	**বন্ধকী সম্পত্তির পুনঃকবলা দলিল (Re-Conveyance of Mortgaged Property)** (ক) যে পণের বিনিময়ে সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া হইয়াছিল উহার পরিমাণ ১,০০০/- টাকার উর্ধ্বে না হইলে,	হস্তান্তর দলিলে (নং-২৩) উল্লিখিত অনুরূপ পণের অর্থ বাবদ প্রদেয় একই পরিমাণ শুল্ক
	(খ) অন্য কোনো ক্ষেত্রে	তিনশত টাকা
৫৫।	**মুক্তিপত্র (Relase)** বা না-দাবি পত্র অর্থাৎ এইরূপ কোনো দলিল বা নিদর্শনপত্র যাহার দ্বারা কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির উপর অথবা কোনো নির্দিষ্ট সম্পত্তির উপর তাহার দাবি পরিত্যাগ করে, সেইক্ষেত্রে-	
	(ক) দাবির অর্থ বা মূল্য ২,০০০/- টাকার অধিক না হইলে,	মুক্তিপণে বিধৃত পণের অংক বা মূল্যের জন্য বন্ড (নং-১৫) বাবদ প্রদেয় একই পরিমাণ শুল্ক
	(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে	পঞ্চাশ টাকা
৫৬।	**রেসপনডেনশিয়া বন্ড (Respondentia Bond)** অর্থাৎ কোনো দলিল যাহার দ্বারা জাহাজে বোঝাইকৃত বা জাহাজে বোঝাই করিতে হইবে এইরূপ জাহাজী পণ্য বাবদ ঋণ গ্রহণ প্রত্যাভূত বা নিশ্চিত হয় এবং তজ্জন্য অর্থ পরিশোধকরণ উক্ত পণ্য গন্তব্যস্থানে পৌঁছা সাপেক্ষে হয় ট্রাস্ট প্রত্যাহার বা বিলিবন্দেজ বিলিবন্দেজ (নং ৫৮), ট্রাস্ট (নং ৬৪) দ্রষ্টব্য	প্রত্যাভূত ঋণের অর্থের বটমরি বন্ড (নং-১৬) বাবদ প্রদেয় সম পরিমাণ শুল্ক

৫৭।	**জামানত বন্ড বা বন্ধকী দলিল (Security Bond or Mortgagee Deed)** যাহা সম্পর্কিত হয় কোনো দায় স্বরূপে অথবা কোনো পদের দায়িত্ব যথাযতভাবে সম্পাদনের জন্য অথবা সেই বলে প্রাপ্ত অর্থ বা অন্যবিধ সম্পত্তির হিসাব রক্ষণ নিমিত্ত, অথবা কোনো চুক্তি যথাযথ সম্পাদন/পালনের জন্যে জামিনদার কর্তৃক সম্পাদিত হয়	
	(ক) জামানত অর্থের পরিমাণ অনধিক ২,০০০/- টাকা হইবার ক্ষেত্রে	জামানত অর্থের বন্ড (নং-১৫) বাবদ প্রদেয় একই পরিমাণ শুল্ক
	(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে	দুইশত টাকা
	অব্যাহতি বন্ড বা অন্যবিধ দলিলপত্র, যখন উহা- (ক) এইরূপ কোনো সর্দার কর্তৃক সম্পাদিত হয় যিনি সেচ আইন, ১৮৭৬ (১৮৭৬ সনের ৩ নং বেঙ্গল আইন) অনুসারে স্বীয় কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য উক্ত আইনের ধারা ৯৯ এর অধীন প্রণীত বিধি অনুসারে মনোনীত হইয়াছেন; (খ) কোনো দাতব্য ডিসপেনসারি বা হাসপাতাল বা অন্য কোনো জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত বেসরকারি চাঁদা হইতে প্রাপ্ত স্থানীয় আয় প্রতি মাসে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ অপেক্ষা কম হইবে না বলিয়া গ্যারান্টি প্রদানের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হয়; (গ) ভূমি উন্নয়ন ঋণ আইন, ১৮৮৩ বা কৃষিজীবী ঋণ আইন, ১৮৮৪ এর অধীন অগ্রিম গ্রহণকারী ব্যক্তিগণ কর্তৃক সম্পাদিত অথবা অনুরূপ অগ্রিম পরিশোধের জামানত হিসাবে তাহাদের জামিনদারগণ কর্তৃক সম্পাদিত হয়; (ঘ) কোনো সরকারি অফিসের কার্যাদি যথাযথভাবে সম্পাদনের নিশ্চয়তা প্রদানার্থে বা সরকারি টাকার যথাযথ হিসাব রক্ষার্থে বা সরকারি কর্মচারীর পদাধিকারবলে অন্যান্য সম্পত্তির হিসাব সুষ্ঠুভাবে রাখার নিশ্চয়তা বিধানার্থে সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা বা তাহাদের জামিনদারদের দ্বারা বন্ড বা অন্যান্য দলিল সম্পাদিত হইলে।	
৫৮।	**বিলিবন্দেজ (Settlement)** ক- দলিল (মোহরানা দলিলসহ)	বিলিবন্দেজ দলিলে বিধৃত বিলিবন্দেজকৃত সম্পত্তির মূল্যের বা পরিমাণের সমান অর্থের বটমরি বন্ড (নং ১৬) বাবদ প্রদেয় একই পরিমাণ শুল্ক:

		তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে বিলিবন্দেজ দেওয়ার জন্য একটি চুক্তি, বিলিবন্দেজের একটি দলিলের জন্য যে স্ট্যাম্প শুল্ক প্রয়োজন সেই পরিমাণ স্ট্যাম্পযুক্ত করা হয় এবং পরবর্তীকালে অনুরূপ চুক্তি অনুসরণে বিলিবন্দেজের একটি দলিল সম্পাদিত হয়, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ দলিল বাবদ শুল্কের পরিমাণ পঞ্চাশ টাকার অধিক হইবে না।
	অব্যাহতি মুসলমানদের বিবাহ উপলক্ষে যে মোহরানা দলিল সম্পাদিত হয়-	
	(i) বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত মোহরানা	শূন্য
	(ii) বিশ হাজার টাকার উর্ধ্বে	১/২% মূল্যানুসারে
	(খ) প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে ট্রাস্ট (নং ৬৪) দ্রষ্টব্য	প্রত্যাহার দলিলে বিধৃত সম্পত্তির যে পরিমাণ বা মূল্যের সমান অর্থের উপর বটমরি বন্ড (নং ১৬) বাবদ প্রদেয় একই পরিমাণ শুল্ক
৫৯।	**বাহকের প্রতি শেয়ার ওয়ারেন্ট (Share Warrants to Bearer)**কোম্পানি আইন, ১৯১৩ এর অধীন ইস্যুকৃত **অব্যাহতি** শুল্কের গঠন স্বরূপ কালেক্টরের নিকট নিম্নরূপে স্ট্যাম্প শুল্ক প্রদানের ক্ষেত্রে কেবল কার্যকর হইবার উদ্দেশ্যে কোম্পানি আইন, ১৯১৩ এর ধারা ৪৩ অনুসারে কোনো কোম্পানি কর্তৃক যেক্ষেত্রে শেয়ার ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হয়, সেই ক্ষেত্রে- (ক) কোম্পানির সমুদয় প্রতিশ্রুতি মূলধনের শতকরা দেড় অংশ; বা (খ) কোনো কোম্পানি উক্ত শুল্ক বা অংশ স্বরূপ প্রদত্ত অর্থ সম্পূর্ণ প্রদান করিবার পর প্রতিশ্রুত মূলধনের অতিরিক্ত মূলধন ইস্যু করিলে এইরূপ ইস্যুকৃত অতিরিক্ত মূলধনের শতকরা দেড় অংশ।	পণের মূল্যের ৪%
৬০।	**জাহাজীকরণ আদেশ (Shipping Order)** কোনো নৌযানে পণ্যদ্রব্য পরিবহণের জন্য বা তৎসংক্রান্ত হইলে	পঞ্চাশ টাকা।

৬১।	**ইজারা সমর্পণ (Surrender of Lease)** (ক) যেক্ষেত্রে একটি ইজারায় ধার্যযোগ্য শুল্কের পরিমাণ চারশত টাকার উর্ধ্বে নহে	এইরূপ ইজারা বাবদ ধার্যযোগ্য শুল্ক
	(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে	একশত টাকা
	অব্যাহতি যখন অনুরূপ শুল্ক প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়, সেইক্ষেত্রে সেই ইজারা সমর্পিত হইলে	
৬২।	**হস্তান্তর (Transfer)** (পণসহ বা পণ ব্যতীত)	
	(ক) কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা বিধিবদ্ধ সংস্থার শেয়ার সম্পর্কিত হইলে	পণের মূল্যের ১.৫%
	(খ) ধারা ৮ এ বর্ণিত ঋণপত্র ব্যতীত, বিপণনযোগ্য জামানত স্বরূপে উক্ত ঋণপত্র, উহা শুল্কযোগ্য হউক বা না হউক	ঋণপত্রের আপাত মূল্যের সমান শেয়ার মূল্যের জন্য এই অনুচ্ছেদের দফা (ক) এর অধীন নির্ধারিত একই পরিমাণ শুল্ক
	(গ) অনুচ্ছেদ ৪০ এর অধীন বা বীমা পলিসির দ্বারা শুল্ক পরিশোধিত বন্ড, বন্ধক দলিল বাবদ যে সুদ প্রাপ্তি বা নিশ্চিতকৃত হইয়াছে সেই সুদ সম্পর্কিত হইলে-	
	(i)অনুরূপ বন্ড, বন্ধকী দলিল বা বীমা পলিসি বাবদ শুল্ক চারশত টাকার অধিক না হইলে;	এইরূপ বন্ড, বন্ধকী দলিল বা বীমা পলিসি বাবদ ধার্যযোগ্য শুল্ক
	(ii)অন্যান্য ক্ষেত্রে	একশত টাকা
	(ঘ) এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল আইন, ১৯১৩ এর ধারা ২৫ এর অধীন কোনো সম্পত্তি বিষয়ক হইলে	একশত টাকা
	(ঙ) কোনো ট্রাস্ট সম্পত্তি এক ট্রাস্টির নিকট হইতে অন্য ট্রাস্টি বরাবর বা এক ট্রাস্টি একজন সুবিধাভোগীর বরাবর পণ ব্যতীত হস্তান্তর বিষয়ক হইলে	পঞ্চাশ টাকা
	অব্যাহতি (১) পৃষ্ঠাঙ্কনের দ্বারা হস্তান্তর- (ক) কোনো বিনিময় পত্র, হুন্ডি বা প্রত্যর্থ প্রত্র; (খ) কোনো বিল অব লেডিং, ডেলিভারি আদেশ, পণ্যদ্রব্যের ওয়ারেন্ট বা পণ্য সংক্রান্ত অন্যান্য বাণিজ্যিক দলিল; (গ) কোনো বীমা পলিসি জামানত সংক্রান্ত; (ঘ) সরকারি জামানত সংক্রান্ত ধারা ৮ও দ্রষ্টব্য	

	(২) কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত এবং স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিসমূহের শেয়ার ও ঋণপত্র হস্তান্তর; (৩) কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিধিবদ্ধ সংস্থা, সরকারি ও বেসরকারি কোম্পানিসমূহের বন্ড হস্তান্তর; এবং (৪) সম্পদের নিরাপত্তা বিধানকল্পে স্পেশাল পারপাস ভেহিকলের নিকট ধার্যযোগ্য সম্পত্তি বিক্রয়।	
৬৩।	**ইজারা হস্তান্তর (Transfer of Lease)** উপ-ইজারা বা আন্ডার লীজ স্বরূপ নহে বরং স্বত্ব নিয়োগের মত কোনো উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইবার ক্ষেত্রে **অব্যাহতি** শুল্ক অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো ইজারার হস্তান্তর	হস্তান্তর বাবদ পণের অর্থের সমপরিমাণ পণের কবলা দলিল (নং ২৩) বাবদ প্রদেয় একই পরিমাণ শুল্ক
৬৪।	**ট্রাস্ট (Trust)-**	
	ক- কোনো সম্পত্তির ঘোষণা বা কোনো সম্পত্তি সংক্রান্ত ঘোষণা যখন লিখিতভাবে করা হয় কিন্তু যাহা উইল নয়	দলিলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির যে পরিমাণ বা মূল্য বিধৃত হইয়াছে সেই পরিমাণ বা মূল্যের বটমরি বন্ড (নং ১৬) বাবদ প্রদেয় একই পরিমাণ শুল্ক
	খ- উইল নহে এইরূপ কোনো দলিল দ্বারা কোনো সম্পত্তি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি প্রত্যাহার করা হইলে বিলিবন্দেজ (নং ৫৮) ও দ্রষ্টব্য মূল্যায়ন নির্দিষ্টকরণ (নং ৮) দ্রষ্টব্য	দলিলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির যে পরিমাণ বা মূল্য বিধৃত হইয়াছে সেই পরিমাণ বা মূল্যের বটমরি বন্ড (নং ১৬) বাবদ প্রদেয় একই পরিমাণ শুল্ক, কিন্তু উহা দুইশত টাকার অধিক হইবে না।
৬৬।	**মালামালের ওয়ারেন্ট (Warrant for Goods)** অর্থাৎ যে দলিলে উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি বা তাহার স্বত্ব নিয়োগী বা উক্ত আদেশের ধারকের এইরূপ মালামালের উপর স্বত্বের প্রামাণিক বা স্বাক্ষ্যবহ হয়, যে মালামাল কোনো	পঞ্চাশ টাকা।

	পোতাশ্রয়ে বা বন্দরের পণ্যাগারে বা জেটিঘাটে অবস্থিত এবং উপযুক্ত ব্যক্তিগণ উক্ত পণ্যাদি খালাস করিবার অধিকারী হন, সেইক্ষেত্রে উক্ত মালামাল যে ব্যক্তির হেফাজতে থাকে সেই ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার পক্ষে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অনুরূপ দলিল বা প্রামাণিক পত্র স্বাক্ষরকৃত বা প্রত্যয়িত হইলে	